

G. P. ROY & CO. PRINTERS
KMAUMBAREE LANE. No. 67, COCHINTOWN

বিজ্ঞাপন ।

বারাসভের বালিকাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগের ব্যবহারার্থে এই গ্রন্থ সঙ্কলিত হয় । ইহা প্রকাশিত হইলে শিক্ষার্থীদিগের পাঠযোগ্য হইতে পারিবে এই বোধে মুদ্রাস্থিত হইল । বঙ্গভাষায় বিরচিত যে সমস্ত ভূগোল গ্রন্থে বিদ্যালয়ে প্রচলিত আছে, তাহাতে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই । যদি ইহার দ্বারা সেই অসম্পূর্ণত্ব পূরণ হয়, এবং বালক বালিকাদিগের শিক্ষার কিছু মাত্র সাহায্য হয়, তবে সংগ্রহকারের অন্তিম সার্থক হইবে ।

বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করা আবশ্যিক, যে পূর্বোক্ত বিদ্যালয়ের পূর্বতন পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চূড়ামণি মহাশয় ইহার রচনা বিষয়ে বিস্তর আনুকূল্য করিয়াছেন ।

শব্দ-পত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	২০, ৩	রশ্মি	রশ্মি
৭	৩	দূনাতিরিক্ততা	দূনাতিরিক্ততা
৮	৫	পাসিকিক	পাসিকিক
৮	১২	কোটিরখা	কটিরখা
৯	৮	থা	যথা
১৪	১	হিন্দু	হিন্দ
২১	১৮	২৬	২৪
২৩	১০	তামসন	তানাসন
২২	২০	নরবলী	নরবলি
১৬	১	প্রভূত	প্রভূতি
২২	১	দোপদীর	দোপদীর
২৫	১১	পৃথিবী	পৃথিবী
৪১, ৬২, ২৭	১৬, ২, ৭	পাঠ	পাট
২১	৫	বিশিষ্ট	বিশিষ্ট
৫৫	১	তত্ত্বাবধান	তত্ত্বাবধান
৫৭	৬	বলিন	বলিন
৬১	১২	স্বত্বেও	স্বত্বেও
৬২	২	রাজস্ব	রাজস্ব
৬৭	৭	কর্ম্য	কর্ম্য
৬২	৬	১৭	৩৭
৭৫	১১	লক্ষ	লক্ষ ইং মাং
৮০	২	ফেরো	কেয়ো
৮০	৪	মনুরেবিয়া	মনুরেবিয়া
৮৪	১১	বৃত্তান্ত	বৃত্তান্ত

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৮	১১	এক	১৥
৮৯	১৮	সৈন	সৈনা
১০১	৫	করিয়	করিয়।
১০৪	৪	আমেরিকাই	আফরিকাই
১১০	১৮	চতুঃপদঃ	চতুঃপদঃ তদাঃ
১১০	১৯	সংখ্যা।	সংখ্যা। তদাঃ
			পাণির মধ্যে।
১১৫	৫	সরীসৃপ	সরীসৃপ
১১৬	৩৪	মহোপকারী	মহোপকারী
১১৯	৯	লেকের।	লোকের।
১২৭	১৯	চতুর্কণের	চতুর্কণের
১৩২	১৫	সামান্য	সামান্য
১৪১	১৯	দূত ক্রীড়ায়	দূতক্রীড়ায়
১৪২	১২	উর্কর।	উর্কর।
১৪৫	৫	তাচ্ছীলা	তাচ্ছীলা

২৬ পৃষ্ঠার ১৫ পংক্তির করিলে শব্দের পর !
এবং ইংরেজ রাজ্য প্রতিনিধি কোর্ট অব ডিরেক্টর তাহাতে
সম্মত হইলে,

ভূগোল

পৃথিবীর আকার ।

অসীম আকাশমণ্ডলীমধ্যে অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু ভূতি পদার্থ সকল শূন্যমার্গে অবস্থিতি করিতেছে । মধ্যো অক্ষদাড়ির বাসস্থান এই পৃথিবী একটা গ্রহ মাত্র । তার আকার বাতাবী লেবুর ন্যায় প্রায় গোল, উত্তর দিকেকেন্দ্রে কিঞ্চিৎমাত্র চাপা আছে ।

পৃথিবী যে গোলাকার তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যে সকল অনায়াসে বোধগম্য হয় তাহা মধ্যোভাগে লিপিবদ্ধ হইল ।

‘ প্রথম, ইউরোপীয় কোম কোন নাবিক জাহাজারোহণপূর্বক পশ্চিম অথবা পূর্বদিকে গমন করত মুখ্য ১। ফিরাইয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া পুনর্বার সেই স্থানে নগত হওয়ায় ইহার পূর্ব পশ্চিমের গোলত্ব সপ্রমাণ হইতেছে । উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একপ্রকার প্রদক্ষিণ করিতে পারিলে পৃথ্বী সর্বতোভাবে গোলাকার স্থিরীকৃত হইত ।

কিন্তু উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে হিমের আধিকা প্রযুক্ত মনুষ্য ও জাহাজের গমনাগমন করা অসাধ্য, একারণ ইহা আকার ঢোল বা ঢাকের ন্যায় বোথ হইতে পারে, কিন্তু পশ্চাৎস্থিত প্রমাণে এতদম খণ্ডন হইতে পারিবেক ।

‘ দ্বিতীয় , পৃথিবীর উত্তর দিক্ হইতে দক্ষিণে, অথবা দক্ষিণ হইতে উত্তর দিকে, অধিক দূর গমন করিলে মৃত্যু ন তারা দেখা যায়, এবং পূর্বে দৃষ্ট তারা সকল একে ক্রমে অদৃশ্য হয়, একারণ উত্তর দক্ষিণের গোলক বিশেষ রূপে প্রমাণ সিদ্ধ হইতেছে ; যদ্যপি বাতীক্রম ঘটিতবে অবশ্যই উত্তর দক্ষিণস্থ তারা সকল এক কালে দৃষ্টি পথে পতিত হইত ।

‘ তৃতীয় , কোন বৃহৎ অর্দ্ধবৃত্তাকার মৃত্তিকারানিশ এক দিকে বৃক্ষ ও অন্য দিকে এক মনুষ্য দণ্ডায়মান থাকিলে সে ব্যক্তি ঐ বৃক্ষের দিকে গমন করিলে প্রথম তাহার অগ্র ভাগ মাত্র দেখিতে পায়, এবং যত ঐ মৃত্তিকারানিশের উচ্চ ভাগে উঠে, ততই বৃক্ষের নিম্নভাগ, অবশেষে মূল পর্য্যন্ত অবলোকন করিতে পারে ।

তদ্রূপ পর্বত সমুদ্র অথবা নদীর তীরস্থ হইয়া, যে কোন দিক্ হইতে হউক না কেন, কোন আগন্তুক জাহাজ নিরীক্ষণ করিলে প্রথমতঃ বাস্তব মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, এবং ক্রমশঃ যত নিকটস্থ হয় ততই অন্যান্য অঙ্গ, পক্ষি প্রাণী প্রভৃতি পর্য্যন্ত দেখা যায় । একারণ পৃথিবী যে

স্বর্গাংশে গোল তাহা সম্পূর্ণরূপে বিক্ষাণ্ড। যদি ইহার অনাংশ হইত, তবে অবশ্যই এক বা অন্য দিকে ঐ সমুদ্র-যানের আপাদ মস্তক এক কালে নয়নগোচর হইত সন্দেহ নাই।

‘চতুর্থ’, সর্বতোভাবে গোল বস্তু তিন্ন আর কোন বস্তুর ছায়া সকল অবস্থায় গোলাকার হয় না। জ্যোতি-
ঐশ্বর্য্য নিৰ্ণয় করিয়াছেন যে পৃথ্বীর ছায়া চন্দ্র
পতিত হইলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। কখন চন্দ্রগ্রহণ কালীন
ঐ ছায়া সম্পূর্ণরূপে গোল বা গোলাকারের অংশ তিন্ন
দেখা যায় নাই, একারণ পৃথ্বী যে গোল তাহার কোন
সন্দেহ নাই।

পৃথ্বীর কল।

পৃথ্বী গোলাকার এইজনা ইহার সকল স্থলে এক কালে
সূর্য্যের আলোক প্রাপ্ত হয় না।

যখন এই দেশে প্রাতঃকাল হয় তখন অন্য কোন
দেশে মধ্যাহ্ন, কোন দেশে অপরাহ্ন, কোন দেশেও রাত্রি
হইয়া থাকে।

ক্রনোমিটার নামক ঘটিকাযন্ত্র, অথবা ইলেকট্রিক টেলি-
গ্রাফ দ্বারা নিরূপণ করা যায় যে এই স্থানে সূর্য্যোদয়ের
এক ঘটিকা পরে ১০৩৬ মাইল পশ্চিমে রবি প্রকাশ পায়।

২৪ ঘটিকা মনো ক্রমশঃ পৃথিবীর পূর্বপশ্চিম সমুদয় পরিধি, অর্থাৎ বেড়, সূর্য্যের আলোকে প্রদীপ্ত হইলে পুনর্বার সেই নির্দিষ্ট স্থানে সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে।

অতএব দুই স্থানের পরস্পর সূর্য্যোদয়ে হদ্যপি এক ঘটিকার ভিন্নতায় ১০৩৬ মাইলের অধর হয়, তাহা হইলে ২৪ ঘটিকায় ২৪৮৬৪ মাইল অধর হইবে, অতএব পৃথিবীর পরিধি ২৪৮৬৪ মাইল।

যেমন কোন গোলাকার বস্তুর পরিধিকে ৭ গুণ করিয়া ২২ ভাগ করিলে তাহার স্তূল ব্যাস জানা যায়, এবং ব্যাসের বর্গ করিয়া ২২ দ্বারা গুণিত ও ৭ দ্বারা বিভক্ত করিলে পৃষ্ঠজ ফল, অর্থাৎ উপরিভাগের কালি, প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্রূপে পৃথিবীর ফলানয়ন করিলে পৃথিবীর স্তূল ব্যাস ৭৯১২ মাইল হয়, এবং পৃষ্ঠজ ফল ১২৬৬৬২৮৯৩ ইঞ্চির মাইল হয়।

পৃথ্বীর রেখা ও ভাগ ।

মানচিত্রের উপরিভাগ উত্তর, নিম্নভাগ দক্ষিণ, দর্শন-কারীর দক্ষিণ দিক্ পূর্ব, ও বাম দিক্কে পশ্চিম কহা যায় ।

ভূবেত্তারা পৃথ্বীর পরিধিকে ৩৬০ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া তাহার প্রত্যেক ভাগকে ডিগ্রি বা অংশ কহেন । এবং ঐ প্রত্যেক ডিগ্রিতে ৬০ মিনিট, এক এক মিনিটে ৬০ সেকেণ্ড হয় । ইহাদিগের সান্কেতিক চিহ্ন যথা (°) ডিগ্রি (') মিনিট (") সেকেণ্ড ;

ভূতন্ত্র অবলোকন করিলে ইহার মধ্যস্থলে পূর্বপশ্চিমে যে এক বৃহৎ রেখা যায়, তাহাকে বিষুব রেখা কহে । এই রেখাদ্বারা পৃথ্বী উত্তরদক্ষিণে দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত হয় ।

বিষুব রেখাইহতে ২৩ ডিগ্রি ৩০ মিনিট উত্তরস্থ এক রেখাকে ককট রেখা কহে । এবং ২৩ ডিগ্রি ৩০ মিনিট দক্ষিণস্থ অন্য এক রেখাকে মকর রেখা কহা যায় । বিষুব রেখাইহতে ৬৬ ডিগ্রি ৩০ মিনিট উত্তরে অপর এক রেখাকে উত্তর হিম রেখা ও ৬৬ ডিগ্রি ৩০ মিনিট দক্ষিণ অন্য এক রেখাকে দক্ষিণ হিমরেখা কহে ।

সূর্য্যারম্ভি যে স্থানে সম সূত্রপাত নায়ে, অর্থাৎ ঠিক সোজা, এবং দীর্ঘকাল পতিত হয়, ঐ স্থান অধিক উত্তর

হয়। পৃথীতে সম হ্রদপাতী ঐ তেজঃ ককট ও মকর রেখার
অন্তঃস্থরেই পতিত হয়। তন্মুখ্য ঐ স্থান সাতিশয় উষ্ণ
এবং ভ্রমশঃ যত কেন্দ্রদ্বয়ের নিকটস্থ হয়, ততই সূর্য্যারম্মি
তির্য্যাক অর্থাৎ বক্রভাবে পতিত হওয়ায় উত্তাপের স্থানতা
জন্মে।

ককট ও মকর রেখার মধ্যস্থিত স্থানকে উষ্ণকটিবন্ধ
কহে, এই স্থানে উত্তাপ অধিক, ইহার পরিমাণ ফল
৭৮৩১৪১১৫ ই° মা°।

ককটহইতে উত্তর হিমরেখা এবং মকররেখাহইতে
দক্ষিণ হিমরেখা পর্য্যন্ত ইহার মধ্যস্থিত স্থানকে মধ্যকটি-
বন্ধ কহে, এইস্থানে শীত গ্রীষ্ম মধ্যম, ইহার পরিমাণ ফল
১০২০৮৩১৮৫ ই° মা°।

উত্তর হিমরেখাহইতে উত্তর কেন্দ্র এবং দক্ষিণ হিমরেখা-
হইতে দক্ষিণ কেন্দ্র পর্য্যন্ত, ইহাদিগের মধ্যস্থিত স্থানকে
হিমকটিবন্ধ কহে, এইস্থলে হিমের অত্যন্ত আধিক্য। এই
উত্তয়ের পরিমাণ ফল ১৬৩৬৫৫২৪ ই° মা°।

কোনস্থান বিষুবরেখাহইতে কত ডিগ্রি উত্তর বা
দক্ষিণ, ঐ পরিমাণকে (লাটিটিউড) অক্ষাংশ কহে, এবং
কেন্দ্রদ্বয় ও কোন নির্দিষ্ট স্থান দিয়া যে রেখা যায় তাহা
হইতে অন্য কোন স্থান কত ডিগ্রি পূর্ব বা পশ্চিম, ঐ পরি-
মাণকে (লঞ্জিটিউড) দ্রাঘিমাংশ কহে। ইংল্যান্ডের
লণ্ডন সমিহিত গ্রীনউইচের রেখাহইতে লঞ্জিটিউড গণনা
করেন, আমরাও এ স্থলে সেই রূপ করিলাম।

জল ।

পৃথিবী জল ও স্থলে বিভক্ত, তন্মধ্যে জলাংশ ফল সাক্ষাৎ
চৌদ্দ কোটি ইঞ্চিয়ার মাইল। সূর্যোদ্যাপের সূন্যতিরিক্ততা
প্রযুক্ত, জল বাষ্পীয় কাচিনা ও দ্রব অবস্থা প্রাপ্ত হয়।
অতিশয় উত্তাপে জল ধূমবৎ, এবং উত্তাপের সূন্যতায়
বরফ হইয়া কঠিন হয়।

পৃথিবী উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রে এবং পর্বতের উচ্চশৃঙ্গ-
পর্ব নিরন্তর বরফ থাকে।

জল সূর্যোদ্যাপে বাষ্প হইয়া মেঘ হয়, তাহাই বৃষ্টি-
রূপে পৃথিবীতে পড়ে।

সমস্ত জলাধারের বৃহদঙ্গকে মহাসাগর কহে, এবং
পরিমাণের সূন্যতিরিক্ত হেতু মহাসাগরের বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র
অংশদিকে ক্রমশঃ সাগর উপসাগর অথাত ইত্যাদি কহা
যায়। সর্বতোভাবে স্থলদ্বারা বেষ্টিত যে সমস্ত বৃহৎ
জলাশয় তাহাদিগকে হ্রদ কহে। দুই বৃহৎ জলাশয় ক্ষুদ্র
জলপথদ্বারা একত্রিত হইলে তাহাকে মোহানা কহা
যায়।

পর্বতস্ত বরফ দ্রব, এবং মেঘ সমূহ জলবৎ হইয়া বেগ-
বান্ শ্রোতে অধঃপতিত হওয়াতে নদী সকলের উৎপত্তি
হয়।

পৃথিবীতে ৫ টা মহাসাগর আছে। যথা ১, উত্তর হিম-

সাগর; ইহার উত্তর সীমা উত্তর কেন্দ্র, ৩৩ দক্ষিণ সীমা উত্তর হিমকটিরেখা; ইহা ইউরোপ আসিয়া ও আমেরিকার উত্তরস্থিত। ইহার অংশ ইউরোপে হোয়াইট (স্বেত) সাগর, আসিয়ায় কারা সাগর, ও অবি উপসাগর।

২ পাসিফিক মহাসাগর; ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, আসিয়া ও অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বস্থিত এবং আমেরিকার পশ্চিম; ইহার সীমা, ফল পাঁচকোটি ইঞ্চির মাইল। ইহার অংশ আসিয়ায় কামাচকাটকা উপসাগর, অকোটস্ক সাগর, জেপান সাগর, চিন সাগর, সায়েম উপসাগর, আমেরিকায় কালিফোর্নিয়া উপসাগর।

৩ আটলান্টিক মহাসাগর, ইহার উত্তর সীমা উত্তর হিমকটিরেখা, দক্ষিণসীমা দক্ষিণ হিমকটিরেখা। ইহা ইউরোপ আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যস্থিত এবং ইহার সীমাফল সাক্ষর দুই কোটি ইং মাং। ইহার অংশ ইউরোপে বাল্টিক সাগর, উত্তর সাগর, বিস্কে অখাত, মেডিটারেনিয়ন সাগর; আমেরিকায় হডসন অখাত, মেক্সিকো উপসাগর, কারাবি সাগর।

৪ ইণ্ডিয়ন মহাসাগর; ইহা আসিয়া আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যস্থিত, সীমাফল দুই কোটি ইং মাং। ইহার অংশ আসিয়ায় বঙ্গ অখাত, আরব সাগর, পারসীক উপসাগর, রেড (লাল) সাগর।

৫ দক্ষিণ মহাসাগর ; ইহা আটলান্টিক ইণ্ডিয়ান ও
প্যাসিফিক মহাসাগরের দক্ষিণ, ও উত্তর কোল্ডের উত্তর ।

স্থল ।

পৃথিবীস্থ স্থল পাঁচ কোটি পোনার লক্ষ ইং মাং ।
ইহা সমুদয় পৃথ্বী ফলের চতুর্থাংশের কিঞ্চিৎ অধিক
হইবে ।

স্থলকে আকারভেদে তিন তিন নাম দেওয়া যায় ।
যা—জলবেষ্টিত স্থানকে দ্বীপ কহে, কিন্তু সর্বতোভাবে
বেষ্টিত না হইয়া কিঞ্চিদংশে অন্য স্থলের সহিত যোগ
থাকিলে তাহাকে প্রায়দ্বীপ কহা যায় । এবং যে ক্ষুদ্র
স্থলদ্বারা অন্য স্থলের সহিত যোগ হয় তাহাকে ডমরু-
দ্বীপ কহে ।

ভূপেশ্বারা পৃথিবীর স্থলকে যে ৫ খণ্ডে বিভক্ত করি-
য়াছেন, ঐ প্রত্যেক অংশীকৃত স্থানকে মহাদ্বীপ বলা
যায় । যথা আসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, ও
অস্ট্রেলিয়া ।

আসিয়া।

তৎসাবিত্ত পণ্ডিতগণ আসিয়া শব্দের অর্থ সৃষ্টি কহেন।
যেহেতু এই স্থানেই সর্বাঙ্গে সূর্য্যোদয় হয়, একারণ এই
মহাখণ্ডের এতদ্রূপ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহার উত্তর সীমা উত্তরহিমসাগর, দক্ষিণ ইণ্ডিয়ন মহা-
সাগর, পূর্ব পাসিফিক মহাসাগর, এবং পশ্চিম উরাল
পর্বত। ইহার পরিমাণ ফল ১৭৫০০০০০ ইং মাঃ। লোক
সংখ্যা সাতচল্লিশ কোটি। এই মহাদ্বীপের অভ্যন্তরে
সাম্র নামক এক প্রকাণ্ড মরুভূমি আছে, তাহা এমন
বৃহৎ যে তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ এক বৎসরের পথ, এবং
প্রস্থসীমা এক মাসে অতিক্রম করা যায়। এতদ্ভিন্ন তা-
রব পারস ও টর্কির কিয়দংশ মরুভূমি। ইহাতে কতিপয়
পর্বত আছে। যথা—

প্রধান পর্য্যত	অধার স্থান	প্রধানশক্তি	উচ্চতা।
হিমালয়	হিন্দুস্থানের উত্তর	কাশ্মির গঙ্গা	১৮৭৮৫ হস্ত
হিন্দুকুশ	আফগান স্থানের উত্তর		১৩৩৩২ হস্ত
আলটাই	চীনটার্টার		৮৪৬৬ হস্ত
কাকেশাস	বাক ও কাস্পিয়ান সাগরের মধ্যদেশ	এনবর্ড	১১৯৩৬ হস্ত
উরাল	ইউরোপ ও আসিয়ার মধ্যস্থিত	দানিস্কেন কাস্পিয়ান	৬০০০ হস্ত

আলটাই পর্য্যন্তের দক্ষিণ পশ্চিমে রুসিয়ার পূর্ব সীমায় ও জেপান ও তদ্দক্ষিণস্থ দ্বীপ সমূহের স্থানে স্থানে আগ্নেয় পর্বত আছে।

আসিয়ার মধ্যস্থিত সমুদ্র কাস্পিয়ান সাগর পরিমাণ কল ১৮০০০০ ইং মাঃ
আরাল সাগর ২৬০০০ ইং মাঃ
বৈকাল হ্রদ ২০০০০ ইং মাঃ

প্রধান নদী

ইয়ংসিকায়াং

ইয়ানিদি

হোয়াংহো

ওবি

ইতিস

লেনা

আমুর

ইউকেটিস্

যেনাক্

সিন্ধু

গঙ্গা

আধারস্থান

চিন

সাইবেরিয়া

চিন

সাইবেরিয়া

ঐ

চিনটাট্‌রি

টর্কি

থবেরট

ইন্ডুস্থান

ঐ

পতনস্থান

পাসিফিক্ মহাসাগর

উত্তর ঐ

পাসিফিক্ মহাসাগর

উত্তর ঐ

ঐ

পাসিফিক্ মহাসাগর

পারমা উপনাগর

চিনসাগর

ইণ্ডিয়ান সাগর

বঙ্গ অঞ্চল

পরিমাণ

৩২০০ মাং

২২০০

২৬০০

২৫০০

২৪০০

২৩০০

২৮০০

২৭০০

২৭০০

২৫০০

আসিয়া ঋণ্ড পশ্চাৎস্থিত কয়েক রাজ্যে বিতৰ্জ হই-
 রাহে । যথা ১ হিন্দুস্থান, ২ ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থান,
 ৩ চিন, ৪ থিবেট, ৫ চিন তাতারি, ৬ স্বাধীন তাতারি,
 ৭ রুসিয়া, ৮ জেপান, ৯ আফগানস্থান, ১০ পারস,
 ১১ আরব, ১২ টর্কি ।

এই মহাখণ্ডই সর্বাংগে প্রসিদ্ধ ; সকল ধর্মশাস্ত্র
 মধ্যে ইহা মনুষ্যের আদি বাসস্থান, এই স্থানেই প্রধান
 প্রধান ধর্মসংস্থাপকেরা জন্ম গ্রহণ করিয়া, মানবমণ্ডলীর
 হিতার্থ স্ব স্ব মত প্রচলিত করিয়াছেন ; এবং এই স্থানেই
 সভ্যতার বীজ প্রথমে উৎপত্তি হয়, তাহাই অন্যত্র বি-
 স্থারিত হইয়া ক্রমশঃ উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে ।

হিন্দুস্থান

হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবী নয় ঋণ্ডে বিভক্ত, তাহার এক এক
 ঋণ্ডাকে এক এক বর্ষ কহে । আমরা যে দেশে বসতি
 করি, তাহাতে দুঃসন্ত রাজার ৩ শকুন্তলার পুত্র মহাপ্রতাপ-
 গীলী ভরত সমাট্ থাকাতে, ইহার নাম ভারতবর্ষ হয় ।

মুসলমানেরা ইহাকে হিন্দু (কাল) স্থান (স্থান) অর্থাৎ কালদিগের দেশ কহিয়া থাকেন । এক্ষণে দেশস্থ ও অপরাপর সকলেই এই উপাধি দেয় ।

ইহার অন্তর্গত ইন্ডু (হিন্দু) নদ থাকাতে ইউরোপীয়েরা ইহাকে ইণ্ডিয়া কহিয়া থাকেন ।

ইহার উত্তর দক্ষিণ দৈর্ঘ্য পরিমাণ প্রায় ১৮০০ মাইল, পূর্বপশ্চিম প্রস্থ পরিমাণ প্রায় ১৫০০ মাইল, সমুদয় ফল ১৩,০০,০০০ ইং মাইল । লোকসংখ্যা চৌদ্দ কোটির অধিক হইবে ।

ইহার মধ্যবর্তী পর্বত ; হিমালয়, হিন্দু-নীলগিরি পূর্ব ঘাট, পশ্চিম ঘাট, ইত্যাদি ।

নদনদী ; হিন্দু, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, কাবেরী, কৃষ্ণা, গোদাবরী, ইত্যাদি ।

হ্রদ ; চিলকা ।

অশ্বখ্যল পূর্বক শাসন করিবার জন্য, ইংরেজেরা এই দেশকে চারি খণ্ডে বিভাগ করিয়াছেন ; প্রত্যেক খণ্ডকে প্রেসিডেন্সি কহে । যথা—অ্যাণ্ডা, বঙ্গ, মাদ্রাজ, এবং বম্বে প্রেসিডেন্সি ।

হিন্দুস্থান নিম্নলিখিত প্রদেশে বিভক্ত ।

প্রদেশ, প্রধান নগর, পরিমাণ ফল, লোক-
সংখ্যা

স্বাধীন	{ নেপাল ভূটান }	কাটমান্ডো	ইং মাইল ৭০,০০০	২০ লক্ষ
---------	--------------------	-----------	-------------------	---------

প্রদেপ
 গায়ওয়ান
 কুম্বেউন
 আগ্রা
 দিল্লি
 আলাহাবাদ
 কলন্দরদোয়াব
 অজমির
 পঞ্জাব

১৮৮৬ চন্দ্রাব্দ ১৩০৩

আগ্রাপ্রেসিডেন্সি।

প্রধান নগর

ক্রীনগর

আলমোর।

আগ্রা

দিল্লি

আয়াগ

ফিরোজপুর

অজমির

লাহোর

লোক সংখ্যা

২৩৮,০০,৫৫০

৮-৫,৫৭১ ইং মাং

১৫

বঙ্গপ্রেসিডেন্সি।

কলিকাতা

পাটনা

কটক

নাগপুর

মোহাগপুর

৫-৬৬০০ ইং মাং

৪৮৭,০০,০০০

বঙ্গ

বেহার বা মগধ

উৎকল বা উড়িষ্যা

নাগপুর

গওওয়ান

মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি ।

প্রদেশ
সরকার বা কলিক
কার্গটিক বা ডাবিড
মলবার
কানারা

পরিমাণ ফল
লোক সংখ্যা

প্রধান নগর
বিশখা পট্টন
মাদ্রাজ
কালিকুট
মঙ্গলুর

১,৪৪,৮৮৯ ইং নার ১৬৩,৩২,৪২৬

বহাই প্রেসিডেন্সি ।

কম্বল
দক্ষিণদেশ
মহারাষ্ট্র
সুরত
সিঙ্গু

১,২০,৯৬৫ ইং নার ১০৪,৮৫,০০০

৮৯ ও জাঃ প্রাঃ প্রেসিডেন্সি গংক্রাস্ত ।

পংঃ প্রাঃ প্রেসিডেন্সি গংক্রাস্ত ।

প্রদেশ
কাম্বীর
পাতিয়ালা
ক্ষুদ্র শিকরাজা
দাউদপুত্র
অবোধা
বুদেলখণ্ড
সিদ্ধিয়ার রাজা
মাজবা
রাজবারা
সিকিম
হুদররাবাদ

পরিমাণ মূল্য

লোকসংখ্যা

প্রধান নগর

ক্ষুদ্র

পাতিয়ালা

ভাবলপুর

অবোধা

বুদ

গোয়াদিগর

ইন্দোর

ক্ষুদ্রপুরবেধপুর

টমলু

হুদররাবাদ

৪,৬০,০০০ ইং মাং, ৪ কোটির অধিক

প্রদেয়
 করাসভাক।
 পণ্ডিচারি
 করিকাল
 মহি

গোয়া
 দমন
 দিউ

করাসিস অধিকার

প্রদেয় নগর

পরিমাণ ফল

লোক সংখ্যা

}

১৮ ইং মাঃ
৭৭

২ লক্ষ

—

নটুগিজ অধিকার

}

১০০ ইং মাঃ

৫ লক্ষ

ভাগীরথী তীরস্থ কলিকাতা, ইংরেজ ভারতবর্ষের রাজধানী ; ইহার অক্ষাংশ ২২ (০) ৩৩ (১) উত্তর দ্রাঘিমাংশ ৮৮ (০) ১৭ (১) পূর্ব। এই স্থান এত শত বৎসর পূর্বে সামান্য গ্রাম অপেক্ষা হয় এবং অগণনীয় ছিল, কিন্তু এক্ষণে এরূপ সৌভাগ্যশালী হইয়াছে, যে ইহাকে হর্ষাপুর উপাধি দেওয়া যাইতে পারে। এই নগরে চারি লক্ষ লোক অবস্থিতি করে।

হিন্দুস্থানে গ্রীষ্ম ও বর্ষার আধিক্য, এবং পার্শ্বীয় প্রদেশে শীতের প্রাবল্য হয়। বঙ্গরাজ্যের লবণাস্র নিম্নপ্রদেশ ও হিমালয়ের উপত্যকা অর্থাৎ পার্শ্বতের নিকটস্থ স্থান ভিন্ন, সকল স্থান উত্তম জলবায়ুবিশিষ্ট। এই দেশের অধিকাংশ ভূমি উর্বরা, কিন্তু প্রজাগণ, বিশেষ বাঙ্গালিরা, কৃষিবিদ্যায় অজ্ঞ ও অলস, এজন্য সম্ভব শস্তাদি উৎপন্ন করিতে সমর্থ হয় না। এস্থলে অধিকাংশ উত্তম উত্তম শস্ত, ফল, শাক ইত্যাদি, উৎপন্ন হইয়া থাকে।

হিন্দুরা সামান্য যন্ত্রসহকারে সূক্ষ্ম ও পরিষ্কার কর্ম করিতে বিলক্ষণ দক্ষ। হস্ত নিপুণতা দ্বারা কাস্মীর শাল, চাকাই বস্ত্র প্রভৃতি এমনত উৎকৃষ্ট নিম্মাণ করে, যে তদনুরূপ অন্য কোন স্থানের লোকেরা করিতে পারে না। উত্তমোত্তম যন্ত্রাদির অভাবে এবং পদার্থ বিদ্যায় অনভিজ্ঞতা বশতঃ, শিল্প কর্মদ্বারা যাহা উৎপন্ন করে, তাহার অগ্নাংশ অন্যত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।

হিন্দুগণ, প্রাচীনকালে হিন্দুমাগরস্থ দ্বীপে ও অন্যান্য নিকটবর্তী স্থানে বাণিজ্যাদি করিত, কিন্তু এক্ষণে নিবাসিত হইয়াছে। হিন্দুস্তানের বাহিরে এক পদ স্থানান্তরে যাইলে এক কালে জাতি ভ্রষ্ট হয়।

ইউরোপ, আমেরিকা এবং আরবদেশবাসী লোকেরা স্বদেশ উৎপাদিত দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া, এখানকার সামগ্রী লইয়া যায়।

লাক্ষা, নীল, তুলা, রেশম, শোভা, অহিফেন, তিসি, মরিচ, চাউল, মরিচ, হীরক ইত্যাদি, রফতানি হয়। নানাবিধ খাত্তা, মস, মৃৎকার বাসন, বিবিধরূপ মন্ডিকা, তুলার ও পশমী বস্ত্র, মসলা ইত্যাদি আমদানি হয়। ১০ কোটি টাকার অধিক বিলাতীয় দ্রব্য আনীত হয়। হিন্দুরা অসংখ্য বাণিজ্যাদি করিলে, মোতাগোর যে উন্নতি হইত, তাহা বর্ণনাতিত।

এই স্থানে হীরক, স্বর্ণ, লৌহ, সীস, টিন, কয়লা, সোরা, প্রভৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইংরেজ বাহাদুর এই রাজ্য-ইহাতে ২৭ কোটি টাকা বাৎসরিক কর আদায়, এবং রাজ্য রক্ষা ও শাসন জন্য ২৬ কোটির অধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন; এবং এই দেশের নিমিত্ত ৫০ কোটি টাকা ঋণবদ্ধ আছেন। রাজ্য রক্ষার্থ ২,৯০,০০০ সৈন্য আছে। অস্বদেশের বিদ্যালিক্ষা বিষয়ে রাজপুরুষগণের হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে, নিম্নলিখিত প্রথা প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণেরা

কিয়দংশ সংস্কৃত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিতেন । ধনী-জনেরা যৎকিঞ্চিৎ প্রচলিত দেশ ভাষা, আরবী ও পারসী শিক্ষা করিতেন ; এবং অন্যান্য অধিকাংশ ভদ্র-সন্তান, কিতাবতী ব্যবসায় অর্থাৎ দেশীয় ভাষায় লেখা ও অঙ্ক কস। মাত্র জানিতেন । অপর সাধারণের মধ্যে অভ্যস্ত বাক্তি বিদ্যার আশ্রয় অবগত ছিলেন ।

রাজপুরুষেরা, প্রথমতঃ সংস্কৃত, আরবী ও পারসী শিক্ষার্থ যার স্নীকার করেন ; কিন্তু তৎপাঠে ভাষা ও দেশীয় পুরাতন রীতিনীতি এবং প্রকৃত বিদ্যার কিয়দংশ মাত্র জানা হইত, বহুদর্শিত্ব উপলব্ধি হইত না ; এজন্য ইংরেজী ভাষার অন্তর্শীলনার্থ প্রধান প্রধান নগরে কলেজ ও স্কুল স্থাপন করিয়াছেন । তাহাতে ইংরেজীভাষা গণনাশাস্ত্র ও রচনা প্রণালী মাত্র শিক্ষা হয় ।

স্থানে স্থানে, পদার্থবিদ্যা ও শিল্পবিদ্যায় আলোচনা জন্য কয়েকটি বিদ্যালয় সংস্থাপিত করায় দেশের বিশিষ্ট রূপ উপকার হইতেছে ।

এতদ্রূপ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া এপর্যন্ত অনেকেই বিশেষ বিশেষ কর্মক্ষেত্র হইয়াছেন বটে, কিন্তু কোন অভিনব গ্রন্থাদি রচনা বা স্বভাবের কোন নিয়ম নির্দিষ্ট করিবার কাহারও ক্ষমতা দেখা যায় না ।

অপরসাধারণকে জ্ঞানদানজন্য মাতৃভাষা শিক্ষা ভিন্ন অন্য উপায় নাই ; একারণ এস্থলে প্রচলিত ভাষার

অমূল্যলভ্য, ১০১ পাঠশালা সংস্থাপনের অনুমতি হয়। উক্ত সংস্থার অধিকাংশ সংস্থাপিত হইয়াছিল ; কিন্তু তদ্ব্যবহারে অভাবে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ না হওয়াতে, অনেক পাঠশালা উঠিয়া গিয়াছে, অবশিষ্টাংশ অকর্ম্মণ্যপ্রায় হইয়া আছে। অধুনা গবর্ণমেন্ট পুনর্বার মনোযোগী হইয়া দেশীয় ভাষার আলোচনা জন্য, ৬ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন, এবং কয়েকটা প্রধান ব্যক্তিকে কর্ম্মচারি পদে অভিযুক্ত করিয়াছেন।

ইতঃপূর্বে আগ্রা ও বম্বে প্রেসিডেন্সির লোকেরা স্বদেশীয় ভাষার চর্চায় নিমিত্ত বিশেষ যত্ন দেখাইয়াছেন। রাজপুরুষদিগের মধ্যে গবর্ণর হেষ্টিং, বেন্টক, মেটকাফ, ডাকলও, হার্ডিঞ্জ ডালহৌসি, এলফিনিষ্টোন, তামসন এবং গ্রান্ট, রায়ন, বীটন প্রভৃতি মহোদয়গণ বিদ্যাবৃদ্ধি বিষয়ে অত্যন্ত পরিশ্রম ও সাতিশয় যত্ন দেখাইয়াছেন, ফরাসিস মাটিন সাহেব, পারসী জমসেটজি জিজিভাই প্রভৃতি ধনী মহাত্মারা, অর্থদ্বারা আত্মকূল্য করিয়াছেন। কিন্তু কোন রাজকর্ম্মচারী নয়, বিশেষ ধনী নয়, পণ্ডিত নয়, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত নয়, এমন এক ব্যক্তিদ্বারা বঙ্গদেশের শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। ঐ মহাত্মার নাম ডেভিড হেয়ার সাহেব, তিনি বিদ্যাদানদ্বারা অস্বদেশের হিতসাধনার্থে, আপনার ধন, সময়, পরিশ্রম, বুদ্ধি সকল সমর্পণ করিয়াছিলেন। মিসনরি সাহেবেরা অজস্র লোকের নানা-

প্রকারে উপকার করিতেছেন, বহুকালাবধি বিদ্যাবিতরণে তাঁহাদিগের বিশেষ যত্ন দেখা যাইতেছে। এক্ষণে তাঁহারা ৬০,০০০ ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিতেছেন।

ইংরেজেরা দেশের শোভা বৃদ্ধি, গভীরাভের সুবিধা ও সাধারণের হিতকারী কর্মে (অর্থাৎ বাঁচ বাঁধা, ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ স্থাপন ইত্যাদি কর্মে) বর্ষে বর্ষে অসুখান ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। বিংশতি বৎসরের মধ্যে প্রায় দুই কোটি টাকা ব্যয় করিয়া, কলিকাতাহইতে পেসয়ার, বম্বেহইতে আগ্রা, এবং কলিকাতাহইতে বম্বে পর্য্যন্ত যিন্তীর্ণ তিন হাজারের অধিক মাইলের এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। উত্তর পশ্চিম প্রদেশে দেড় কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ৮১০ মাইল দীর্ঘ এক বৃহৎ খাল খনন করা হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বম্বে ও কলিকাতাহইতে রেলরোড প্রস্তুত হইতেছে। এবং ইলেক্ট্রিক টেলিগ্রাফ যত্ন কলিকাতাহইতে আগ্রা এবং আগ্রাহইতে পঞ্জাব ও বম্বে পর্য্যন্ত প্রায় ৪ সহস্র মাইল স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত ব্যয় কেবল প্রজাগণের হিতার্থই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই সমুদয় না করিলেও তাঁহারা আমাদিগের কৃতজ্ঞতার পাত্র হইতেন।

গবর্ণর কর্ণওয়ালিস যিনি, সম্তানদিগকে গঙ্গাসাগরে নিক্ষেপ করার প্রথা উঠাইয়া দেন, মহোদয় বোর্টিক যিনি মহাত্মা রামমোহন রায়ের সহায় অবলম্বন করিয়া, সহমরণ

নিবারণ করেন ; এবং উইল্কিন্সন, যাঁহার যত্ন ও উ-
দ্যোগে রাজপুত্রদিগের অদাপ্রসূত হৃৎকপোষ্য কন্যাগণকে
নষ্ট করার প্রথা এক কালে রহিত হইয়াছে, এই সকল
মহাশয়গণ মনুষ্য যাত্রেই পূজা ও আদরণীয় হইবেন ।
যদি এই রাজা ইংরেজদিগের হস্তান্তর হয়, তথাপি যুগা-
ন্তরেও এই সমস্ত কীর্তি প্রজাহিতকর মহাচিহ্ন স্বরূপ
হইয়া সকলেরই অন্তঃকরণে চিরজাগরক থাকিবে ।

হিন্দুস্থানে তৃতীয়াংশ হিন্দু, অবশিষ্টভাগ মুসলমান,
ইংরেজ, কিরীজি, এবং বাকি গুলি বন্য জাতি যথা
সন্তাল, চোয়াড়, কোল, তিল, গুণ্ডাকুলি ইত্যাদি বাস
করে, তন্মধ্যে মনারা, বঙ্গ, গোণ্ডওয়ানা, গুজরাট প্রভৃতির
পৰ্ব্বতোপাশ্রিত অবস্থিতি করে । অনেকে ইহা বিশ্বাস করেন,
যে ইহার! হিন্দুস্থানের আদিমনিবাসী এবং হিন্দুধর্মের
পরাজিত ; ইহাদিগের অধিকাংশ ব্রাহ্মণধর্মাবলম্বী নয়,
এবং যদিও কোন কোন জাতি হিন্দুর দেবতাদিগকে অর্চনা
করে, কিন্তু তাহার! যথেষ্টাহারী এবং হিন্দুবৎ ব্যবহারী
নহে ।

ইহাদিগের কোন কোন জাতি সদা গুণান্বিত বলিয়া
বর্ণিত আছে, কিন্তু অধিকাংশই নির্দয় এবং দস্যুবৃত্তি-
পরায়ণ ; এবং কেহ কেহ অদ্যাবধি নরবলী প্রদান করিয়া
থাকে ।

এই অরণ্যবাসীদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি

সভা করিবার নিমিত্ত ক্রিভলও, উইল্কিন্সন প্রভৃতি মহোদয়গণ, বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া অভিপ্রায়ের কিয়দংশ সিদ্ধ করিয়াছিলেন।

ইংরেজ অধীনরাজ্যের শাসনপ্রণালী পশ্চাৎস্থিত রূপে শঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছে। বঙ্গ ও আগ্রা প্রেসিডেন্সিতে এক এক জন লেপটেনেন্ট গবর্নর, এবং বঙ্গ ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে এক এক জন গবর্নর ও দুই দুই জন কৌন্সেলর কর্তৃত্ব করেন। এক জন গবর্নর জেনরল, ও চারিজন সহকারী, যাহাদিগের সম্মুখকে গবর্নর জেনরেল ইনকৌন্সেল কহে, ইহারা সর্বোপরি আধিপত্য করেন। যুদ্ধ, শান্তি ইত্যাদি ইহাদিগের তাজ্জা ভিন্ন হয় না।

কতকগুলি সম্ভ্রান্ত বিদ্বান্ ও বহুদর্শি ব্যক্তি, যাহাদিগকে লেজিসলেটিভ কৌন্সেল কহা যায়, তাহারা আইন সমুদায় প্রস্তুত করেন; এবং তাহা গবর্নর জেনরেল ইনকৌন্সেল মঞ্জুর করিলে দেশমধ্যে প্রচার হয়।

প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে ত্রিংশ ত্রিংশ কয়েকটি প্রদেশ আছে, এবং এক এক প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশদ্বারা বিভক্ত; ঐ অংশকে জিলা, সরকার, বা কালেক্টরেট কহা যায়।

বিচার ও রাজকরগ্রহণার্থ, প্রত্যেক জিলায় এক এক জন মাজিস্ট্রেট, কালেক্টর ও জজ আছেন। ইহাদিগের সর্বোপরি সদরনেজামত ও সদরদেওয়ানি আদালত। এই সমস্ত আদালতে হিন্দু ও মুসলমানদিগের স্ব স্ব ধর্ম-

শাস্ত্রোদ্ধৃত ব্যবস্থা, এবং গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক যে সমস্ত নুতন আইন প্রকাশিত হয়, তাহাই প্রচলিত।

কতিপয় স্থানে, বিশেষ নুতন জিত দেশে, উপরোক্ত আইন বা শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই; সেখানে কেবল গবর্ণর জেনারেলের এক্সেট (প্রতিনিধি), এবং তাঁহার সহকারীদ্বারা বিচারাদি সকল কার্য নিৰ্বাহ হয়।

কলিকাতা, বম্বে ও মান্দ্রাজ, কেবল এই তিন প্রধান নগরে ইংলণ্ডদেশীয় আইন প্রচলিত আছে, এবং সুপ্রিম কোর্ট নামক আদালতে বিচারাদি নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

১৬০০ খ্রীষ্টীয় অব্দে, এলিজাবেথ নাম্নী ইংলণ্ডেশ্বরী কতিপয় সওদাগরকে ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পত্র প্রদান করেন। তাঁহারাই ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি বলিয়া বিখ্যাত। ইহঁারা প্রথমতঃ দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় করিতেন। অবশেষে ক্রমশঃ দেশ জয় করিয়া এক্ষণে প্রায় সমুদায় ভারতভূমিতে কর্তৃত্ব স্থাপন করিয়াছেন। এই কোম্পানি, সুচারুরূপে এবং সুনিয়মপূর্বক কৰ্মাদি নিৰ্বাহার্থ, আপনাদিগের মধ্যে রাজার উল্লেখিত ছয় জন এবং আপনাদিগের উল্লেখিত দ্বাদশ জন এই সকল ব্যক্তির উপর তাবৎ কন্সের ভারপার্ণ করিয়াছেন।

তাঁহারা এই ভারতবর্ষের নানাবিষয় সংক্রান্ত ন্যায় ও অন্যায্য কন্সের যথোচিত বিচার করিয়া গবর্ণরদিগের প্রতি অনুমতি প্রদান করেন। ইহঁাদিগকেই কোর্ট অ-

ডাইরেক্টর কথা যায়। এবং ইহার উপর বোর্ড অফ কন্ট্রোল নামক সভা, তাহাতে এক জন রাজমন্ত্রী প্রধান পদে অতিথিত আছেন। তাঁহার আদেশ সর্বাপেক্ষা বলবান্।

ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কোন আবশ্যকীয় বিষয় উপস্থিত হইলে, মহাসভা প্যার্লিএমেন্টও হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। এতদ্রূপে যদিও হিন্দুস্থানীয় প্রজাগণের রাজশাসন সম্বন্ধীয় কোন কন্সে' ক্ষমতা নাই, কিন্তু উপর্যুপরি বিচারালয় থাকায় এবং রাজপুরুষদিগের স্বাধীনতা-স্বত্বের স্বাধ-গ্রহ থাকাতে, আমাদিগের অন্যান্য একাধিপত্য শাসন দ্বারা কত কষ্ট সম্ভব তাহা হয় না।

পূর্নতন সভাশ্রেণী মধ্যে হিন্দুরাও গণ্য হিলেন, ই-হারা ভাষা যেরূপ সংশোধন করিয়া উৎকৃষ্ট করিয়াছেন, কাব্যে যেরূপ নবরসবিশিষ্ট অপূর্নতাব প্রকাশ করিয়াছেন, দর্শন শাস্ত্রে যেরূপ বুদ্ধির প্রাথর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তৎকালে গ্রিক জাতি ভিন্ন কাহারও ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু বহুকালাবধি পরাধীন থাকায় অধুনাতন হিন্দুগণের তাদৃশ যশস্বী ও গৌরবান্বিত হইবার ক্ষমতা এককালে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, কেবল তৎকালের কতকগুলি অপকৃষ্ট নিয়মের ব্যবহার মাত্র আছে।

পূর্নকালাবধি কতকগুলি আশ্চর্য্য প্রথা প্রচলিত আছে, যথা বাল্যপরিণয়, পুরুষের এককালে 'অধিক

বিবাহ, দোপঞ্জীর ন্যায় জ্ঞীদিগের এক সময়ে একের অধিক পতি বরণ, (যাহা অদ্যাবধি হিমালয়ের স্থানে স্থানে প্রচলিত আছে,) বিধবাগণের পুনঃপরিণয় না হওয়া, কন্যা সন্তানদিগকে শিক্ষা না দেওয়া, জাতিভেদ, মালাবারতীরস্থ নায়ের জাতিদিগের বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকায় জ্ঞীপুরুষের স্বেচ্ছানুসারে সম্মিলন এবং ঔরস জাত সন্তান প্রামাণ্যরূপে লক্ষিত না হওয়ায় ভাগিনেয় ধনাধিকারী হওয়া, ইত্যাদি প্রায় অনায়ে দৃষ্টিগোচর হয় না।

হিন্দুরা জাত্যভিমানী, সন্ত্রাস্তদিগের সম্মানকারী, জ্ঞী-জাতির প্রতি নিকৃষ্ট ব্যবহারী, এবং পরিজনপালক। বহুকালাবধি পরাধীন থাকায় অধিকাংশেরই মস্তকের প্রতি তাদৃশ প্রতি নাই, নীচের প্রতি ঘৃণা করেন। ইহাদিগের উচ্চবর্ণেরা শ্রীমান্; বঙ্গ ও উড়িষ্যাবাসী লোক ভিন্ন সকলেই বলবান্ এবং সাহসিক।

ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থান।

এই খণ্ড হিন্দুস্থানের পূর্ব। ইহার পরিমাণ কল সাড়ে সাত লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা দুই কোটি বিশ লক্ষ।

ইহা বর্ম্মা, শ্যাম, মালাই, কোচিন চাইনা, লেয়ন, এবং ইংরেজ অধীন আশাম, আরাকান, আমহফ,

টান্ডয়, মারগু, মালাকা, পেগু, এই কয়েক খণ্ডে বিভক্ত
হইয়াছে। ইহাদিগের রাজধানী ক্রমশঃ আতা, ব্যাকক,
কুইডা, হিউ, লাওচঙ, যোড়হাট, আরাকান, আমহুট,
টান্ডয়, মারগু, মালাকা, রেঙ্গুন। ইহার কতিপয় স্থান
ভিন্ন প্রায় সমুদায় দেশই ফলশালী।

এতদেশীয় লোকেরা যদিও কৃষিবিদ্যা অব্যবহৃত নহে,
কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে অপটু নয়; এবং শিল্পবিদ্যায় অনভিজ্ঞ।
এই স্থানে নানাবিধ শস্তাদি এবং ফল মূল উৎপন্ন
হয়। বনমধ্যে নানাপ্রকার কার্যোপযোগী মূল্যবান বৃহৎ
বৃহৎ বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ইহারা নিকটবর্ত্তি দেশস্থ বিশেষ চীনদেশীয় লোকের
সহিত বাণিজ্য করে।

এই দেশহইতে তুলা, রেশম, চন্দনকাষ্ঠ, তুঁদ সেগুন
মেহাগ্নি ইত্যাদিকাষ্ঠ, খদির, ধান্য, লবণ, তৈল, চিনি,
মরিচ, লৌহ, তিন, নানাপ্রকার মণি ইত্যাদি দ্রব্য অন্যত্র
প্রেরিত হয়। এবং বিবিধপ্রকার চিনের এবং বিলাতীয়
দ্রব্য, রেশম, তুলার বস্ত্র, অহিফেন, চা, কাগজ, ক্যানবিস,
কাপড়, মৃত্তিকার বাসন ইত্যাদি আনীত হয়।

এইদেশে স্বর্ণ রূপা তাত্র টিন লৌহ সী, প্রভৃতির আ-
কর আছে, এবং নানাবিধ মণি পাওয়া যায়। ধর্ম্মরাজ-
কেরা স্ব স্ব ছাত্রদিগকে বিনা বেতনে শিক্ষা প্রদান
করেন, ছাত্রেরা উত্তম হস্তাক্ষর এবং সামান্য লেখাপড়া

ভিন্ন অধিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। স্ত্রী যাজকীরা স্ত্রীলোক-দিগকে শিক্ষা দেয়। বর্ম্মার লোকেরা নিকৃষ্ট দ্রব্যভোজী অর্থাৎ ভেক ও সর্প মাংস পর্য্যন্ত আহার করে; শাম-নিবাসি লোকেরা ভীকৃশ্চভাব, এবং মালাইরা বোম্বেটে অর্থাৎ জলপথে পথিকদিগের সর্বস্বাপহরণ করে।

চিন।

অত্রস্থ লোকেরা ইহাকে চক্কো (মধ্যস্থিত দেশ) কহে। পূর্বকালের চিন নামক সম্রাট হইতে তন্মানে ইহার নাম-করণ হয়, এই নাম সর্বত্রই বিখ্যাত। এইদেশ ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থানের উত্তরাংশ স্থিত। ইহার সীমাকল ত্রিশ লক্ষ ইং মাইল। লোক সংখ্যা প্রায় ২০৩০ কোটি হইবে। পিহো নদী তীরস্থ পেকিন নামক স্থান ইহার রাজধানী। নানকিন, কান্টন, ভূচা ইহার প্রধান নগর।

এইরাজ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, পারদ, স্বেতভাত্র, লৌহ, টিন মিশ্রিত একপ্রকার ধাতু: পাতুরে কয়লা, প্রভৃতির আকর আছে।

এদেশে যেমন সূচাক্রুরূপে কৃষিকর্ম্ম নির্ব্বাহ হয়, এমত অতি অল্পস্থানে দেখা যায়। চিনেরা পর্ব্বতপার্শ্বস্থ উচ্চ-ভূমি সকল নিম্নস্থানহইতে আনীত জলদ্বারা সিক্ত করিয়া কলশালী করে। এবং জলাভূমিতেও ভিন্ন ভিন্ন কসলের

আবাদ করিয়া থাকে। এই দেশের কমলা নেবু, নিচু বিশেষ বিখ্যাত।

এইস্থানে কৃষিকর্মের এত গৌরব যে সম্রাট স্বয়ং প্রতিবৎসর নির্দিষ্ট শুভ দিবসে লাক্ষন ধরিয়া ভূমিকর্ষণ বীজ বপন করিয়া থাকেন।

এই পরিশ্রমী জাতির শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী, নানাবিধ মৃন্ময়পাত্র, তুলার ও রেশমের বস্ত্র, এবং কাগজ প্রস্তুত জনা বিশেষ বিখ্যাত।

ইহার বাৎসরিক রাজস্ব কর্মচারীদিগের বেতন এবং অনান্য ব্যয় নির্বাহ করিয়া প্রায় ১২ কোটি টাকা রাজভাণ্ডারে নথিত হয়।

চীনদিগের রাজ্যরক্ষার্থে ৭ লক্ষ সৈন্য আছে।

এই দেশান্তর্গত বৃহৎ বৃহৎ নদী ও খাল থাকায় ভদ্রারা দেশমধ্যে দ্রব্যাদি সকল অক্লেশে আনীত ও প্রেরিত হয়। ইহারা দূরদেশে বাণিজ্য করে না; এবং ইংরেজ প্রভৃতি অপরা জাতিদিগকে কয়েক নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন রাজ্যের ইতস্ততঃ গতিবিধি করিতে দেয় না। এই দেশহইতে চা, রেশম, বস্ত্র, গুটীসূতা, ধান্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, প্রভৃতি অন্যত্র প্রেরিত হয়। এবং ঘড়ী, অহিফেন, তুলা, বিলাতীয় লৌহ দ্রব্য, ইত্যাদি আনীত হয়।

চীনের উত্তরাংশে এক প্রকাণ্ড প্রাচীর আছে, তাহা দীর্ঘ দেড় সহস্র মাইল এবং এমনত প্রশস্ত যে ছয়জন

দুস্বারোহী এক কালে প্রস্তুতাবে গমনাগমন করিতে পারে ।

এখানে বিদ্যার অত্যন্ত গৌরব এবং প্রজারা পাণ্ডিত্যমুদার রাজকীয় পদ প্রাপ্ত হয় ।

পুরাতন মত ভিন্ন স্মৃতি মত চলন এবং পদার্থ বিদ্যাদির গলনা না থাকায় বিদ্যা বা সভ্যতার বৃদ্ধি হয় নাই ।

চিনজাতি পরিশ্রমী, নির্ভরোদ্ভী, গুরুজন বশতাপন্ন, তীক্ষ্ণ স্বভাব, প্রবঞ্চক, এবং ধূর্ত ।

ইহাদিগের ভাষা অতীব আশ্চর্য্য । যাবতীয় বর্ণসমূহ শব্দের চিহ্নস্বরূপ, তাহা পরস্পর সংযুক্ত হইলে ভাববোধক শব্দ হয় । কিন্তু ইহাদিগের ২১৩ শত অর্থজ্ঞাপক সংজ্ঞা আছে, তাহারাই ধাতুস্বরূপ এবং তাহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন যোগে ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক শব্দ নিষ্পন্ন হয় ।

চিন ভাষায় অনেক প্রকার কাব্য ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ আছে ।

এই রাজ্যে অধিক লোক বাস করায় এক মহৎ কুপ্রথা প্রচলিত আছে । মাতাপিতা সম্ভানগণকে প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইলে অদাপ্রসূত সম্ভানকে রাজমার্গে নিক্ষেপ করায় তাহার অধিকাংশই প্রায় মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয় ।

থিবেট ।'

থিবেট চিনরাজ্যের পশ্চিম । পরিমাণ ফল সাড়ে সাড় লক্ষ । লোকসংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ । রাজধানীর নাম লাসা । এইরাজ্য কেবল পর্বতময় । শস্যাদি উত্তমরূপে উৎপন্ন হয় না । এতদেশীয় লোকেরা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী নহে । এইস্থানে স্বর্ণ রোপা মীস তাত্র ও অন্যান্য ধাতুর খনি আছে ।

এই দেশহইতে চামর ' অর্থাৎ একপ্রকার গোপুচ্ছ : মৃগনাভি, এবং একপ্রকার ছাগলোম (যাহাতে শাল প্রস্তুত হয়) ইত্যাদি দ্রব্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হয় ।

এইরাজ্যে মানসসরোবর নামক হ্রদ আছে ।

ক্ষুদ্রথিবেট ও লডক স্থানস্থ লোকেরা স্বাধীন, তন্নিম্ন সকলেই চিনেশ্বরের আশ্রিত । ইহার নত্বস্বভাব এবং তীক্ষ্ণ ।

তাতর রাজ্য ।

চিন ও থিবেটের উত্তরাংশে তাতর রাজ্য ইহা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে । পূর্বাংশকে চিন এবং পশ্চিমাংশকে স্বাধীন তাতর স্থান কহা যায় ।

চিনতাতরের পরিমাণ ফল তেত্রিশ লক্ষ ইংমাং । লোকসংখ্যা ১২ লক্ষ । কাসগর, ইয়ারখণ্ড প্রধান নগর ।

ইহার উত্তরাংশ শীতপ্রধান, একারণ কমলাদি উত্তমরূপে হয় না; কিন্তু দক্ষিণাংশে ধান্য ভূলা রেশম ও মট্রিকা প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ পশ্চিমাংশে কবি নামক মরুভূমি আছে। ইহার পরিমাণ ফল ১৪০০ ইং মাইল।

স্বাধীন তাতারের পরিমাণ ফল। ৭৫০০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষ। সামারথগু বোখারা প্রধান নগর। ইহার অধিকাংশ বালুকাময় তক্তানা ফলশালী নহে, স্থানে স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হয়।

অক্সু লোকেরা তাক্সমাংস সুস্বাদ বলিয়া আহাৰ করে, এবং ঘোটক দুগ্ধহইতে একপ্রকার সুরা প্রস্তুত করিয়া পান করিয়া থাকে।

অধিকাংশ তাতর গো অশ্বপালক, ভাষুবাসী, চারণার্থ নানা স্থানে গমন করে, এক স্থানবাসী হয় না।

ইহার উত্তম ঘোড়সওয়ার সাহসিক এবং তলসম্মত। এই স্থানে টামার্নেন, জুঙ্গিসখাঁ, প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করিয়া ইউরোপ আসিয়ার অনেক দেশ জয় করিয়াছিল।

বোখারা নগর ইহাদিগের বাবসায় স্থান, তথায় রুগিয়া কাবুল চিন ও পারস্যিহইতে নীল চিনি বিবিধ বিধ বস্ত্র শাল বিলাতীয় দ্রব্য মসলা চ অহিফেন ইত্যাদি আনীত হয়। এবং বোখারাইহইতে রেশম পশম ভূলা প্রভৃতি পাঠান হয়।

আসিয়ার কুসিয়া ।

আসিয়ার সমুদায় উত্তরাংশকে আসিয়ার কুসিয়া কহা যায় । ইহার পরিমাণ ফল ৫০ লক্ষ ইং মাং । লোক সংখ্যা ৬০ লক্ষ । ওবী নদীতীরস্থ টোবলক্ষ ইহার রাজধানী ।

ইহা হিমপ্রধান দেশ । অধিকাংশ স্থানে আবাদ হয় না ; ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম কেবল উর্বরা । স্বর্ণ রৌপ্য তাম্র ও লৌহের আকর আছে ! এইস্থানে ব্যবসায়েরা ইউরোপীয় ও বিশেষ চিনের দ্রব্য আনয়ন করে, এবং নানাবিধ খাতু মৎস্য ও পশমবিশিষ্ট চামড়া নানাস্থানে প্রেরণ করে ।

এই রাজ্যের উত্তরাংশে সাময়েডন্ বনাজাতি এবং দক্ষিণাংশে তাতরেরা বাস করে ।

জাপান ।

নাইফন, কাইসিউ, সিকক, জেসো, এবং অন্য কয়েকটি ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য হয় ।

ইহার পরিমাণ ফল ২৬০০০০ ইং মাং । লোক সংখ্যা সাক্ষি দুই কোটি ।

জাপান রাজ্যের রাজধানী জেডো, এই দেশ অধিকাংশ পর্বতীয় । এতদেশীয় লোকেরা কৃষিকর্মের বিশেষ

মনোযোগী, এবং পরিশ্রম সহকারে অপকৃত স্থানকেও ফল-
শালী করে। ইহারা চিনদিগের ন্যায় শিল্পকর্মে পটু; উত্তম
ঘড়ী, দূরবীণ, তরবার, যুগ্ময় পাত্র, বার্নিস করা দ্রব্য,
ইত্যাদি প্রস্তুত করিতে বিলক্ষণ পারগ। এতদ্ভিন্ন সুত্র
নির্মিত ও রেশমীয় উত্তম উত্তম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে।
এই স্থানে স্বর্ণ রোপ্য তাম্রের খনি আছে।

এই দেশের রাজস্ব বাৎসরিক ৩ কোটি টাকা।

ইহারা স্বদেশেই বাৎসরিক নির্বাহ করে। ভূত ও চিন-
নিবাসী লোক ভিন্ন কোন জাতিকেই এ রাজ্যে গমন
বা ইত্যন্ত ভ্রমণ করিতে দেয় না।

সম্প্রতি রুসিয়া ও আমেরিকাবাসীদিগকে গমনাগমন
করিতে দিবার কথা হইয়াছে। জেপান হইতে তাম্র, ক-
পূর, বার্নিসযুক্ত কাষ্ঠ দ্রব্যাদি, বাসন, রেশমীয় বস্ত্র, প্রভৃতি
প্রেরিত হয়। এবং চিনি, হস্তিদন্ত, টিন, সীস, লৌহ, মসলা
ইত্যাদি আনীত হয়। জেপানবাসীদিগের শিক্ষাপ্রণালী
যদিও উত্তম নয় তথাপি অধিকাংশ লোক দেশীয় ভাষায়
সুশিক্ষিত হয়।

ইহারা বলবান্, সাহসিক, পরিশ্রমী, সরল স্বভাব, এবং
অভিনব বিষয় শিক্ষা করিতে উৎসুক। স্ত্রীলোক সকল
স্বাধীন নহে। প্রায় কেহই ভিক্ষাদ্বারা জীবিকা নির্বাহ
করে না।

ইউরোপ ।

হিব্রু ভাষায় ইউরোপ শব্দের অর্থ সূর্যাস্ত, অর্থাৎ পশ্চিম। ইহার উত্তর সীমা, উত্তর হিমসাগর ; দক্ষিণ, মেডিটেরিয়ান সাগর ; পূর্ব, ইউরাল পর্বত ; পশ্চিম, আটলান্টিক মহাসাগর। ইহার পরিমাণ ফল ৩৯ লক্ষ ইংনাং । লোক সংখ্যা ২৬ কোটির অধিক ।

উচ্চ পরিমাণ		উচ্চ পরিমাণ	
আলিস্	ইটালির উত্তর	মোর্টুয়াক	১০৮৮ হস্ত
পিরেনিজ	স্পেনের উত্তর	মালভেটা	৭৬২৪ হস্ত
কাপে'ব্রিয়ান	অস্ট্রিয়ার উত্তর	রক্ষা	৬৬০৮ হস্ত
অপিনাইন	ইটালির মধ্যে	কর্ণ	৬৩৪৭ হস্ত
ডব্রুফিও	নরওয়ের মধ্যে	সিহাটেন	৫৪১৩ হস্ত
সিভেনি	ফ্রান্সের মধ্যে	বিক্রিন	৪১৪৭ হস্ত

আমের পর্বত ।

সিঙ্গলিতে এটনা, নেপলস রাজ্যে ভিসুভিয়াস, আইসল্যাণ্ডে হেকা ।

নদী

ভঙ্গা

ডানিউব

নিগর

ডন

রাইন

ডুইনা

নিউব

আধার স্থান

রুসিয়া

টর্কি ও জর্জেনি

রুসিয়া

ঐ

সুইটজার্লণ্ড

জর্জেনি ও

ইলণ্ড

রুসিয়া

ঐ

পতন স্থান

কাস্পিয়ান সাগর

ব্ল্যাক সাগর

ঐ

এজত্ সাগর

উত্তর সাগর

হোয়াইট সাগর

ব্ল্যাক সাগর

দৈর্ঘ্য পরিমাণ

২২০০ মাইল

১৭০০ মাইল

১২৬০ মাইল

১১০০ মাইল

৭৬০ মাইল

৭৬০ মাইল

৭০০ মাইল

নদী	আধার স্থান	পতন স্থান	দৈর্ঘ্য পরিমাণ
এলব	জর্মেনি	উত্তর সাগর	৬২০ মাইল
ভিফ্টুলা	প্রান্সিয়া	বল্টিক সাগর	৬২৮ মাইল
লয়র	ফ্রান্স	বিস্কে অর্থাত	৫৭০ মাইল
ওডর	প্রান্সিয়া	বল্টিক সাগর	৫৫০ মাইল
টেগস	স্পেন ও পর্টুগেল	অটলান্টিক মহাসাগর	৫১০ মাইল
রোন	সুইটজারলণ্ড ও ফ্রান্স	মেডিটেরিয়ান সাগর	৪২০ মাইল
ডোরে	স্পেন	অটলান্টিক মহাসাগর	৪৬০ মাইল

নদী	আধার স্থান	পতন স্থান	দৈর্ঘ্য পরিমাণ
গোয়াডিয়ান	স্পেন	আটলান্টিক মহাসাগর	৪৫০ মাইল
সিন	ফ্রান্স	ইংলিশ বৃহৎ মোহান	৪৩০ মাইল
এব্রো	স্পেন	মেডিটেরিয়ান সাগর	৪২০ মাইল
গারোন	ফ্রান্স	বিশ্ব অথাত	৩৫০ মাইল
গোয়াডেল্ কুইভর	স্পেন	আটলান্টিক মহাসাগর	২৯০ মাইল
সেভরন	ইংলণ্ড	ব্রিটেন বৃহৎ মোহান	২৪০ মাইল
শানন	আয়ার্লণ্ড	আটলান্টিক মহাসাগর	২২৪ মাইল
টাইবর	ইটালি	মেডিটেরিয়ান সাগর	২১৫ মাইল
টেমস	ইংলণ্ড	উত্তর সাগর	২১৫ মাইল

সমুদ্র,—মেডিটেরেনিয়ান সাগর (৭৬০০০০ ইং মাইল)
 বল্টিক সাগর (১৬০০০০ ইং মাইল) হোয়াইট
 সাগর (৪০০০০ ইং মাইল) ব্ল্যাক সাগর (১৭০০০০
 ইং মাইল) এজত সাগর (২০০০০ ইং মাইল)
 হাদ,—লাডোগা (৬৩৩০ ইং মাইল) ওনিগা (৩২৮০
 ইং মাইল)

মোহানা,—সেন্টজর্জেস বৃহৎ মোহানা, ইংলিশ বৃহৎ
 মোহানা, জিব্রল্টার মোহানা, ব্রিস্কল বৃহৎ মো-
 হানা ।

প্রধান দ্বীপ,—আইসলণ্ড, ব্রিটিশ দ্বীপ সমূহ, বেলিয়া-
 রিক উং দ্বীপ সং, কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি,
 মাল্টা, আইওনিয়ান উং দ্বীপ সং, কাণ্ডিয়া,
 সাইপ্রস, ইত্যাদি ।

ইউরোপ খণ্ড নিম্ন লিখিত দেশে বিভক্ত ।

ইউরোপ স্থিত দেশ,—

ব্রিটিশ দ্বীপ সমূহ, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগেল, বেলজি-
 য়ম, হলণ্ড, ক্সেম্বার্নি, প্রুসিয়া, অস্ট্রিয়া, ডেনমার্ক, সুইট-
 জার্লণ্ড, ইটালি, টর্কি, গ্রীশ, রুসিয়া, সুইডেন ও নরওয়ে ।

ইউরোপ অন্যান্য মহাদ্বীপ অপেক্ষা ক্ষুদ্র । এস্থলে
 প্রকৃতির কোন অভিনব চমৎকারিতা দৃষ্টি গোচর হয় না ।

কোন অপূৰ্ণ বা অদ্ভুত জন্তু কি বৃক্ষাদি নাই, কেবল মানবগণই প্রধানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। কি পরিশ্রম, কি শক্তি, কি বুদ্ধি, কি সাহস, কি কৰ্ম্মাভিনিবেশ, কি শাস্ত্রাভি-শীলন ও তাহাতে ব্যুৎপত্তি, এতদ্বিষয়ে ইহাদিগের সচ্ছ বান্ধি কোন খণ্ডেই সংলক্ষিত হয় না। ইউরোপীয়গণ এতদ্রূপ উন্নতি সম্পন্ন হইয়া কেবল যে আপনাদিগের সুখ সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়াছেন এমত নহে, অপরাপর দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন; এবং সভ্যতার বীজ সর্বত্র বিস্তার করিয়াছেন ও করিতেছেন। ইউরোপীয় প্রত্যেক দেশে রেলরোড, ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফ ইত্যাদি সংস্থাপিত আছে। ইহা প্রত্যেক দেশ দিবরণে না লিখিয়া এই স্থানেই লিখিত হইল।

ব্রিটিশ দ্বীপ।

ইউরোপের পশ্চিম স্থিতি আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী, গ্রেট ব্রিটেন এবং নায়র্লণ্ড, এই প্রধান দ্বীপদ্বয় ও তৎসম্বন্ধিত কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপকে ব্রিটিশ দ্বীপ সমূহ কহা যায়।

এই দ্বীপের পরিমাণ ফল ১২১০০০ ইং মাং; লোক সংখ্যা দুই কোটি পঁচাত্তর লক্ষ। ইংলণ্ড, ওয়েল্‌স, এবং

স্কটলণ্ড, এই তিন দেশ একত্র হইয়া গ্রেটব্রিটেন দ্বীপ হইয়াছে।

টেম্‌স্ নদীতীরস্থ লণ্ডন নগর ইহাদিগের রাজধানী ইহার অক্ষাংশ ৫১ (°) ৩০ (′) উত্তর; দ্রাঘিমাংশ ৫ (′) পশ্চিম; লোকসংখ্যা ২৪ লক্ষ।

ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌সের পরিমাণ ফল ৫৮১৪৪ ইং মাং। লোকসংখ্যা এক কোটি আশি লক্ষ। ইহা ৫২ খণ্ডে বিভক্ত, ঐ প্রত্যেক অংশকে এক এক কোর্টি কহে। লিভরপুল, ব্রিস্টল, পোর্টসমথ, মেনচেষ্টর, ইয়র্ক, অক্সফোর্ড, লাক্সাফোর্ড, সেন্টডেভিড্‌স্ প্রভৃতি প্রধান নগর।

স্কটলণ্ড ৩৩ কোর্টিতে বিভক্ত; ইহার পরিমাণ ফল ৩২১৬৭ ইং মাং। লোক সংখ্যা ২৯ লক্ষ। এডিনবর্গ রাজধানী, অক্ষাংশ ৫৫ (°) ৫৭ (′) উত্তর; দ্রাঘিমাংশ ৩ (°) ১০ (′) পশ্চিম; দ্যাসগো, পর্থ, ডিও, ইনভার্নেস, আবর্ডিন প্রভৃতি প্রধান নগর।

আয়ারলণ্ড ৩২ কোর্টিতে বিভক্ত; ইহার পরিমাণ ফল ১০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৬৬ লক্ষ। লিফিনদীতীরস্থ ডবলিন ইহার রাজধানী, অং ৫৩ (°) ২৩ (′) উত্তর; দ্রাং ৬ (°) ২০ (′) পশ্চিম; লিমরিক, বেলফাস্ট, কর্ক, আর্মার প্রভৃতি প্রধান নগর।

ইংলণ্ড ও আয়ারলণ্ডে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, এবং স্কটলণ্ডে তদপেক্ষা বৃহৎ বৃহৎ, পর্বত সকল আছে; এই সমস্ত প্রদেশের, বিশেষ

আয়লওর, অধিকাংশ ভূমি অভ্যন্ত উর্বরা । অত্রস্থ লোক, বিশেষ ক্ষুদ্র জাতিরা, কৃষিবিদ্যা কৃষিকর্মে অভ্যন্ত পারদর্শী ; কদাপি ভূমি পতিত রাখে না । ইহারা, বিশেষ ইংরেজেরা, শিল্পকার্যে পৃথিবীস্থ সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ইহাদিগের স্বরাজ্যে দ্রব্য সমস্ত যৎপরিমাণে আবশ্যক হয়, তাহার অতিরিক্ত ২৩ কোটি টাকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া অনায়ে বিক্রয় করে । এই রাজ্যে লৌহ, তাম্র, টিন, সীস, ও কয়লার আকর আছে । ইহাদিগের স্ব স্ব দেশের অভ্যন্তরে প্রশস্ত পথ, নদী, ও দীর্ঘ খাল, এবং অধিক রেলওয়ে থাকায়, গতি বিধির সুবিধা ও ব্যবসায় কার্য উত্তম রূপে নির্বাহ হয় । পৃথিবী মধ্যে যে স্থানে ইহাদিগের গমনাগমন নাই এমন স্থল অতি বিরল ।

রেশমীয়, পশমীয়, ও গাঁজাবৃক্ষের সূত্র নিশ্চিত বস্ত্র, টুপি, পোসাক, পিন্ধল ও তাম্রময় পাত্র, কাঁচের ও মৃত্তিকার বাসন, লৌহযন্ত্র, ও অস্ত্রাদি, ছুরি, কাঁচি, লৌহস্পাত, সূত্র পাঠ, মাখম, পণির, সাবাণ্ড, বাতি, চন্দ্র, ইত্যাদি দ্রব্য রফতানি হয় । তুলা, পাঠ, শণ, গাঁজাবৃক্ষের সূতা, পশম, রেশম বাহাদুরিকাঠ, নীল, সোরা, লা, চিনি, মৎস্য, শস্য, কদলীতৈল, তমাকু, মসলা, চা, কাফি, অহিকেন, মদ, ইত্যাদি আমদানি হয় । এই রাজ্যের বাৎসরিক রাজস্ব আ ৫৪ কোটি, ব্যয় ৫১ কোটি টাকা ; এবং ইহারা এই রাজ্য জন্য ৮০০ কোটি টাকা ঋণবদ্ধ আছেন ।

ইংলণ্ডে ৩ টী, স্কটলণ্ডে ৪ টী, ও আয়ারলণ্ডে ১ টী, বিশ্ব-বিদ্যালয় আছে। ইংলণ্ডের প্রায় অর্ধাংশ লোক, স্কটলণ্ডের সপ্তাংশ লোক, এবং আয়ারলণ্ডের দশাংশ লোক পাঠশালায় গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করে। এতদ্ব্যতীত স্কটলিগের শিক্ষাপ্রণালীই সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হয়। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ও আয়ারলণ্ড এই তিন রাজ্য বহু কালাবধি এক অধিপতির অধীন ; কিন্তু ইহাদিগের নিয়মাদি আপন আপন পার্লামেন্ট অর্থাৎ প্রজাপ্রতিনিধি সভা ও লর্ড উপাধিবিশিষ্ট জমিদারদিগের সভায় অনুমতি দ্বারাই প্রচারিত হইত।

১৭০৭ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডের ও ১৮০০ খৃঃ অব্দে আয়ারলণ্ডের পার্লামেন্ট ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের সহিত একত্রিত হয়। এক্ষণে ঐ মহাসভা পার্লামেন্টে ইংলণ্ডের সমস্ত লর্ড উপাধিধারী ব্যক্তি, স্কটলণ্ডের সমুদয় লর্ড যথো যোড়শ জন, এবং আয়ারলণ্ডের ৩২ জন লর্ড, ইহারা একত্র হইয়া হৌস অফ লর্ড নামক সভা হয়।

প্রত্যেক কোন্টি ও নগরাদির প্রজা বাহের নিয়মানুযায়িক এক কিম্বা অধিক প্রতিনিধি, অর্থাৎ, ইংলণ্ড ও এল্‌স হইতে ৫০০, স্কটলণ্ড হইতে ৫৩, এবং আয়ারলণ্ড হইতে ১০৫, এই ৬৫৮ ব্যক্তি একত্রীভূত হইয়া হৌস অফ কমন্স নামক সভা হয়।

কোন নূতন প্রস্তাবাদি কমন্স বা লর্ড সভায় উপস্থিত

হইয়া ঐ সভাদ্বয়ের অধিকাংশ সভ্যের গ্রাহ্য হইলে রাজার নিকট আবেদিত হয় ; তিনি তদ্বিষয়ে স্বমত প্রকাশ করিলে দেশমধ্যে প্রচার ও প্রচলিত হয় । কিন্তু রাজ্যের আবশ্যকীয় মুদ্রা বায়াদির বিষয় কেবল কমন্স সভায় উপস্থাপিত হইয়া তৎসভাগণের মতেই তাহা নিষ্পন্ন হয় । রাজা স্বয়ং প্রজাদিগের নিকটহইতে অর্থাদি সংগ্রহ করিতে হইলে ইহাদিগের অসুখতা তিস কদাপি লইতে পারেন না ।

রাজা ১২ অথবা ১৪ জন মন্ত্রিদ্বারা রাজকার্য্য নির্বাহ করেন । তদ্বিষয়ে কোন নিয়মাতিরিক্ত কল্প হইলে তাহাতে রাজার মত থাকিলেও মন্ত্রীরা তাহার দায়ী হয়েন । মন্ত্রীরা মত কালাবধি পার্লামেন্ট মহাসভার অধিকাংশ সভাকে স্বমতে মত প্রকাশ করাইতে পারেন, ততকাল পর্য্যন্ত রাজ-কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন, মতের অনাধা করিলে তদগেই প্রকার্য্য পরিত্যাগ করেন । এবং অধিকাংশ সভাগণ যে ব্যক্তির মনোনীত হইবার সম্ভাবনা, এমত ব্যক্তিই রাজকর্তৃক প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হয়েন ।

ব্রিটিশ দ্বীপবাসী লোকেরা পরিশ্রমী, বলবান্, সাহসী, অভূলা অর্গবযোদ্ধা, এবং অত্যন্ত স্বাধীনতাভিলাষী । ইং-রেজেরা সরল, গম্ভীর, বিষয়কার্য্যে সান্তিশয় বিশ্বাসী, এবং সহসা কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না ; কিন্তু একবার হস্তক্ষেপ করিলে কোনমতেই তাহাহইতে কান্ত হয় না । অধিক অর্থ -

প্রয়াসী এবং তন্নিমিত্ত অপব্যাপ্ত শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করেন, কিন্তু ইহাদিগের সদৃশ সদায়ী ব্যক্তি অত্যন্ত মাত্র, দুষ্টিগোচর হয় ; ক্ষুধার পরিমিত ব্যয়ী ; আইনিসেরা রসিক, দয়াজ্জ্জ্বলিত, ও অতিথিসংকারে তৎপর ।

ইংলণ্ড, ফ্রান্স, রুসিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়া এই ৫ টা রাজ্য খন ও বলেতে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া বিখ্যাত হয় । ইহাদিগের মধ্যে ইংলণ্ডই খনেতে সর্বপ্রধান ।

ফ্রান্স ।

ব্রিটিশ দ্বীপের দক্ষিণে ফ্রান্স । পূর্বকালে ফ্রান্স জাতিঃ এই দেশ জয় করিয়া বসতি করে, একারণ ইহাকে ফ্রান্স কহে । ইহার পরিমাণ ফল দুই লক্ষ ইং মাইল । লোক সংখ্যা সাক্ষ্য ত্রিকোটি । সিন নদীতীরস্থ পেরিস নগর ইহার রাজধানী । অং ৪৮ (০) ৫০ (') উং, দ্রা ২ (০) ৩০ (') পূঃ লিয়ন্স, বর্দো, রোএন, মার্সেলিস, প্রভৃতি প্রধান নগর । বাৎসরিক রাজস্ব আয় ৬০ কোটি টাকা, বায় কিঞ্চিৎমূল্য হইবে । এই প্রদেশে অধিকাংশ লৌহ, সীস, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, কয়লা ও অন্যান্য ধাতুর খনি আছে । এই রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি উর্বরা ; দেশনিবাসী ব্যক্তিগণ যদিও কৃষিবিদ্যায় সর্বশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইতে পারে না, তথাচ ইহার উত্তরাংশে বিবিধ শস্য এবং দক্ষিণে আশুর প্রভৃতি উৎপাদন করে ।

ইহারা বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যায় কেবল ইংলণ্ডীয় ব্যক্তি
 ভিন্ন সৰ্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। এই স্থানে পশমীয়া ও রেশমীয়া
 ও অন্যান্য বস্ত্র, জরি, কাচের ও মৃৎকর বাসন, উত্তম উত্তম
 সূরা, ঘড়ী, অলঙ্কার ইত্যাদি যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া
 প্রায় পঁচাত্তর কোটি টাকার দ্রব্য অন্যত্র প্রেরিত হয়।
 এবং কয়লা, লৌহ, তুলা, গুটাসূতা, পশম, তমাকু, কাফি,
 ইত্যাদি ষাট কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি হয়। রাজ্য
 রক্ষার্থে চারি লক্ষ ত্রিশ হাজার সৈন্য আছে।

শিক্ষার্থে উত্তম উত্তম বহু সংখ্যক বিদ্যালয় আছে।
 তথায় প্রায় নবাবংশ লোক গমন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করে।
 ইদানী রাজপুরুষেরা অপর সাধারণের বিদ্যাশিক্ষার্থে
 বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। নিতান্ত দুঃস্থজনেরা সম্মান-
 দিগকে বিনা বেতনে বিদ্যা শিখাইতে পারেন। উচ্চ
 শিক্ষার্থ ২৬ টার অধিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে।

ফরাসিরা সাহসী, বলবান, স্থলযুদ্ধবিশারদ. বক্তৃতা রসি-
 কতা ও লোক লৌকিকতায় বিশেষ তৎপর, ও স্ত্রী জাতি-
 দিগের সম্মানকারী।

স্পেন।

ফ্রান্সের দক্ষিণে এই রাজ্য। পরিমাণ ফল এক লক্ষ ত্রিশ
 হাজার ইং মাং। লোক সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ।

মানজানারিস নামক টেগস নদীর শাখা তটস্থ মেড্রিড ই-
হার রাজধানী, অং ৪০ (০) ২৫ (') উত্তর; দ্রাং ৩ (০) ৪২ (')
পশ্চিম। সেরাগোসা, কেডিজ, মিভিল, গ্রানাদা, বার্সি-
লোনা প্রভৃতি প্রধান নগর। বার্ষিক রাজকর আদায়
নয়কোটি টাকা। এই দেশ অত্যন্ত পর্বতবিশিষ্ট, ইহার
নিম্ন প্রদেশ উষ্ণ এবং উচ্চস্থান শীতল। ভূমিসকল প্রায়ই
উর্বরা, নানাবিধ উৎকৃষ্ট ফল, মূল, ও শস্য উৎপন্ন হয়।

এতদেশীয় লোকদিগের কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পাণ্ডিত্য
নাই। কিন্তু ইহার মেষ চরণার্থ অনেক ভূমি পতিত
রাখে। এই স্থানে গেরিনো নামে এক জাতি মেষ বিখ্যাত।
ইহার লোম অতিশয় মূল্যবান। এতদেশে বাণিজ্য ও
শিল্পবিদ্যা অতিশয় দৈন্য অবস্থায় আছে। এইস্থান হইতে
মদ্য, তৈল, পশম, ফাঙ্কাঠ, এবং খাদ্য ফল, মূল, শস্য,
সীস, পারদ, ইত্যাদি অন্যত্র প্রেরিত হয়। ফ্রান্স ও ইংল-
ণ্ডের বিবিধ দ্রব্য আনীত হয়। শিল্পকর্ম ও ব্যবসায় হইতে
১৪ কোটি টাকা উৎপত্তি হইয়া থাকে। রাজ্যরক্ষার্থে
১১২০০০ সৈন্য আছে। এই স্থানে তাম্র, লৌহ, সীস
তিন, ও পারদের আধার আছে। পূর্বে এখানে ২৪ টি
বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, এক্ষণে ১১ টি মাত্র আছে, তা-
হাতেও অধিক ছাত্র উপস্থিত হয় না। সাধারণের বিদ্যা-
শিক্ষার্থে ইহাদিগের কিছু মাত্র যত্ন নাই। স্পেনের
ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডের লোকদিগের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি দেখা

যায়, কিন্তু প্রায় অধিকাংশই গভীর স্বভাব, অলস, এবং নিয়মিত রীতিবিশিষ্ট।

পটুগেল।

স্পেনের পশ্চিম পটুগেল রাজ্য। পরিমাণ ফল ৩৬৫০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ। টেগস নদী তটস্থ লিসবন নগর ইহার রাজধানী। ইহার অং ৩৮ (°) ৪২ (′) উত্তর; দ্রাং ৯ (°) ৮ (′) পশ্চিম। ওপোর্টো, কোইম্ব্রা, ব্রাগাঞ্জা প্রভৃতি প্রধান নগর। ভূমি সকল অতিশয় উর্বরা : নানাবিধ সুখাদ্য ফল, ও প্রায় সকল প্রকার শস্যাদি উৎপন্ন হয়। অত্রস্থ লোকেরা কৃষিবিদ্যায় অজ্ঞ, অপরিশ্রমী ও যত্নহীন, একারণ আহারীয় দ্রব্য অনাচ্ছ হইতে আনয়ন করে। শিল্পকর্মে বিশেষ দক্ষতা নাই। কিন্তু মচরাচর আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সমর্থ। দেশ মধ্যে গভারাতের উত্তম রাস্তা বা খাল নাই। ইহার ইংলণ্ডীয় লোকের সহিত ব্যবসায়াদি করে। বাণিজ্যকারীরা এই স্থানে নানাবিধ শস্য, পশু, মাখম, পণির, বিবিধ ধাতুর দ্রব্য, পাট, রেশম ইত্যাদি আনয়ন করে; এবং এই স্থান হইতে সুরা, পশম, নানা প্রকার ফল, কাষ্ঠকাঠি ইত্যাদি লইয়া যায়। লোঁহ, কয়লা, প্রভৃতি ধাতুর খনি আছে, কিন্তু তাহা খননে কাহারও মনোযোগ নাই।

রাজস্ব আর ২৥ আড়াই কোটি টাকা ; রাজস্বক্ষার্থে আ-
টাস হাজার সৈন্য আছে । সমষ্টি লোকের অশীতি অংশ
পাঠশালায় অধ্যয়ন করে, অপর সাধারণের উত্তম রূপ
শিক্ষা সম্পন্ন হয় না । উচ্চশিক্ষার্থে একটি বিশ্ববিদ্যালয়
আছে ।

পর্টুগিসরা, স্পেন জাতিদিগের এক বংশ ইইয়াও উহা-
দিগের প্রতি সাতিশয় ঘেঁষ করে । ইহারা বলবান, কিন্তু
অপরিশ্রমী । ইহাদিগের সহিষ্ণুতা শক্তি বিলক্ষণ আছে ।
আপনাদিগের ধর্ম ও রীতি নীতিতে অতিশয় অম্লরক্ত ।
কপটতা ইহাদিগের বিশেষ দোষ । একরূপ কথিত আছে, যে
এক জন স্পেন জাতি সকল গুণ বিবর্জিত হইলে একটী
উত্তম পর্টুগিস হয় ।

বেলজিয়ম ।

ক্যান্সের উত্তর । পরিমাণ ফল ১১৪০০ ইং মাং । লোক-
সংখ্যা পনের লক্ষ । সেন নদীর তীরস্থিত ব্রুসেল ইহার
রাজধানী, অং ৫০ (০) ৫২ (') উত্তর ; দ্রাং ৪ (০) ২২
(') পূর্ব । অ্যান্টওর্প, গেন্ট, অফেও প্রভৃতি বিখ্যাত ন-
গর । দেশ অধিকাংশ নিম্ন, কেবল বৃহৎ বাঁধদ্বারা সমুদ্র
জল হইতে রক্ষিত হয় । কোন কোন স্থান উর্বরা, কোন
কোন স্থান নিরুষ্ণ ; কিন্তু ইহারা পরিশ্রম ও বিদ্যা-

সহকারে সকল স্থানই উৎকৃষ্ট করিয়াছে। সমুদায় ভূমির তৃতীয়াংশ ফলশালী, তৃতীয়াংশ বনময়, অপর তৃতীয়াংশ চরা। বন্যাকাঠে জাহাজাদি এবং কয়লা প্রস্তুত হয়। চরা জমিতে বহু সংখ্যক গোমেষাদি প্রতিপালিত হয়। দেশ মধ্যে গতিবিধি জনা উত্তম প্রশস্ত পথ আছে। লৌহ, সীস, তাম্র, গন্ধক, পাতুরে কয়লাপ্রভৃতি খাতু প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে প্রায় এক কোটি টাকার সরাব, ফল, ইত্যাদি আনীত হয়, এবং এক কোটি টাকার অধিক নানাবিধ শস্য, তৈল, কয়লা, জরি, পশমীয়, ও স্নাতার বস্ত্র, লৌহ অস্ত্র, এবং লৌহ দ্রব্যাদি প্রেরিত হয়। রাজস্ব আয় প্রায় ৫ কোটি টাকা। ৪০ হাজার সৈন্য উপস্থিত আছে। এই রাজ্যে উচ্চ বিদ্যাশিক্ষা জনা ৪ টা বিশ্ববিদ্যালয় আছে; এবং তন্মিয় গ্রামে গ্রামে পাঠশালা সংস্থাপিত আছে, প্রায় নবাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বেলজিয়মের উত্তরাংশে ডচ জাতি, দক্ষিণাংশে ফরাসিস জাতি বাস করে, তন্নিমিত্ত ইহাদিগেরও রীতি নীতি তদ্রূপ হইয়াছে।

হলণ্ড।

বেলজিয়মের উত্তর। পরিমাণ ফল ১২৫০০ ইং মাং।
লোক সংখ্যা ২৩ লক্ষ। রাজধানীর নাম আমস্টার্ডেম,

অং ৫২ (০) ২২ (') উত্তর; ড্রাং ৪ (০) ৫৩ (') পূর্ব । রট-
রডেম, হেগ, লিডেন প্রসিদ্ধ নগর । অত্রস্থ লোকদিগকে
ওলন্দাজ বা ডচ কহে । এই দেশ অত্যন্ত নিম্ন, জোয়ারকা-
লীন সমুদ্র জলদ্বারা ইহার অনেক প্রদেশ প্লাবিত হইতে
পারে, কেবল বৃহৎ বৃহৎ বাঁধ সকল ঐ জলকে রুদ্ধ করিয়া
রাখে । ইহার কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী এবং কৃষিকর্মে
এমত পটু যে নিরন্তর জলোত্তোলক যন্ত্রদ্বারা জলাভূ-
মির জল উত্তোলন করিয়া তাহাতে শস্যাদি উৎপাদন
করে । উদ্যানাদি প্রস্তুত করণে ইহার সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে
গণ্য হয় ।

ডচেরা বাণিজ্য কার্য্যে এককালে সর্বপ্রধান ব্যবসায়ী
ছিল । এক্ষণে তাদৃশ না হউক, কিন্তু পৃথিবীর প্রধান প্রধান
দেশে গতয়াত করিয়া ব্যবসায় নির্বাহ করিয়া থাকে ।
স্বরাজ্যে সুরা, লবণ, প্রস্তর, বাহাদুরি কাঠ, প্রভৃতি প্রায়
৩২ কোটি টাকার দ্রব্য আনয়ন করে. এবং ইংলণ্ডজাত
পণির, মাখম, তমাকু, মৎস্য, অশ্ব, গো, এবং অধীনস্থ দে-
শোদ্ভব কাফি, চা, রেশম, মসলা, ইত্যাদি প্রায় ২৭ কোটি
টাকার দ্রব্য লইয়া নানা স্থানে বিক্রয় করে । এই রা-
জ্যের রাজস্ব ৭ কোটি টাকার কিঞ্চিৎ অধিক । দেশরক্ষার্থে
৫৮০০০ সৈন্য নিযুক্ত আছে । প্রতি গ্রামে -পাঠশালা এবং
তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে, তাহাতে প্রায়
সমুদায়ের অষ্টাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং অত্রস্থ

পাঠালয়ের যে রূপ স্থানিয়মে তত্ত্বাবধান হয়, এতাদৃশ কু-
ত্রাপি দৃষ্টি গোচর হয় না।

হলণ্ডীয় লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী, পরিমিত ব্যয়ী, অ-
প্রবঞ্চক, গোপ কার্যে বিশেষ অনুরাগী, স্বকন্মে সাতিশয়
সাবধান, এবং অহঙ্কারিতা প্রযুক্ত অপর জাতির উন্নতির
প্রতি কিছু মাত্র যত্নশীল হয় না।

জর্মেনি।

ফ্রান্স, বেলজিয়ম ও হলণ্ডের পূর্ব। এই দেশ অনেক-
কাংশে বিভক্ত, তন্মধ্যে কতক প্রদেশ অস্ট্রিয়া, প্রুসিয়া,
ডেনমার্ক ও হলণ্ডের অধীনস্থ হইয়াও এই রাজ্য সংক্রান্ত
আছে। এতদ্ভিন্ন ইহাতে অপর তেত্রিশটি প্রদেশ আছে,
তন্মধ্যে বেভিরিয়া, সাকসনি, ওয়র্টেম্বার্ক, হানোভার, বেডেন,
ইহারাই প্রধান। এই ৩৩ টি স্বাধীন প্রদেশের পরিমাণ
ফল ৯৪০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা দেড় কোটির অধিক।
রাজস্ব আয় নয় কোটি টাকা। জর্মেনির অন্তর্গত এতদ্ভাজি
সমূহের শাসন প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রচলিত, কিন্তু
সমুদয় দেশের রক্ষা বা হিত নিমিত্ত, সেনা নদী তীরস্থিত
প্রাচ্য কোর্ট নগরে এক মহা সভা সংস্থাপিত আছে।
তথায় স্বাধীন ও পরাধীন প্রত্যেক রাজ্যের স্ব স্ব প্রতিনি-
ধি প্রেরিত হয়, তাহারাই ঐ সভার তবিৎ কার্য্য নির্বাহ

করেন। জর্মেনির সকল প্রদেশ সভাকৃত নিয়মের বাধ্য এবং
 অল্পগামী হয়েন। ফ্রাঙ্কফোর্ট রাজধানীর অং ৫০ (০)
 ৬ (') উত্তর; জাং ৮ (০) ৩৬ (') পূর্ব। মিউনিক, ড্রে-
 সডেন, ফটগার্ড, হানোভর, কার্নস্রুই ইত্যাদি প্রধান ন-
 গর। জর্মেনি রাজ্যের সৈন্য সংখ্যা তিন লক্ষের অধিক।
 স্বাধীন জর্মেনির জঙ্গ বাতাস অতি সুন্দর ও স্বাস্থ্যপ্রদ।
 দক্ষিণাংশের ভূমি সকল উর্বর। উত্তরাংশের অপকৃষ্ট; কিন্তু
 লোকেরা কৃষিবিদ্যায় ও কৃষিকর্মে পটুতা প্রযুক্ত নানা-
 বিধ শস্য, উৎকৃষ্ট শাকাদি, ও বিবিধ ফল উৎপাদিত
 করে। দেশস্থ লোকেরা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাপেক্ষা অতি-
 রিক্ত পরিমাণে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। দেশের
 অভ্যন্তরে ব্যবসায় কার্য উত্তম রূপে নির্বাহ করে, এত-
 দ্ধিৎস অপর দেশের সহিত বিশেষ মনোযোগ পূর্বক ইহারা
 বাণিজ্য করিতেছে। শস্য, পশম, লৌহ, সীস, টিন, মশু,
 মোম, সূতা, ও পাটের বস্ত্র, জরি, কাগজ, ইত্যাদি রফতানি
 করে। সরাব, মৎস্য, পণির, তৈল, চরবি, টিনি, কাফি, চা,
 মসলা, তুলা, রেশম, ইত্যাদি আমদানি করে। সমুদয় দেশে
 ১১ টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, প্রায় ষষ্ঠাংশ লোক শিক্ষা
 প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জর্মেনেরা দীর্ঘকাল সুগঠন। ইহা-
 দিগের স্ত্রী লোকেরা পরমাসুন্দরী। প্রগাঢ় বুদ্ধি, সাতিশয়
 পরিশ্রম, দীর্ঘকাল কৰ্মে মনোনিবেশ, সরলতা, অতিথি
 সংকারে ভৎপরতা প্রভৃতি বিবিধগুণে জর্মেনেরা অলঙ্কৃত।

কিন্তু বংশাভিমানী, এবং নিয়মিত রীতি নীতির প্রতি
বিলক্ষণ লক্ষ্য করে। অস্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া নিবাসী লোকে-
রাও এই সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হয়।

প্রুসিয়া।

জর্মেনির পূর্ব। পরিমাণ ফল ১০৭০০০ ইং মাং। লোক
সংখ্যা এক কোটি ষাট লক্ষ। স্পী নদীতীরস্থ বলিন রাজ-
ধানী, অং ৫২ (০) ৩১ (') উত্তর; দ্রাং ১৩ (০) ২৩
(') পূর্ব। ডাণ্টজিক, মেগডিবর্গ, পোজেন, প্রুসি়া নগর।
রাজস্ব ৮৭৫০০০০ টাকা। সৈন্য দেড় লক্ষ। অধিকাংশ ভূমি
বালুকাময় ও অল্পক্ষরা, কিন্তু নিবাসীরা কৃষি কর্মে নিপু-
ণতা, ও শ্রমবশতঃ নানাবিধ উৎকৃষ্ট শস্যাদি উৎপাদিত
করে, এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি
প্রস্তুত করে। স্বর্ণ, পারদ, টিন, চিনি, কাফি, চা, মসলা,
তুলা, রেশম, তমাকু, আমদানি দ্রব্য; শস্য, সূত্র, কাপড়,
লৌহ, তাম্র, পিত্তলের দ্রব্য, মৃত্তিকার বাসন, বাহাছরি
কাঠ, কাঠনির্মিত দ্রব্যাদি, নানাবিধ যন্ত্র ইত্যাদি দ্রব্য
রপ্তানি হয়। লৌহ, তাম্র, ও সোনার খনি আছে। ই-
হারা নাবিকতা ও বাণিজ্য কার্যে সবিশেষ পটু নহে।
অপর জাতির জাহাজে বাণিজ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করে।
ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, ইউরোপের সকল দেশ অ-

পেঞ্চা এই স্থানে সাধারণের স্কুলখলা ও স্কুলিয়মে বিদ্যা শিক্ষা হয় ; এ প্রদেশে এত অধিক পাঠশালা আছে, যে সকলেই অনায়াসে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে। সকলেই আইনামুসারে স্ব স্ব সম্বানগণকে শিক্ষা দিতে বাধ্য হইয়েন। যাহারা নিতান্ত দুঃস্থ, তাহারা রাজকোষ হইতে পুস্তক ও বস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয়। প্রায় সমুদায়ের পঞ্চমাংশ লোক পাঠশালায় শিক্ষার্থে গমন করে।

অস্টিয়া

জর্মেনির পূর্ব ও প্রসিয়ার দক্ষিণ। পরিমাণ কল ২৩৭০০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা তিন কোটি পনের লক্ষ। ডানিউব নদী কুলস্থিত ভিয়েনা রাজধানী, অং ৪৮ (°) ১২ (') উত্তর; দ্রাং ১৩ (°) ২৩ (') পূর্ব। প্রেগ, ক্রাকউ, বুডা, প্রসিদ্ধ নগর। দেশের জল বায়ু সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর। ভূমি অধিকাংশই মাতিয়া উর্বরা। তত্রস্থ লোকেরা কৃষিবিদ্যায় ও কৃষিকর্মে দীর্ঘদর্শী না হইয়াও যথেষ্ট পরিমাণে নানাবিধ শস্য ও ফল উৎপন্ন করিয়া থাকে। প্রায় তৃতীয়াংশ ভূমি অরণ্যময়। তথায় নানারূপ বৃক্ষ বৃক্ষাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, লৌহ, টিন, পারদ, লবণ, কয়লা, ও বিবিধ মণির মনি আছে। ইহাদিগের বাণিজ্য কার্যে বিশেষ ক্ষমতা নাই।

শিল্পবিদ্যা ও শিল্পকর্মে গাঢ় সংস্কার নাই। নদী, খাল, ও প্রশস্ত পথ থাকায় রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যবসায় উত্তম রূপে নির্বাহ হয়। কিন্তু সমুদ্র তটে অভাল্ল মাত্র স্থান থাকায় এবং ভিন্ন স্থানীয় দ্রব্যাদির অতিরিক্ত বাহুল্য করায় বিদেশীয় বাণিজ্য কার্য স্ফূর্তরূপে নির্বাহ হয় না।

• এই রাজ্যে অধিক শিল্পালয় নাই। ইহার রাজস্ব ২০ কোটি টাকা। সৈন্য চারি লক্ষ। নানাবিধ শস্য, তাম্র, মদ, তাম্র, লৌহ, পারদ, পশম, চামড়া ইত্যাদি দ্রব্য ১১ কোটি টাকার দ্রব্য বরফতানি হয়।

এইদেশে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সমুদ্রায় বালক বালিকারা প্রায় পাঠশালায় অধ্যয়ন করে।

ডেনমার্ক।

অর্থাৎ ডেনদিগের দেশ। জর্মেনির উত্তর জটলও ও কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য হয়। পরিমাণ বল ২২০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ২৩ লক্ষ। রাজধানী কোপেন হেগন, অং ৫৫ (°) ৪২ (′) উত্তর; দ্রাং ১২ (°) ৩৪ (′) পূর্ব। ভূমি অধিকাংশ উর্বরা। লোকেরা কৃষি কক্ষে বিশেষ মনোযোগী, উজ্জনা নানা প্রকার শস্যোৎপন্ন হয়। নগর সম্মিধানে অল্প পরিমাণে শাক সবজী জন্মায়। এই প্রদেশে অভাল্ল মাত্র উদ্যানাদি আছে। জন্ম,

গো, মেষ চারণার্থে চরা জমি আছে। নানাবিধ মৎস্য যৎ
 ধৈর্যে পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়, অনেকেই তাহা ধরিয়া
 জীবিকা নির্বাহ করে। দিনেমারেরা শিল্প শাস্ত্রে ও শিল্প-
 কন্মে বিশেষ দূরদর্শী নহে। সচরাচর যে সমস্ত বস্তু অত্যা-
 বশ্যক, তাহা আপনাই প্রস্তুত করিতে সমর্থ। ইহারা
 নাবিকতা কন্মে বিশেষ নিপুণ। এইদেশ যে রূপ উত্তর
 সাগর ও বাটিক সাগরের অন্তর্গত, তাহাতে ইহাদিগের
 ইউরোপীয় অধিকাংশ রাজ্যে জলপথে গমনাগমন করি-
 বার বিলম্ব সুবিধা আছে। ইহারা অন্যান্য জাতির দ্র-
 ব্যাদি আপনাদিগের জলযানে করিয়া লইয়া যায়। বা-
 গিজো কদাপি আলসা করে না। শসা, মাখম, পনির, মাংস,
 গো, অশ্ব, চন্দ্র, মৎস্য, প্রভৃতি ১১ কোটি কাটার অধিক
 দ্রব্যাদি রফতানি করে। রেশম, পশম, তুলা, বাহাদুরিকাঠ,
 পাট, ইত্যাদি ৩১ কোটি টাকার অধিক দ্রব্য আমদানি
 করে। রাজস্ব আয় দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। দশ সহস্র
 সৈন্য আছে। এই প্রদেশে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে।
 সাধারণের বিদ্যা শিক্ষার্থে এই নিয়ম প্রচলিত যে সপ্তম
 বর্ষ বয়ঃক্রমাবধি চতুর্দশ বর্ষ পর্যন্ত স্ব স্ব সন্তানগণকে
 কোন প্রকাশ্য পাঠশালায় শিক্ষার্থে প্রেরণ করিবেক।
 লেখা পড়া না জানিলে বিবাহাদি হওয়া দুষ্কর হয়। ডে-
 নেরা সুগঠনবিশিষ্ট, বলবান, ধীর, বিবেচনা না করিয়া
 ইচ্ছা কোন কন্মে প্রবৃত্ত হয় না।

সুইটজার্ল্যান্ড !

জার্মেনির দক্ষিণ। পরিমাণ ফল ১৫০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ২৪ লক্ষ। এই দেশ ২৫ টি স্বাধীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত। ঐ প্রত্যেক প্রদেশের এক এক প্রতিনিধি দ্বারা, জুরিক, বার্ন, ভাসেল এই তিন প্রধান নগরে পর্যায়ক্রমে দুই বৎসর করিয়া এক মহা সভা হয়। তাহাতে সাধারণের হিতকর কার্য সকল নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইদেশ অত্যন্ত পর্বতীয়। ইহার কোন কোন স্থানে প্রকৃতির ভীষণ ও কোমল মূর্তি উভয়কেই সন্দর্শন করা যায়। এক দিকে নিরন্তর পর্বতস্থ হিমজাত শৃঙ্গ, তুষারাবৃত ক্ষেত্র, পর্বতাকার উচ্চীকৃত মহাবেগবান্ হিমরাশি, উর্দ্ধ হইতে শ্রোতঃ সমূহ বজ্রবৎ শব্দিত হইয়া অধঃপতিত হইতেছে, ইত্যাদি অবলোকনে মনোমধ্যে ভয় সম্বলিত ভক্তি রসের উদয় হয় ; অন্য দিকে ফল মূল শোভিত রমা উদ্যান, শস্যবিশিষ্ট ক্ষেত্র, সুদৃশ্য মনোহর পরিষ্কৃত বাটী সমূহ, নিঃশ্রু-লালসংকরণ অল্লাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিগণ, ইত্যাদি সন্দর্শনে মনের বিশুদ্ধ তৃপ্তিভাব প্রাপ্ত হয়।

জমি অত্যন্ত নিষ্ফল। শিলানৃষ্টি, ষড় প্রভৃতি অনেক ব্যাঘাতসত্ত্বেও, সুইসরা পরিশ্রম ও নিপুণতা সহকারে কোন কোন শস্ত্র ও নানাবিধ উপাদেয় ফলাদি উৎপাদিত করে। মেঘ, গবাদি প্রতিপালনে বিলক্ষণ দক্ষ। শিল্পকর্মে ইহাদিগের পটুতা আছে। অধিকাংশ আপনাদিগের ব্যবহার্য দ্রব্য ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট দ্রব্য যাহা অন্যত্র

প্রেরিত হয়, তাহা প্রস্তুত করিতে সমর্থ। যদিও দেশে বাণিজ্য হয় না, তথাপি উত্তম উত্তম রাস্তা, নদী ও হ্রদ থাকায় ইহার নিকটবর্তী দেশের সহিত ব্যবসায় করিয়া থাকে। গো, পনির, মাখম, চরবি, শুষ্ক ফল, বাহাদুরিকাঠ, সামান্য বস্ত্র, জরি, সুদৃশ্য ঘড়ী, নানাবিধ অলঙ্কার, বারুদ, কাগজ ইত্যাদি রকতানি করে। শস্ত্র, লবণ, তমাকু, চিনি, কাফি, লৌহ, তাম্র, ও বস্তাদি আমদানি করে। এই দেশে রোপা, তাম্র, সীস, ও লৌহের খনি আছে। তন্মধ্যে লৌহ অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজস্ব প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা। পুলিশকার্য্য নির্বাহার্থ ১২০০ মাত্র সৈন্য আছে, কিন্তু যুদ্ধোপলক্ষে দুই লক্ষ অস্ত্রধারী সৈন্য উপস্থিত হইতে পারে।

ইহাদিগের শিক্ষাপ্রণালী অতি উত্তম। সন্তানগণকে ৬ বর্ষাবধি ১৪ বর্ষ, কোথাও বা ১৬ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যেই পাঠশালায় প্রেরণ করিতে হয়; অন্যথা করিলে বালকদিগের কর্তারা দণ্ডনীয় হয়। ইদানী লেখা পড়াবিহীন এমনতর যুবক বা যুবতী কেহই নাই। ইহার বংশবান্, সাহসী, পরিমিত ব্যয়ী, সরল, সংস্কারবিশিষ্ট, এবং স্বদেশাত্মরাগী।

ইটালি।

সুইটজার্লণ্ড ও অস্ট্রিয়ার দক্ষিণ। পরিমাণ ফল ১১০০০০। লোক সংখ্যা ২ কোটি ১১ লক্ষ। ইহা পশ্চাৎলিখিত রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে।

রাজ্য	রাজধানী	পরিমাণ কল	লোকসংখ্যা
সার্ডিনিয়া	টউরিন	২০০০০ ইং মাং	৫০ লক্ষ
লম্বার্ডি	মিলান		
ভেনিস	ভেনিস	১৮০০০	৫০ লক্ষ
পার্মা	পার্মা	২৪০০	৫ লক্ষ
মডিনা	মডিনা	২৩০০	৬ লক্ষ
টস্কেনি	ফ্লোরেন্স		
লুক্সা	লুক্সা	৮৫০০	১৮ লক্ষ
পোপের রাজ্য	রোম	১৬০০০	৩৩ লক্ষ
নেপলস	নেপলস		
সিসিলি	পেলার্মো	৪৩০০০	৮৭ লক্ষ

অধিকাংশ দেশ পর্ততময় ; ভূমি সকল প্রায়ই ধোও-
 য়াট হওয়াতে উর্বরা ও নানাবিধ শস্তশালিনী। অষ্টি-
 য়ার অধীনস্থ রাজ্যের লোকেরা কৃষিকর্মে বিলম্বণ পটু।
 মদা, তৈল, রেসম, ও নানাবিধ ফল, এস্থানহইতে
 অনায়ে প্রেরিত হয়। শিল্পকর্ম ও বাণিজ্য বিষয়ের বি-
 শেষ চালনা নাই। ইহার অনেক স্থানে খাতুর আকবু
 আছে, কিন্তু ইহার পরিশ্রম করিয়া তাহা খনন করিতে
 সমর্থ হয় না। পূর্বকালে রোমরাজ্য অতি প্রসিদ্ধ ছিল,
 এবং পৃথ্বীর অধিকাংশ দেশ অধীনে ছিল। এতদেশনি-
 বাসী লোকেরা কাব্যাদি শাস্ত্র, চিত্রবিদ্যা, বাটী ও প্রতি-
 মূর্তি নির্মাণ, এবং সংগীতবিদ্যায় বিশেষ বিখ্যাত।
 এক্ষণে ঐ সকল বিদ্যায় যদিও বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই,
 কিন্তু তৎপ্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকে। ইটালিতে
 ১৬ টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তথায় প্রাচীন ও দেশীয়
 ভাষার চালনাই অধিক, পদার্থবিদ্যা ও গণনাশাস্ত্রের
 অনুশীলন অত্যন্ত মাত্র হয়। ইহাদিগের রাজ্যেরাই
 শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মের ভার গ্রহণ করেন, এবং শিক্ষকতা পদে
 নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহার স্বয়ং উদ্বিগ্নে এমন অমনোযোগী
 যে কৃষক কি শিল্পকারী মধ্যে কেহই বিদ্যার আশ্রয়
 অবগত নহে।

টর্কি

অষ্ট্রিয়া ও রুসিয়ার দক্ষিণ । পরিমাণ কল ১৮৩০০০
 ইং মাং । লোকসংখ্যা ১২০০০০০০ । কনস্টান্টিনোপল রা-
 জধানী । মুসলমানেরা ইহাকে ইস্তামুল কহে । ইহার অং
 ৪১ (০) উত্তর ; দ্রাং ২৮ (০) ৫২ (') পূর্ব । এড্রিয়া-
 নোপল, সফিয়া, বেলগ্রেড, প্রধান নগর । দেশের অ-
 ধিকাংশ পর্বতময় ; আবহাওয়া স্নান্দর ; ভূমি সকল কল-
 শালিনী । লোকেরা কৃষিকর্মে পটু নহে ; জ্বাদি প্রভৃতি
 বা বাণিজ্যাদির বিশেষ চালনা করে না । অশ্ব, শূকর, চন্দ্র,
 পশম, তমাকু, নানাবিধ ফল, মোম, মধু, অর্ধিফেন, রেশম,
 গালিচা, তাম্র ইত্যাদি রফতানি হয় । শস্য ও প্রায় দেড়
 কোটি টাকার বিলাতীয় জ্বা আমদানি হয় । রাজস্ব ৫
 কোটি টাকা । সৈন্য ১৩০০০০ । মসজিদসংক্রান্ত এক এক
 পাঠশালা আছে, তথায় শিক্ষকদিগের বিদ্যালয়সারে ব্যা-
 করণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, দর্শনশাস্ত্র, জ্যোতিষ, আইন, ও
 ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা হয় । ছাত্রেরা মসজিদের আয় হইতে ব্য-
 য়োপযোগী অর্থ পায় । সাধারণের শিক্ষার্থে লোকদিগের
 বস্ত্র নাই । ইহারা সাহসিক, যুদ্ধবিশারদ, অতিথিসৎকারে
 বিলম্ব রত, ক্রোধপরায়ণ এবং স্বধর্ম গর্বিত এবং অন্য
 ধর্মদ্রোষক ।

গ্রীশ

টর্কির দক্ষিণাংশ ও নিকটস্থ কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য হয়। পরিমাণ ফল ১৫২৩৫ ইং মাং। লোক-সংখ্যা প্রায় দশ লক্ষ। এথেন্স রাজধানী, ইহার অঃ ৩৭.(০) ৫৮ (') উত্তর ; দ্রাঃ ২৩ (০) ৪৪ (') পূর্ব। পেট্রাস, নেপলিডি, রোমানিয়া প্রভৃতি প্রধান নগর। জল, বায়ু, স্বাস্থ্যকারী। ভূমি সকল ফলশালী। এই রাজ্যে প্রায় সকল প্রকার শস্য সম্ভূত হয়। নিবাসীলোকেরা কৃষিকর্মে বা শিল্পকর্মে পারদর্শী নহে। এই রাজ্য বাণিজ্য করিবার উত্তম স্থান, একারণ ইহারা তদ্বিষয়ের ক্রমশই উন্নতি করিতেছে। শস্য, তুলা, মোম, পশম, রেশম, তমাকু, ফল প্রভৃতি রফতানি করে। বিলাতহইতে কাপড়, ও পশমীয় বস্ত্র, টর্কিহইতে কাফি, বাহাদুরিকাঠ প্রভৃতি আমদানি করে। স্বর্ণ, রৌপ্য, সীস, তাম্র, লৌহ, পাতুরেকয়লা, গন্ধক ইত্যাদির খনি আছে। ইহার আদা জয় অল্প পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। রাজকর প্রায় ৭০ লক্ষ টাকা। সৈন্য আট হাজারের অধিক। এই অল্প বিস্তৃত রাজ্য মধ্যে এককালে কতুর ব্যতিক্রম বিলক্ষণ দৃষ্টি গোচর হয়, অর্থাৎ এক স্থানে গ্রীষ্ম অপর স্থানে শীত ও অন্যত্র বর্ষা হইয়া থাকে। গ্রীশ ইং ১৮৩২ সালের পূর্বে টর্কির অধীনে ছিল, এক্ষণে স্বাধীন অবস্থায় আছে। গ্রীকজাতি পূর্বকালে সভ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল ; তাহ-

দিগের ভাষা অদ্যাবধি সুমধুর ও সুশ্রাব্য বলিয়া পরি-
 গণিত হয়। এই দেশে দর্শনবেত্তা, ইতিহাস লেখক প্রভৃতি
 প্রধান প্রধান কবি সকল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁ-
 হাদিগের গ্রন্থ সকল অদ্যাবধি মহা সমাদরপূর্বক সম্ভা-
 জাতির পাঠ করিয়া থাকেন। অধুনাতন গ্রীকরা কোন
 বিষয়ে পূর্বপুরুষদিগের সমতুল্য নহে, কিন্তু বুদ্ধিজীবী
 কৰ্ম্মঠ ; এবং এক্ষণে স্বাধীনতা অবস্থা প্রাপ্ত হওয়ায় উ-
 ন্নতিবিশিষ্ট হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। গ্রীশ-
 রাজ্যে একটা বিশ্ববিদ্যালয় আছে, গবর্ণমেন্টকর্তৃক প্রায়
 বিশাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ভিত্তি সামান্য লোক
 সংস্থাপিত পাঠশালাও আছে।

ইউরোপ রুসিয়া।

ইউরোপের পূর্ব ও উত্তর প্রায় সমুদয় অংশ। বাই-
 বেলোক্স রসজাতি রুসিয়ানদিগের আদিপুরুষ ছিল, তা-
 মিনিস্ত্র ঐ দেশকে রুসিয়া কহে। ইহার পরিমাণ ফল
 ২৭ লক্ষ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৩ কোটি। নিভানদী-
 তীরস্থ সেন্টপিটস্‌বর্গ রাজধানী, অং ৫৯ (০) ৫৬ (')
 উত্তর ; দ্রাং ৩০ (০) ১৯ (') পূর্ব। মস্কোউ, ওয়ার্স, আ-
 ক্টাকান্, রিগা, ওডেসা, নিজনি, নভগোরড্ প্রভৃতি গ্ৰ-
 সিক নগর। এই রাজ্যে অত্যুচ্চ পর্বতাদি অধিক নাই।

মধ্যদেশে বৃহৎ অরণ্য ও অভাস্তরে অতি প্রশস্ত বালুকাকৃত প্রান্তর আছে। রুসিয়ার দক্ষিণাংশ বিশেষতঃ, ক্রিমিয়া ও তৎসংলগ্নিত প্রদেশের ভূমি সকল শস্যশালিনী। তথায় নানাবিধ শস্য ও ফলাদি সম্ভূত হয়। ইতিপূর্বে এই রাজ্যে কৃষিক্ষেত্র ও কৃষিবিদ্যায় অবদ্ব ছিল, অধুনা রাজ্য ও জমিদারগণ সম্ভব হইয়া তাহার ক্রমশই উন্নতি করিতেছেন। শিল্পবিদ্যা ও শিল্পকর্মের বৃদ্ধি নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টাবান হইতেছেন। পূর্বে যে সমস্ত বস্ত্র ক্রয় করিতে হইত, অধুনা তাহার নির্মাণোপযোগী দ্রব্য ক্রয় করিয়া ইহারা তাহা প্রস্তুত করিতেছে; অন্য কাহাকেও অপর স্থানহইতে তাহা আনিতে দেয় না।

রাজ্যের অভাস্তরে অনেক মেলা হয়; তন্মধ্যে নভগোর্‌ডের মেলাই সর্বপ্রধান। তাহাতে মহাজনেরা পৃথীর সকল স্থানহইতে নানাবিধ দ্রব্য লইয়া সমাগত হয়, এই সমস্ত মেলায় দশ কোটি টাকার অধিক বিদেশীয় দ্রব্য বিক্রয় হয়।

এই রাজ্য মধ্যে নদী, হ্রদ, সমুদ্র, পরস্পর খালদ্বারা সংযুক্ত থাকায়, গভায়াত এবং বাণিজ্য করিবার বিলক্ষণ সুবিধা; একারণ স্বরাজ্য মধ্যেই বাণিজ্য কার্য্য নির্বাহ করে। কাফি, মসলা, সূরা, মৎস্য, লবণ, তমাকু, ফল, তুলা, শীল, রত্ন করিবার নানাবিধ কাষ্ঠ, সীসা, লৌহ, অস্ত্র ও যন্ত্রাদি, রেশম, সূত্র, ও পশমীয় বস্ত্র, খাঁড়, এবং মণি,

ইত্যাদি প্রায় ১৩ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি হয়। শস্ত্র, চরবি, পাঠ, মসনে, মোম, চন্দ্র এবং লোমশ চন্দ্র, বাহারিকারিষ্ঠ, তৈল, তাম্র, লৌহ, পশম ইত্যাদি প্রায় ১৩ কোটি টাকার দ্রব্য রফতানি হয়।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীস, লবণ ও পাতুরে কয়লার খনি আছে। রাজস্ব ১৭ কোটি টাকা। রাজ্যরক্ষার্থে প্রায় ২ লক্ষ সৈন্য আছে।

৭টা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। সমুদয় লোকের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ লোক শিক্ষার্থে পাঠশালায় গমন করিয়া থাকে।

রুসিয়ার প্রায় তিন ভাগ লোক গোলাম; তন্মধ্যে সাতটি অধীনস্থ লোকদিগের অপেক্ষা জমিদারাদ্বীন লোকেরা নিকৃষ্টরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহাদিগের সকলেই ভিন্ন ভিন্ন গৃহে অবস্থিতি করে। ইহারা অর্ধেক সময় প্রভুর কার্যার্থে নিয়োজিত হয়, এবং অবশিষ্টকাল স্ব-কার্যে যাপন করে। ইহারা প্রভুর অনুমতি ভিন্ন স্থানান্তরে যাইতে পারে না। সপরিবার ভিন্ন একাকী বিক্রীত হইতে পারে না। গোলামেরা সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ, ভাবি বিষয়ে কিছুমাত্র চিন্তা করে না। অদৃষ্ট বিশ্বাসী, পুরুষানুক্রমে একপ অধীন থাকিয়াও অসঙ্কট নহে, কিন্তু অল্পেই নষ্ট হয়। ইহারা শিক্ষা করিলে প্রতিপালকের দণ্ড দিতে

য। জমিদার ও যাজকেরা কর প্রদান করে না, এবং দোষী

হইলে শাস্তি প্রাপ্ত হয় না। ইহার উত্তম রূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, এবং অতিথিসেবায় তৎপর। রুসিয়ানরা বলিষ্ঠ সাহসিক এবং যুদ্ধবিশারদ।

সুইডেন ও নরওয়ে।

এই উভয় রাজ্য এক অধিপতির অধীন। ইহাদিগের পরিমাণ ফল ২৯৩০০০ ইং মাই। লোকসংখ্যা চারি কোটি ছিয়ামি লক্ষ। বহির্ভুক্ত সাগরতীরস্থ ষ্টকহলম সুইডেনের রাজধানী, ইহার অং ৫৯ (০) ২২ (') উত্তর; দ্রাঃ ১৮ (০) ৪ (') পূর্ব। অপসাল, গটেনবর্গ, প্রভৃতি বিখ্যাত নগর। নরওয়ের রাজধানী ক্রিষ্টিয়ানিয়া, ইহার অং ৫৯ (০) ৫৪ (') উত্তর; দ্রাঃ ১০ (০) ৫০ (') পূর্ব। ইহার সর্বোত্তরাংশে সূর্য্যের উত্তরায়নে ক্রমাগত আড়াই মাস দিবা ও দক্ষিণায়নে ক্রমাগত আড়াই মাস রাত্রি হইয়া থাকে। রূপা, তাম্র, সীস, ও লৌহের খনি আছে। ইহা অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। সুইডিস লৌহ অতি উৎকৃষ্ট ও মহামূল্য, ইহাতে উত্তমোত্তম যন্ত্র ও অস্ত্রাদি প্রস্তুত হয়। এই দেশদ্বয়ের জমি অধিকাংশ অমুর্কর। কিন্তু নিবাসীলোকেরা কৃষিকর্মে বিশেষ মনোযোগী বলিয়া হিমকোটিবন্ধের শস্তাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাদিগের শিল্পবিজ্ঞান পাণ্ডিত্য নাই। উভারা বিশেষ

নরওয়েবাসীরা মৎস্য ধরিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে। সুইডেনের মধ্যবর্তী খালাদি থাকায় দেশের অভ্যন্তরে ব্যবসায়াদি উত্তমরূপে নির্বাহ হয়। নরওয়ের লোকেরা নাবিকতাকার্যে বিশেষ সক্ষম, এবং ইংলণ্ড, স্পেন, ইতালি রাজ্যের সহিত বাণিজ্য করিয়া থাকে। বাঁহাছুরি-কুঠ, লৌহ, স্পাত, তাম্র, আলকাতবা, কটকির, শুক্ক-মৎস্য, ও শস্ত্রাদি রফতানি হয়। চিনি, কাকি, ডমাকু, লবণ, রেসম, তুলা, শস্ত্র, বস্ত্র, সুরা প্রভৃতি আমদানি হয়। সুইডেনের বার্ষিক রাজস্ব ২ কোটি ও নরওয়ের ৩৫ লক্ষ টাকা। সুইডেনে ৩২০০০, এবং নরওয়েতে ১২০০০ সৈন্য আছে।

এই দেশদ্বয়ে বিদ্যা বিষয়ে বিশেষ বড় দেখা যায়। সুইডেনে ২ টি, ও নরওয়েতে ১ টি বিশ্ববিদ্যালয়, ও অনেক কলেজ সংস্থাপিত আছে, তাহাতে নানাবিধ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন সাধারণের শিক্ষার্থে প্রতি গ্রামে এক এক বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইহার ব্যয় নির্বাহার্থ নিবাসীলোকহইতে করগ্রহণ করা হয়। সুইডেনে একরূপ এক নিয়ম প্রচলিত আছে, যে যে ব্যক্তি গ্রন্থাদি পাঠ করিতে অসমর্থ, সে অধিক বয়স্ক হইলেও আইন সম্মত প্রাপ্ত বয়স্ক বলিয়া গ্রাহ্য হয় না। সাধারণলোকেরা স্ব স্ব সন্তানগণকে কোন না কোনরূপ বিদ্যাশিক্ষায় নিয়োজিত করিয়া থাকে। সুইডেনে

অষ্টাংশ ও নয়ওয়ে সপ্তাংশলোক পাঠশালায় পাঠ গ্রহণ করে। উভয় দেশস্থ লোকেরা স্বভাবত সাহসী, সরল স্ব-
ভাব, অতিথিসংকারে তৎপর। সুরাপানে সাতিশয় রত,
ভজনা দুঃকষ্টে প্রবৃত্ত হয়।

আইসলণ্ড।

পরিমাণ ফল ৩৮২০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৬০,০০০।
রিকিয়াভিক রাজধানী। এই দ্বীপে অত্যন্ত হিম প্র-
যুক্ত শস্ত্রাদি জন্মে না; গো, অশ্ব, গেব অধিক আছে।
মৎস্য ও যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। মাখম, দুগ্ধ, ও মৎস্য
নিবাসীদিগের প্রধান আহারীয় দ্রব্য। নানাবিধ শুষ্ক-
মৎস্য, হোএলমৎস্যের তৈল, মেঘমাংস, পশম, এবং
গন্ধক এই স্থানহইতে রফতানি হয়।

অত্রস্থ লোকেরা সামান্যরূপ শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়। অধিক
শিক্ষার্থ একটি কলেজ সংস্থাপিত আছে। ইহাদিগের
পুরুষেরা লম্বাকৃতি এবং সামান্যভিত্তি, কিন্তু স্ত্রীরা খর্বাকৃতি
ও স্কুলাকার।

বেলিয়ারিক উপদ্বীপ সমূহ।

ইহাদিগের পরিমাণ ফল ১৭৫৩ ইং মাং। লোকসংখ্যা
জাড়াই লক্ষের অধিক। সমুদয় দ্বীপ মধ্যে গেজর্কা, ইতি-

এই দ্বীপত্রয়ই প্রধান। এই সকল স্থানের ভূমি উর্বরা, নানাবিধ ফলোৎপন্ন হয়, কিন্তু শস্যাদি অল্প পরিমাণে জন্মে। শস্য ও গো মেষাদি আমদানি হয়; সুরা, ও শুষ্কফলাদি রফতানি হইয়া থাকে।

কসিকা।

ফ্রান্সরাজ্যের অন্তর্গত। পরিমাণফল ৩৩৭৭ ইং মাং। লোকসংখ্যা ২৩৬০০০। এজাকশিও, বাস্টিয়া, প্রধান নগর। জমি উর্বরা; নানারূপ শস্য ও উত্তম উত্তম ফল উৎপন্ন হয়। শিল্পকর্মের বিশেষ চালনা নাই। শস্য, ফল, মোম, মৎস্য, কাষ্ঠ ইত্যাদি রফতানি হয়।

সার্ডিনিয়া।

পরিমাণফল ৯৫০০ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৫ লক্ষ। রাজধানীর নাম কাগলিয়ারি। এই দ্বীপে রোঁপা, তাম্র, সীস, ও লৌহের খনি আছে। জমির তৃতীয়াংশ অরণ্যময়, তৃতীয়াংশ বালুকা ও প্রস্তরময়, অপর তৃতীয়াংশে যথেষ্ট পরিমাণে শস্যাদি ও ফল জন্মে। শস্য, মাংস, পনির, ও মৎস্য রফতানি হয়। শিক্ষা নিমিত্ত অধিকাংশ গ্রামে পাঠশালা সংস্থাপিত আছে। ইটালির অন্তর্গত সার্ডিনিয়া রাজ্যের রাজা এই দ্বীপের অধিপতি।

আইওনিয়ান উং দ্বীপ সং ।

কফিউ, সেকালোনিয়া, জার্ণি, সেন্টামরা, সেরিগো, ইথেকা, পাক্সো, ও আর কয়েকটা ক্ষুদ্র দ্বীপকে আই-ওনিয়ান দ্বীপসমূহ বলে। ইহার পরিমাণ ফল ১১০০ ইংনাং । লোকসংখ্যা দুই লক্ষের অধিক । কফিউ দ্বীপ রাজধানী । ব্যক্তিগণ কৃষিকর্মের অপটু, কিন্তু শস্য, জলপাই, আঙ্গুর প্রভৃতি ফলোৎপাদন করে । শিল্পকর্মের পারদর্শীতা নাই ; নাবিকতা কার্যে অনেকেই নিযুক্ত আছে । এই দ্বীপ সমূহে চিনি, কাফি, রেসমীয় পশমীয় ও তুজ-নির্মিত বস্ত্র, লোহ, বাহাছুরিকাঠ, মৃত্তিকার বাসন, ও লৌহসজ্জাদি আনীত হয় । একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে । সমুদ্রয় লোকের চৌত্রিশাংশ পাঠশালায় শিক্ষা প্রাপ্ত হয় । এই কয়েকটা দ্বীপ ইংরাজদিগের আশ্রিত, তত্ক্ষণাৎ ইহারা তাহাদিগকে আড়াই লক্ষ টাকা বার্ষিক দিয়া থাকে । ইহাদিগের মধ্যে প্রজা প্রভুত্ব শাসনপ্রণালী প্রচলিত ।

আফ্রিকা ।

ইউরোপের দক্ষিণে ও আসিয়ার পশ্চিম দক্ষিণ কোণে এই মহাখণ্ড । ইহা ইউরোপ হইতে জিব্রল্টার মোহানা দ্বারা বিভক্ত, এবং স্যুয়েজ নামক ডমরুমধ্যদ্বারা আসিয়ার সহিত সংযুক্ত আছে ।

পূর্বকালে ইহার উত্তরাংশস্থিত টুনিস ও তংসনিস-হিত প্রদেশকে আফ্রিক কহা হইত । “এই শব্দের অর্থ এক দেশহইতে অপর দেশে বসতি করা,, বাহা অত্রতা লোকেরা করিয়াছিল । এক্ষণে এই সমুদয় মহাখণ্ডকে ঐ উপাধি প্রদত্ত হয় । ইহার পরিমাণ ফল এক কোটি বিশ লক্ষ । লোকসংখ্যা ৭ কোটি । ইহাতে বৃহৎ নদ নদী অধিক নাই, যদ্বারা অভ্যন্তরে অনায়াসে গমনাগমন হইতে পারে । পূর্ব ও পশ্চিম পাশ্বে মহাসাগর থাকায়, আফ্রিকাবাসীরা অপরাপর দেশে সচরাচর যাইতে পারে না, সুতরাং তজ্জন্য বহুদূরী হইতে পারে না । এই দেশমধ্যে নদাদিদ্বারা গতিবিধির সুবিধা না থাকায়, অদ্যাবধি সভ্যজাতিরাও ইহার মধ্যদেশ বিশেষ রূপে অবগত নহেন । এই মহাখণ্ড সাহারা নামক মরুভূমিদ্বারা দুই খণ্ডে বিভক্ত । ঐ মহৎ মরুভূমি ৩০০০ ইং মাং দীর্ঘ, ও ১০০০ ইং মাং প্রস্থ কেবল বালুকাময় । ইহার মধ্যে মধ্যে বিশ্রামোপযোগী স্থান আছে, তাহা বৃক্ষ জলাদিদ্বারা

সুশোভিত। পথিকজন ঐ সকল স্থানে অবস্থিতি করিয়া
 শ্রান্তির শাস্তি করে। পরমেশ্বরের কি বিচিত্র সৃষ্টি, এই
 সকল স্থানে এমত এক প্রকার মূল জন্মে, যে তাহা ভক্ষণ
 করিলে ক্ষুধা তৃষ্ণা উভয়েরই এককালে সমতা হয়।
 এই মরুভূমিতে কখন কখন এমত প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহন
 করে, যে তদ্বারা অগ্নিকণাবৎ বালুকা সকল সঞ্চালিত
 হইয়া সকলেরই প্রাণ সংহার করে।

অত্রতা লোকেরা কৃষিকর্ম যৎসামান্যরূপে অবগত আছে।
 বাণিজ্যকার্যের বিশেষ গৌরব করে না। শিল্পকর্মের মধ্যে
 বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার মাত্র প্রস্তুত করিতে পারে।

ভিন্নদেশীয় লোকেরা এই স্থানহইতে মনুষ্যা ক্রয় ক-
 রিয়া লইয়া যায়। কেহ বা ছল বল ও কোশলদ্বারা
 ইহাদিগকে দূত করিয়া মহাজনদিগের নিকট বিক্রয় করে।
 এই সমস্ত ক্রীতলোকেরা অধিকাংশ আমেরিকাখণ্ডে
 প্রেরিত হয়। তথাকার লোকেরা ইহাদিগকে ক্রয় করিয়া
 দাসত্ব ক্রমে নিযুক্ত করে। ইহারা পশ্বাদি অপেক্ষা অ-
 ধমরূপে ব্যবহার্য্য হয়। ইহাদিগের কেবল যে অপরিমিত
 পরিশ্রম ও অত্যন্ত ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় এমত নহে,
 স্ব স্ব স্ত্রী, পুত্র, বিষয়াদিও আপনার হয় না, সকলই
 তাহাদিগের মনিবের সম্পত্তি হয়।

এককালে ইউরোপীয় সমস্ত সভ্যজাতির। এই নিষ্ঠুর
 ব্যবসায় করিতে কিছু মাত্র সংশয় করিতেন না, কিন্তু ইং-

লণ্ডীয় সার্প, ক্লার্কসন, উইলবরফোর্শ প্রভৃতি কতিপয় মহোদয়ের প্রগাঢ় যত্ন ও পরিশ্রমদ্বারা ইংলণ্ড ও তৎ অধীনস্থ দেশহইতে একবারে মনুষ্যক্রয় বিক্রয়ের প্রথা রহিত হইয়াছে। ফ্রান্স ও অন্যান্য কতিপয় রাজ্যও এই মহৎকর্মে ইংরাজদিগের অনুগামী হইয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় যে, কতিপয় সুশিক্ষিত জাতি যাঁহারা সভ্য বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহারা অর্থপরবশ হইয়া অদ্যাবধি এই ঘৃণিত ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন।

এই মহাখণ্ডে সাহারার উত্তরাংশে অধিকাংশ মুসলমান ও দক্ষিণাংশে কাক্সি জাতিরা বাস করে। যে যৎকিঞ্চিৎ বিদ্যা ও সভ্যতা আছে, তাহা কেবল মুসলমানদিগের মধ্যে দেখা যায়, কাক্সিরা সম্পূর্ণরূপে অসভ্য।

প্রসিদ্ধ পর্বত আধার স্থান প্রধান শৃঙ্গ উচ্চ পরিমাণ

আটলাস বারবারিরাজ্য হেটেট্ ১০০০ হস্ত

কেমিরণ পশ্চিমআফ্রিকা ৮৬০০ হস্ত

মুন

লাপুটা

কানারি দ্বীপস্থিত টেনেরিক নামক আগ্নেয় পর্বত।

প্রধান নদ নদী	আধার স্থান	পতন স্থান	নেদর্য পরিমাণ
নাইল	বুর্খা ও ইজিপ্ট	মেডিটেরিয়ান সাগর	৩০০০ মাইল
নাইগার	পশ্চিমআফ্রিকা	গিনি উপসাগর	২৬০০ মাইল
কঙ্গো	ঐ	আটলান্টিক মহাসাগর	১৪০০ মাইল
অরেঞ্জ	দক্ষিণআফ্রিকা	ঐ	১৫৫০ মাইল
সেনিগাল	সেনাগম্বিয়া	ঐ	১০০০ মাইল
গাম্বিয়া	ঐ	হিন্দু মহাসাগর	২৫০ মাইল
জাম্বিজি	মোজাম্বিক	আটলান্টিক মহাসাগর	৭০০ মাইল

হ্রদ, চাঁদ, ১৫০০০ ইং মাং, ডেঙ্গিয়া, ওমান্পুর হ্রদ।
 ডমরুমধ্য, সোএজ।
 অন্তরীপ, উত্তমাশা।
 উপদ্বীপ, মেদেরা, কানারি, কেপবার্ড, আসেনসন, সেন্ট-
 হেলেনা ইত্যাদি আটলান্টিক মহাসাগরস্থিত।
 মাদাগাস্কার, মারিচি বা মারিসস, কনোরো,
 সেচেলি, সোকত্ৰা ইত্যাদি হিন্দুসাগরস্থিত।
 প্রধানদেশ, বারবারিরাজ্য সমূহ, ইজিপ্ট, লুবিয়া,
 আবেসিনিয়া, পশ্চিম আফ্রিকা, পূর্ব আ-
 ফ্রিকা, দক্ষিণ আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা।
 স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, টিন, সীস প্রভৃতি ধাতু ইহার
 স্থাননিশেষে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বারবারি রাজ্য।

রাজ্য	রাজধানী	
মরকো	মরকো	এই রাজ্যসমূহের অধিকাংশ ভূমি উর্বর। ইউরোপখণ্ডের সমস্ত শস্য ও ফলাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এইদেশে মরকো নামক উৎকৃষ্ট চন্দ্র প্রস্তুত হয়। পূর্বকালে টুনিস নগর নিকটস্থ কার্থেজ রাজ্যের লোকেরা বাণিজ্য ও যুদ্ধকাৰ্য্যে তৎপর ছিল।
আলজির	আলজিয়রস	
টুনিস	টুনিস	
ট্রিপলি	ট্রিপলি	
বার্কা	বার্কা	

ডারা	ডারা
টাফিলেট	টাফিলেট
সেগেলমেস	সেগেলমেস
ফেজান	মুরজক
বেলিডঅল্‌জরিড	

ইজিপ্ট বা মিশর দেশ ।

আফ্রিকার উত্তর পূর্ব অংশে এই রাজ্য । পরিমাণ ফল ১৫০০০০ ইং মাং । লোকসংখ্যা বিশ লক্ষ । নাইল নদী তীরস্থিত ফেরো রাজধানী । রসেটা, সুয়েজ, আলেকজাণ্ড্রিয়া ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নগর । জমির অধিকাংশ অমূর্করা ; অষ্টাংশ মাত্র ফলশালিনী হয় । কৃষকেরা দৈন্য ও কৃষি কশ্মে' অন্ধ । প্রতি বৎসর নাইল নদী প্লাবিত হইয়া তীরস্থিত অনেক স্থানকে অভ্যস্ত শস্তাণ্ড করে । অত্রত্য জল বায়ু অতি সুন্দর, তজ্জন্য নানাবিধ শস্ত ও উপাদেয় ফলাদি উৎপাদিত হয় । ইহারা শিল্পকশ্মে' অভিজ্ঞ নহে, প্রয়োজনীয় সামান্য দ্রব্য মাত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ । ব্যবসায়ার্থ আফ্রিকার মধ্যবর্তী নিকটস্থ দেশহইতে স্বদেশোৎপাদিত ও বিলাতীয় দ্রব্য বিনিময় করিয়া, হস্তিদন্ত, সোরা, গঁদ, চর্ম, পশম ইত্যাদি আনয়ন করে ; ও পৃথ্বীর অন্যান্য ঋণহইতে লোঁ, সীস, কাষ্ঠ, মসলা,

গজ, কাপড় ইত্যাদি আমদানি, ও তথায় তুলা, পু-
ন্যলিখিত আনীত দ্রব্য, এবং বহুসংখ্যক কাফি ও আ-
মিনিয়ান দাস প্রেরিত হয়।

এই রাজ্যের রাজস্ব দুই কোটি পাঁচিশ লক্ষ টাকা। র-
দার্থে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার সৈন্য আছে। রাজপুরু-
সরা প্রায় মাড়ে পাঁচ সহস্র ব্যক্তিকে অন্ন বস্ত্র ও শিক্ষা
প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত অল্পকালোধ্যায়ীরা আরবী, অঙ্ক,
ও কোরাণ এবং দীর্ঘকাল পাঠীরা তদ্ব্যতীত টর্কি ও
পারসীভাষা, ভূগোল, ইতিহাস, এবং ফরাসিস ভাষার
সংস্কৃত অথবা অল্পবাদিত গ্রন্থ সকলে শিক্ষা প্রাপ্ত
হয়। কিন্তু উত্তম পুস্তক ও শিক্ষক অভাবে তাদৃশ ফল
উপলব্ধি করিতে পারে না।

অতি প্রাচীনকালে মিসরবাসীরা সভ্যতার নিমিত্ত বি-
খ্যাত ছিল, এবং হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদিগেরও জাতি
ভেদ দেখা যাইত।

ইজিপ্টে কতকগুলি পূর্বতন রাজাদিগের গোরস্তম্ভ
আছে। তাহা দুই সহস্র বৎসর অতীত হইল অদ্যাবধি
বর্তমান আছে। সর্বপ্রধান স্তম্ভ উচ্চ ৩২০ হাত।

লুবিয়া ও আবেসিনিয়া।

লুবিয়া ডঙ্গোলা, সেনার।

আবেসিনিয়া গণ্ডার।

পূর্বকালে লুবীয়ানরা সভ্য ছিল। তথায় অদ্যাবধি
তৎকালীয় মন্দিরাদি আছে।

পশ্চিম আফ্রিকা ।

রাজ্য	প্রধান নগর
সেনাগাম্বিয়া	ফোর্টসেন্টলুই
উত্তরগিনি	ফ্রিটাউন, মন্রেবেিয়া, লাহো, কে- পকোম্‌ক্যাম্‌ল, ওয়ায়দা, কুমাসি, আবমি, বেলিন ।
দক্ষিণগিনি	লোয়াকো, সেন্টসেলবেডর, সেন্টপল, বেঙ্গুয়িলা ।

পশ্চিম আফ্রিকার জমি উর্বরা ; কোন কোন শস্য ও নানাবিধ উপাদেয় ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় । এই স্থানে বেওয়াব নামক সর্বপ্রধান এক বৃক্ষ আছে । তাহার বেড় প্রায় ৮০ হস্ত । এই দেশহইতে স্বর্ণ, হস্তিদন্ত এবং অদ্যাবধি ক্রীতদাস প্রেরিত হইয়া থাকে । ইংরাজ, ফরাসিস ও আমেরিকাবাসী লোকেরা ঐ সকল দাসদিগের মোচন করণার্থ স্থানে স্থানে আড়ডা ও তথায় কলের জাহাজ রাখিয়াছেন ।

দক্ষিণ আফ্রিকা ।

কেপকলনি	কেপটোঁন
নাটাল	পাইটারমারিট্‌জবর্গ
বাসুয়ানদিগেরদেশ	লাটাকু

এই সকল স্থানের অধিকাংশ চরাভূমি । উত্তমাশাঅন্তরীপের নিকটবর্তী স্থানে শস্য, তরকারি ও ফলাদি উৎপাদিত হয় ।

পূর্ব আক্ষিপা ।

এডেল	জেল।
আজান	সেগাডোকা
জেনকুইবার	জানজিবার
মোজাম্বিক	মোজাম্বিক
সোফালা	সোফালা
মোকারাজা	মালিক।

মধ্যস্থিত আক্ষিপা ।

হারার	বিনউন
থ্রিসিয়া	মাণ্ডারা, ইযরি, টিম্বুকটু

মতন্থা লোকেরা কৃষি ও শিল্পকর্মের যৎকিঞ্চিৎ অব-
গত আছে। দলবদ্ধ হইয়া স্বদেশে বাণিজ্য করিয়া
থাকে। ইহাদিগের কোন কোন স্থানে অল্প পরিমাণে
বন্দোচর্চা হয় ।

আমেরিকা।

প্রায় সহস্র বৎসর অতিগত হইল, নরওয়েবাসীরা আমেরিকার সর্বোত্তরাংশের কোন কোন স্থানে গমনাগমন করিত, কিন্তু এই মহাদ্বীপের এতাদৃশ প্রকাণ্ড কোন প্রকারে অবগত ছিল না। ১৪৯২ খৃঃাব্দে, ক্রিস্টোফার কলম্বাস নামক এক প্রসিদ্ধ নাবিক স্পেন রাজ্যহইতে ভারতবর্ষে গমনাভিলাষে পশ্চিমদিকে গমন করায়, এই মহাখণ্ডে উত্তীর্ণ হইলেন। তাহার কয়েক বৎসর পরে আমেরিকো ভেসপুচি নামা অপর এক ব্যক্তি, জলযান দ্বারা এই মহাখণ্ডে উপস্থিত হইয়া স্বনামে নামকরণ করত ইহার বৃত্তান্ত বর্ণন করেন। তৎকালাবধি সকলেই ইহাকে আমেরিকা কহিয়া থাকেন। ইহার পরিমাপ কল দেড় কোটি ইং মাং। লোক সংখ্যা পাঁচ কোটি অধিক।

এই মহাখণ্ড, অতি প্রকাণ্ডাকার পর্বত সমূহ, অতি বিস্তৃত নদ .নদী, ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাদি দ্বারা পরিব্যাপ্ত আছে। ইহা দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। পানামা নামক ডমরুমধ্যদ্বারা তাহা সংযুক্ত আছে। ইহার অনেক অংশ অরণ্যবিশিষ্ট; তথায় প্রায় তত্রত্য আদিমবাসীরা বসতি করে। তাহাদিগকে ইণ্ডিয়ন উপাধি দেওয়া হয়। ইহা অনেক প্রকারে সম্ভব, যে দীর্ঘকাল পূর্বে মঙ্গল

প্রাণীস্থ লোকেরা, আর্সিয়ার উত্তর পূর্ব অংশহইতে আমেরিকায় বসবাস করিত। ঐ ইণ্ডিয়নরা তাহাদিগেরই বংশ। কিন্তু এক্ষণে তাহারা প্রায় সকলই বন্য অবস্থায় অবস্থিতি করে। কথিত আছে, যে পূর্বকালে ইহারা ইহা অপেক্ষা সভ্য ছিল। ইণ্ডিয়নদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এবং এতদ্রূপ অবস্থায় থাকিলে অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে ইহাদিগের বংশের চিহ্নও থাকিবেক। ইউরোপীয় অনেক সভ্যজাতিরা এই স্থানে আর্সিয়া বাস করিয়াছে, এবং ক্রমশঃ ইহাদিগেরই দল বৃদ্ধি হইতেছে।

প্রাসিঙ্গ পর্বত আধার স্থান প্রধান শৃঙ্গ উচ্চ পরিমাণ		
আণ্ডিস	দক্ষিণ আমেরিকা	মোরাটা ১৬৮০০ হস্ত
রকি পর্বত	ইউনাইটেড স্টেটস্	জেমস্ পিক ৭৫৪ হস্ত
ব্লু পর্বত	জামেকা	৪৮৫২ হস্ত
অ্যান্দিয়ানি	ইউনাইটেড স্টেট	৪৪২০ হস্ত

আমেরিকায় অনেক আগ্নেয় পর্বত আছে।

এসিদ্ধ নদী

আধার স্থান

পতন স্থান

সৈন্য পরিমাণ

আমজন

মিসিসিপি

মিসেসাইও }
মিসিসিপি }

পারানা ও }
লাপাটা }

সেন্টমার্স

মাকেনজি

ওরিনুক

ব্রেজিল

ইউনাইটেড স্টেটস্

ঐ

ব্রেজিল ও }
লাপাটা }

কানাডা

ইংরাজ আমেরিকা

ভিনিজিউনা

আটলান্টিক মহাসাগর

মেক্সিকো উপসাগর

ঐ

আটলান্টিক মহাসাগর

লারস উপসাগর

উত্তর সাগর

আটলান্টিক মহাসাগর

৪০০০০ মাইল

৩১৬০ মাইল

৪২৬৫ মাইল

২৩৫০ মাইল

২০০০ মাইল

১৬০০ মাইল

১৪০০ মাইল

ভূদ—সুপিরিয়্যার (৪৩০০০ ইং মাং) হরন (১৬৫০০ ইং মাং) মিচিগান (১৩৫০০ ইং মাং) স্নেড (১২০০০ ইং মাং) ওর্টারিয়ো (১২৬০০ ইং মাং) ইরাই (১১০০০ ইং মাং) বেয়ার (১০০০০ ইং মাং) উত্তর আমেরিকান্ডিড। মেরেকেবো (৫০০০ ইং মাং) টিটিকাকা (৩৮০০ ইং মাং) দক্ষিণ আমেরিকান্ডিড।

আমেরিকা দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, যথা উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকা।

পরিমাণ ফল ৮৫০০০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা প্রায় চারি কোটি। ইহা নিম্ন লিখিত রাজ্য সমূহে বিভক্ত হইয়াছে।

১—রুসিক আমেরিকা ; ২—ইংরাজ আমেরিকা ; ৩—ইউনাইটেড্‌স্টেটস্ ; ৪—টেক্সাস ; ৫—মেক্সিকো ; ৬—গোয়াটিমালা ; ৭—ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ।

রুসিক আমেরিকা।

আমেরিকার উত্তর পশ্চিমাংশ রুসিয়ার অধীন। তাহার পরিমাণ ফল ৩৭১০০০ ইং মাং। লোক সংখ্যা ৬৬০০০। ইহা শীতপ্রধান দেশ। জমি অকলশালী।

লোহাবৃত চন্দ্র, নানাবিধ মংস, হোএল, সিল নামক লব্ধ ইত্যাদি এই স্থানহইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়।

ইংরাজ আমেরিকা।

ক্লসিক আমেরিকার পূর্ব দক্ষিণ রাজ্যকে ইংরাজ আমেরিকা কহে। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ত্রিশ লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা পঁচিশ লক্ষের অধিক। কুইবেক ও টোরোন্টো ইহার রাজধানী। জমি অধিকাংশ উর্বরা, কিন্তু লোকেরা কৃষিকর্মে তাদৃশ পটু নহে। লৌহ, তাম্র, কয়লা, প্রভৃতির খনি আছে। মংস, বাহাদুরি কাষ্ঠ, পশুর লোম ইত্যাদি রফতানি হয়। এই রাজ্যের বার্ষিক রাজস্ব এক কোটি টাকা।

ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌স্‌।

২৯ টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন প্রদেশ একত্রিত হইয়া এই মহারাজ্য হয়। ইহার পরিমাণ ফল তেইশ লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ। পটমক নদীতীরস্থ ওয়াশিংটন ইহার রাজধানী। বোর্টন, নিউ-ইয়র্ক, ফিলেডেলফিয়া প্রভৃতি বিখ্যাত নগর আছে। স্বর্ণ, সিল, তাম্র, লৌহ, পাতুরেকয়লা, ও লবণের আ-
কর আছে। স্বতন্ত্র পর্বতীয় স্থান তিন জমি সকল

প্রায়ই উর্বরা। কৃষিকার্য্য উত্তমরূপে নির্বাহ হইয়া থাকে। এই রাজ্যের পূর্বাংশে অধিকাংশ জমি চরা; মধ্যদেশে শস্যাদি ও দক্ষিণাংশে তুলা, চিনি, তমাকু উৎপাদিত হয়। অত্রস্থ লোকেরা হোএল ও অন্যান্য মৎস্তাদি পরিয়া বাৎসরিক প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা উপার্জন করে।

ইহারা শিল্পকর্মের ক্রমশই ত্রীবৃদ্ধি করিতেছে, এবং আপনাদিগের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রায় আড়াই কোটি টাকার দ্রব্য প্রস্তুত করে।

দেশের অভ্যন্তরে সাড়ে তিন সহস্র মাইল দীর্ঘ খাল দ্বারা উত্তমোত্তম নদী সকল পরস্পর সম্মিলিত ও রেল-রোড থাকায়, ব্যবসায় কার্য্য উত্তমরূপে চলে। ইহারা বাণিজ্য বিষয়ে প্রায় ইংরাজদিগের সমতুল্য, এবং ত-দ্রূপ নানা স্থানে গতিবিধি করিয়া থাকে। স্বদেশে বাৎসরিক ৪২ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি করে, এবং এ-খানহইতে তুলা, তমাকু, মৎস্ত, শস্য প্রভৃতি ৩৪ কোটি টাকার দ্রব্য রফতানি করে। ইহার রাজস্ব শালিয়ানা হয় কোটি টাকা। রাজ্য রক্ষার্থে ৬২৮৩ সৈন্য আছে। ইহার প্রত্যেক প্রদেশে প্রজা প্রভুত্ব শাসন প্রচলিত, এবং স্ব স্ব রাজ্যের নিয়মাদি তত্ত্ব রাজ্যদ্বারা নিষ্পন্ন হয়। বাণিজ্য, দেশরক্ষা, ও সাধারণ হিতকর বিষয় সংক্রান্ত কনগ্রেস নামক মহাসভা হয়। তথায়

ঐজেক রাজ্য স্ব স্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। ইউনাইটেড্‌ স্টেট্‌স্‌নীর অত্যন্ত স্বাধীনতা ও অর্থভিলাষী, সাহসিক, বলবান, কস্মী, পরিশ্রমী, বুদ্ধিজীবী, এবং পৃথিবীস্থ সমুদায় জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিমান করিয়া থাকে। ইহাদিগের স্ত্রীজাতিরা সাতিশয় আদরণীয় হয়, এবং পুরুষবৎ চিকিৎসা, বাণিজ্য, ও শিক্ষকতা দি কার্য্য নির্বাহ করিয়া থাকে। আক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাদিগের দক্ষিণরাজ্য সমূহ মধ্যে অদ্যাবধি দাস ক্রয় বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত আছে। তথায় প্রায় ত্রিশ লক্ষ ক্রীত দাস দেখা যায়। এই রাজ্য প্রথমতঃ ইংরাজ কর্তৃক বাসিত হইয়াছিল, এবং বহুকালাবধি এই দেশ ইংরাজদিগের অধীনে ছিল। কিন্তু ১৭৮৩ খ্রীষ্টীয় অবধি ইহারা স্বাধীন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত লোকদিগের বিদ্যাবিসয়ে সাতিশয় অল্পরূপ আছে। উচ্চশিক্ষার্থে অনেক কলেজ আছে, অপর সাধারণের পক্ষাংশ লোক শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না। কোন কোন প্রদেশে বিদ্যা শিক্ষা নিষিদ্ধ কর, কোন কোন স্থানে ভূমি নির্দ্ধারিত আছে, তাহার উপস্থিত হইতে বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হয়। স্ত্রীজাতিরা অধিক স্নেহবতী, এবং সম্মানদিগের প্রতিপালনে বিশেষ যত্নবতী। তজ্জন্য ইহারা বালকদিগের শিক্ষার্থে নিযুক্ত হয়।

টেক্সাস।

পূর্বোক্ত রাজ্যের পশ্চিম। ইহার পরিমাণ ফল তিন লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষ। এই দেশে বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর আছে। জমি উর্বরা; শস্য, তুলা, তামাকু, প্রভৃতি উৎপত্তি হইয়া থাকে। আফ্রি, ইহার রাজধানী।

মেক্সিকো।

ইউনাইটেড স্টেট্‌সের দক্ষিণ এই রাজ্য। ইহার পরিমাণ ফল দশ লক্ষ ইং মাং। লোকসংখ্যা ৬০ লক্ষ। রাজধানী, মেক্সিকো। এই দেশ অত্যন্ত উচ্চ; জমি অতিশয় উর্বরা। অত্রস্থ লোকদিগের কৃষিক্ষেত্র বিশেষ ব্যুৎপত্তি নাই। কিন্তু ইহার স্থান বিশেষে উষ্ণতার ম্যুনাতিরিক্তভাবেশতঃ ভিন্ন ভিন্ন কটিবন্ধের ভিন্ন ভিন্ন শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার আবশ্যকীয় সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে সমর্থ, এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, চিনি, নীল, লবণ, মাংস, চর্ম, সালসা, জোলাপ, কাফি ইত্যাদি, চারি কোটি টাকার দ্রব্য রফতানি করে। তুলা, পশমীবস্ত্র, লৌহাস্ত্র, ও যন্ত্রাদি, পারদ, রেসম ইত্যাদি, তিন কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি করে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সিসা, টিন ইত্যাদির খনি আছে। এতন্মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য অধিক

পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার রাজস্ব দুই কোটি টাকা। রাজ্য রক্ষার্থে ২৬০০০ সৈন্য আছে।

গোয়াটিমালা

রাজ্য	রাজধানী
গোয়াটিমালা	গোয়াটিমালা
সান্সালভেডর	সান্সালভেডর
হগুরস	কমায়েগুয়া
লাইকারাগোয়া	লিয়ন
কাঠারিকা	সালজোম

এই পাঁচটি স্বাধীন রাজ্য মিলিত হইয়া এই রাজ্য হয়। ইহার পরিমাণ ফল দুই লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা বিশ লক্ষ। ভূমি সকল ফলশালী। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ প্রভৃতি ধাতুর খনি আছে। তুলা, চিনি, নীল মসলা, মেহাগিনি কাষ্ঠ প্রভৃতি এই স্থান হইতে প্রেরিত হয়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ।

কুবা, হেটা, জামেকা, বাহামা, দ্বীপসমূহ প্রভৃতি কতিপয় দ্বীপকে এই উপাধি দেওয়া হয়। ইহার পরিমাণ ফল

এক লক্ষ ইং মাং । লোক সংখ্যা পঁয়ত্রিশ লক্ষ । এই
দ্বীপ সমূহে অধিকাংশ কাক্রি জাতি বাস করে । ইহা-
দিগের মধ্যে কতকগুলি ক্রীতদাস ও কতকগুলি স্বাধীন
অবস্থায় আছে । হেটী নামক স্থান কেবল কাক্রিদিগের
অধীন । তথায় শুভ্রকাস্তুরা বসবাস করিতে পারেন না ।
ইহার জমি সকল সাতিশয় শস্যশালী । লোকেরা কৃষি-
কর্মে পারগ । চিনি, তুলা, নীল প্রভৃতি এই স্থান হইতে
প্রেরিত হইয়া থাকে ।

দক্ষিণ আমেরিকা ।

ইহার পরিমাণ ফল পঁয়ষাট লক্ষ ইং মাং । লোক
সংখ্যা এক কোটি চল্লিশ লক্ষ । এই খণ্ডের জমি সমস্ত
অতিশয় উর্বর । এখানে উষ্ণ ও মধ্য কটিবন্ধের অনেক
ফসল উৎপত্তি হয় । স্বর্ণ, রৌপ্য, সীস, তাম্র, পারদ প্র-
ভৃতি ধাতুর আকর আছে । এই খণ্ড হইতে মুক্তা ও পা-
রদ ইউরোপে প্রেরিত হয় । ইহা পশ্চাৎলিখিত রাজ্যে
বিতক্ত ।

লোক সংখ্যা

পরিমাণ কল	২২ লক্ষ
৩৮০০০০ ইং মাং	১১১ লক্ষ
৭৭৪০০০ ঐ	৬ লক্ষ
৩২৫০০০ ঐ	১৪ লক্ষ
৫২৪০০০ ঐ	১৭ লক্ষ
৩১৪০০০ ঐ	৬ লক্ষ
১০০০০০০ ঐ	৭৫ লক্ষ ৬০ হাজ
২৩০০০০০ ঐ	১ লক্ষ ৪০ হাজার
১২০০০০০ ঐ	২ লক্ষ ৬০ হাজার
৭৪০০০০ ঐ	২০ লক্ষ
১২০০০০০ ঐ	১ লক্ষ ২০ হাজার
৩৮০০০০০ ঐ	১২ লক্ষ
১৪৪০০০০ ঐ	

রাজধানী
বগোটা
কারাকাস
কুইটে
মিনা
টুইইশাখা
বুইনসআইয়স
রাইওজেনেরা
সটিউভিডো
আসনস্
কর্জটোউন
সেটজুলিয়ন
স্যান্টিয়াগো

রাজ্যের নাম
নিউগ্রেনোভা
ভিনিজিউন
ইকুমাডর
পিরু
বোলিভিয়া
মাল্গাটা
ব্রাজিল
বাণ্ডাওরিয়ন্টাল
পারাগোএ
গায়ানা
পাটোগোনিয়া
চিলি

আফ্রোসিয়া

পূর্বলিখিত আসিয়া ও আফ্রিকার অন্তর্গত দ্বীপ তিন, ই-
ণ্ডিয়ন ও পাসিফিক মহাসাগরস্থ দ্বীপ সমূহকে আফ্রোসি-
য়া অর্থাৎ দক্ষিণ আসিয়া কহে। এই দ্বীপ সমূহের
পরিমাণ ফল ৪২ লক্ষ ইং মাং। লোক সংখ্যা অনুমান
৫০ লক্ষের অধিক। এই খণ্ড মধ্যে আফ্রোসিয়া, ভানডি-
নানলও, পাপুয়াদ্বীপ, নিউজিলও, সলমনদ্বীপ সমূহ ইহা-
রই প্রধান রূপে গণ্য। ইহাদিগের সর্বাপেক্ষা আফ্রো-
সিয়া দ্বীপ অতীব বৃহৎ। ইহার পরিমাণ ফল ত্রিশ লক্ষ
ইং মাং। এই মহাদ্বীপের তীরস্থ প্রদেশ মাত্র নিরীক্ষিত
হইয়াছে, কিন্তু ইহার মধ্যবর্তী দেশ সমূহ অদ্যাবধি
সম্পূর্ণরূপে অনুসন্ধান করা হয় নাই। ইহার ভূমি স্থানে
স্থানে উর্বরা ও স্থানে স্থানে মরু। যৎকালে এই দ্বীপ
প্রকাশিত হয়, তখন ইহাতে কোন খাদ্য শস্য বা ফল
ছিল না, এবং মনুষ্যোপকারী কোন জন্তু দেখা যাইত না।
কিন্তু এক্ষণে ইহাতে নানাবিধ শস্য ও উপাদেয় ফলাদি
উৎপাদিত হইতেছে, এবং গো, মেঘাদি অনায়াসে প্রতি-
পালিত হইতেছে। লৌহ, রৌপ্য, সিনা, বিশেষতঃ তাম্র
ও স্বর্ণ পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই স্থানে
কয়েক বৎসর পূর্বে কোটি কোটি টাকার স্বর্ণ খণ্ড পা-
ওয়া হইয়াছে। ইহার আদিমবাসীরা কাফির ন্যায়

আকৃতি বিশিষ্ট, কিন্তু তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ খর্ব্বাকার। পুরুষেরা নগ্ন অর্থাৎ উলঙ্গ, স্ত্রীজাতির। যৎস্বল্প চর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানচ্ছাদন মাত্র করে। অধিকাংশেরই বাসোপযোগী গৃহ নাই। ইহারা আহারাদি নানান স্থানে পর্যটন করিয়া বেড়ায়। রাত্রিকালে অগ্নি জালিয়া যামিনী যাপন করে। সমুদ্র তীরবাসীরা এক প্রকার কাঠময় গৃহে অবস্থিতি করিয়া থাকে, এবং মৎস্য ধরিয়। জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। শিল্পকার্য্য মধ্যে ইহাদিগের স্ত্রীলোকেরা বৃক্ষ বিশেষের ছোটা লইয়া, মৎস্য পরিবার এক প্রকার জাল বুনিতে পারে, এবং প্রস্তুত থণ্ড ঘর্ষণ করিয়া ছেদনাথ অস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারে।

আউলিয়ানরা সর্প, কীট, পতঙ্গাদি ও নরমাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা বুদ্ধিজীবী, শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সুন্দর রূপে লেখা পড়া করিতে পারে। পরিশ্রম করিতে কোন ক্রমেই ইচ্ছুক নহে। ইহাদিগের দল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। এরূপ কথিত আছে, যে ইহারা সুনাপার্টী সন্তান সন্তে অন্য সন্তান হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করে। ইংলণ্ডীয় যে সমস্ত ব্যক্তি দোমের নিমিত্ত দেশান্তর যাইবার অমুজ্জা প্রাপ্ত হইত, তাহারা তথা হইতে এই দ্বীপে প্রেরিত হইত। কিন্তু তদনন্তর ক্রমশঃই তথাকার ভদ্র লোকেরাও বসতি করিতে লাগিল। এক্ষণে এই স্থানের লোক সংখ্যা পাঁচ লকের অধিক হইবে।

ইংরাজাধীন অষ্ট্রেলিয়া। এই কয়েক খণ্ডে বিতক্ত হইয়াছে।

নিউসোথ ওয়েল্‌স

সিডনি

ভিকটোরিয়া

মেলবরন

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া

আডিলেড

পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়া

পার্থ

ইহাদিগের মধ্যে নিউসোথ ওয়েল্‌স সর্ব বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ।

এই স্থান হইতে পশম, চৰ্ম্ম, পাঠ, হোএলের তৈল ইত্যাদি প্রায় তিন কোটি টাকার দ্রব্য প্রেরিত হয়, এবং মদ, তামাক, চা, তুলা, রেসমী বস্ত্র ইত্যাদি আড়াই কোটি টাকার দ্রব্য আনীত হইয়া থাকে।

ভার্মাণিয়ানলণ্ড

হোব্রটোন

নিউজিলণ্ড

উদ্ভিদ।

এই পৃথ্বী জগদীশ্বর কর্তৃক বৃক্ষ, তৃণ, গুল্মাদি দ্বারা সুশোভিত হইয়াছে। কীবগণ, ফল, মূল, তৃণাদি দ্বারা প্রাণ ধারণ করিতেছে। মানবগণ পরীক্ষা দ্বারা উহাদিগের গুণাবগত হইয়া তাহাহইতে ঔষধাদি প্রস্তুত করিতেছেন, এবং সুখ স্বচ্ছন্দতা নিমিত্ত কাঠ, রজ্জু, বর্ণ, বস্ত্রাদি প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতেছেন।

বৃক্ষ, তৃণ, গুল্মাদি উৎপন্ন করণার্থ বায়ু, আলোক, উত্তাপ, ও জলের আবশ্যক হয়। এই সকল বস্তু সর্বত্র

সমান থাকিলে, সকল স্থানেই এক প্রকার শম্ম উৎপত্তি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু ইহাদিগের, বিশেষ শেষদ্বয়ের অর্থাৎ উত্তাপ ও জলের, স্থানাতিরিক্ততাতেই স্থানে স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শম্ম, ও তাহাদিগের স্থানাধিকা দৃষ্টিগোচর হয়।

উষ্ণকটিবন্ধে সূর্য্যের অতিশয় উত্তাপ ও অধিক বৃষ্টি হওয়ায়, সে স্থানে বৃক্ষ তৃণাদির তেজস্বিতা ও সংখ্যার^৩ আধিকা দেখা যায়; এবং ক্রমশঃ মধ্য ও হিমকটিবন্ধে হিমের প্রাধান্য বশতঃ তাহাদিগের দুর্বলতা ও সংখ্যার হ্রাসতা দৃষ্টিগোচর হয়। পরন্তু কেন্দ্রদ্বয়ের নিকট তৃণাদি পর্য্যন্তও নয়নপথে পতিত হয় না।

আধার বিশেষে সূর্য্যরশ্মির উত্তাপের স্থানাধিকা হয়। যদি সূর্য্যের তেজঃ হাটকা বহুর মধ্য দিয়া নিঃসৃত হয়, তবে তাহার উত্তাপের স্থানতা জন্মে। একারণ পৃথ্বী ইহাতে উর্দ্ধে গমন করিলে, যদিও সূর্য্যের অধিক নিকটস্থ হওয়া যায়, কিন্তু তত্রতা বায়ু স্রঙ্খ হওয়াতে সে স্থানে উত্তাপের অল্পতা বোধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত কারণ বশতঃ পর্ব্বতাদির শৃঙ্গে অধিক উত্তাপের অভাব হইয়া থাকে। তজ্জন্য উষ্ণকটিবন্ধস্থ পর্ব্বতাদির উন্নতানত স্থানে মধ্য ও হিমকটিবন্ধের শম্ম উৎপন্ন হয়, কিন্তু অত্যন্ত উচ্চ শৃঙ্গে কেন্দ্রদ্বয় সম্মিহিত স্থানের ন্যায় কদাপি তৃণাদির জন্ম সম্ভবে না।

যে স্থানে মনুষ্যের যত্ন ভিন্ন যে কোন শস্য উৎপন্ন হয়, সেই স্থানকে তাহার আদি স্থান কহা যায়। মান-বগণ ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, ও জলসেচনদ্বারা আদি স্থান ভিন্ন শস্যাদি উৎপাদন করিতে পারে, কিন্তু তাহা সর্বশেষ যত্ন ভিন্ন প্রাপ্ত করিতে সমর্থ হয় না।

কৃষিবিদ্যা ও কৃষিকৰ্ম্ম প্রভাবে যাদৃশ শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, স্বভাবতঃ হইলে তাহার অনেক অংশে স্থান হয়। স্বভাবতঃ যে সকল শস্যাদি মনুষ্য আহারের অ-গোণ্য তাহাও কৃষিকৰ্ম্মাদি দ্বারা অতি উপাদেয় হই-তেছে।

এক্ষণে আমরা সমুদায় বৃক্ষজাতির নির্দিষ্ট স্থান এস্থলে না লিখিয়া বাহা প্রাণিসমূহের আহার ও সুখ স্বচ্ছন্দতা নিমিত্ত ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাই নিম্নে লিখিলাম।

ধান্য।

অধিকাংশ লোকের প্রধান আহার কেবল অন্ন। ইহা দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। আসিয়া মহা-খণ্ডে,—চীন, হিন্দুস্থান, এবং তম্বকটস্থ দ্বীপ সমূহ, জে-পানরাজ্য, এবং বর্ম্মা ; আফ্রিকাখণ্ডে,—মেডাগা-স্কর দ্বীপ, মোজাম্বিক, গিনি ; আমেরিকাখণ্ডে,—ইউ-নাইটেড স্টেট্‌স ; এই সমস্ত স্থানে ইহা উৎপন্ন হয়, এবং

তত্ত্বা নিবাসী লোকের ইহাই প্রধান আহারীয় দ্রব্য। ইহা উষ্ণকটিবদ্ধেই জন্মে, একারণ অন্যত্র নিবাসী লোকেরা এই সকল স্থান হইতে লইয়া গিয়া ব্যবহার করে।

ধানের সুফল হওন জন্য অতিরিক্ত উদ্ভাপ ও জল আবশ্যক হয়, এজন্য সর্বত্রই সমান হয় না। হিন্দুস্থান রাজ্যের কোন কোন স্থানে বপন ভিন্নও ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যব।

ইহা হিমকটিবদ্ধে অর্থাৎ শীতপ্রধান দেশেই উদ্ভব-রূপ জন্মে। ইহার উত্তরাংশে অন্য কোন শস্যই উৎপন্ন হয় না। তত্ত্ব লোকেরা মাংসাহারী, কেবল মাংস দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করে। শস্যাদি আহার করিতে হইলে অন্যত্র হইতে আনিয়া লয়। যবের আবাদ উষ্ণ দেশে করিতে হইলে শীত ঋতুতেই করিতে হয়।

গম।

মধ্যকটিবদ্ধ ইহার উৎপত্তি স্থান। ইহা আমেরিকা খণ্ডে,—চিলি, ও রায়েওডিলান্টা; এবং উই-

রোপখণ্ডে,—ব্রিটিস দ্বীপ, নরওয়ে, রুসিয়া প্রভৃতি স্থানেই উদ্ভবরূপ জন্মে।

রাই।

ইহা হিমপ্রধান দেশে উৎপন্ন হয়। ইউরোপীয় তৃতীয়াংশ লোক প্রায় রুটি করিয়া ইহা ব্যবহার করিতে থাকে।

জই।

ইহা যবের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হয়। ইহার অধিকাংশ ঘোড়ার খাদ্য। ইউরোপীয় দুঃস্থজনেরাও ইহাতে রুটি প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করে। নরওয়ে, সুইডেন, রুসিয়া, জার্মেনি, ব্রিটিস দ্বীপ প্রভৃতি ইহার উৎপত্তি স্থান।

জনার বা মক্কা।

ইহা উষ্ণ ও মধ্যকটিবন্ধেই সর্বোৎকৃষ্ট হয়। দক্ষিণ আমেরিকা হইতে সর্বদেশে বিস্তৃত হইয়াছে। অধিকাংশ লোক ইহাতে রুটি প্রস্তুত করিয়া আহার করে। কোন কোন স্থানে কাঁচা অবস্থাতেও ভক্ষিত হয়। হিন্দু স্থানের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, এবং ইউরোপের পূর্বাংশে, আর

আফ্রিকার উত্তর পশ্চিম স্থানে, ইহার উৎপত্তি হয়।
আমেরিকার জনারই সর্বাশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য।

দেধান।

আমেরিকা, হিন্দুস্থান, ইউরোপের দক্ষিণ ও মধ্যস্থিত
দেশে ইহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। মক্কা গাছের ন্যায়
৩৪ হাত উর্দ্ধ ইহার গাছ হয়। ইহাতে ময়দা প্রস্তুত
করিয়া দুঃখী লোকেরা আহার করে, এবং অশ্ব, শূকর, ও
কক্ক টদিগের খাদ্যার্থে ইহার চাম্ব কবা হয়।

সাপ্ত।

খর্জুর বৃক্ষ সদৃশ এক গাছের মাজ চালিয়া সাপ্ত প্রস্তুত
করা হয়। ইহার তীব্র নিউগিনী দেশের লোকের প্র-
ধান আহারীয় দ্রব্য। ইহাতে রুটি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার
করা হয়।

আরকুট।

হরিদ্রার ন্যায় ইহা এক প্রকার মূল। হরিদ্রাবৃক্ষবৎ ইহার
গাছ হয়। আমেরিকায়, ওয়েস্টইণ্ডিস্ ও হিন্দুস্থানে ইহার
অধিক আবাদ হয়। ইহাতে পাল প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার

করে আরকট ও সাণ্ড লঘুপথা নিমিত্ত রোগী ও বাল-
করাই অধিক ভক্ষণ করিয়া থাকে।

কুটির গাছ।

ইহা কাঁটাল জাতীয় বৃক্ষ। ইহাতে ক্রমাগত ৮।৯ মাস ফল
থাকে। ৪টা বৃক্ষের ফলে এক জনের সম্বৎসরের আহা-
র ফলে। ঐ ফল পাক করিয়া আহা-র করা হয়। ইণ্ডিয়ন এবং
পাসিফিক মহাসাগরস্থ দীপ সমূহে এই বৃক্ষ উদ্ভূত জন্মে।

কলা।

আসিয়ার দক্ষিণ খণ্ড ইহার প্রথম উৎপত্তি স্থান।
সকলটিবন্ধেই উদ্ভূত ফসল হয়। ইহা অতিশয় পুষ্টিকারক,
দেহ তাল্ল যত্ন ও পরিশ্রমে স্বল্প স্থান মধ্যে অধিক জন্মিয়া
থাকে।

আলু।

ইহা নানাবিধ; তন্মধ্যে গোলআলুই সর্বদেশে ব্যব-
হার হইয়া থাকে। ইহা দক্ষিণ আমেরিকার ফসল।
যদিও হিমপ্রধান দেশে জন্মে, কিন্তু এক্ষণে সকল স্থা-
নেই উৎপন্ন হইতেছে; এবং কোন কোন স্থানীয়
লোকদিগের ইহাই প্রধান খাদ্য দ্রব্য। রাজা আলু:

হিন্দুস্থান, ইউনাইটেড্ স্টেট্‌স্, স্পেন, পর্তুগালে এ
পাসিফিক সাগরস্থ দ্বীপ সমূহে উত্তমরূপে জন্মে।

নারিকেল।

ইহা উষ্ণকটিবন্ধের ফসল। দক্ষিণ আমেরিকাই ইহা
প্রথম উৎপত্তি স্থান। হিন্দুস্থানের দক্ষিণাংশ লক্ষ্যে ই
ণ্ডিয়ান মহাসাগরের দ্বীপ সমূহেই অধিক ফলে।

খজ্জুর।

আফ্রিকার উত্তরাংশ ও আবেবিয়াতে উত্তমরূপে জন্মে
তদ্রস লোকেরা সুস্বাদ বলিয়া প্রধান খাদ্য রূপে ব্যব
হার করিয়া থাকে। ইহা শুভে পাক করা হইলে দি
গুথেজুর বলিয়া অগ্ন্যদেশে বিক্রয় হয়। এতদেশী
খজ্জুর অতিশয় ক্ষুদ্র তাহা প্রায় পক্ষিতেই ভক্ষণ করে।

চিনি।

মধু, অজ্জুর, দেধান, মক্কা, আলু, মানাবক্ষ, ও অ-
ন্যান্য মিষ্ট ফল, ইক্ষু, খজ্জুর গাছ, ও মূলা সদৃশ বীট
নামক মূল ইহাতে চিনি প্রস্তুত হয়। বিশেষতঃ নিম্ন-
লিখিত কয়েক বৃক্ষ ও মূল ইহাতে অধিক পরিমাণে প্রাপ্ত
হওয়া যায়। ইক্ষু; (১)—চিনি, হিন্দুস্থান, ও জাভা প্রদেশ,

আমেরিকা, ব্রেজিল, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, এবং ওটাহিটি দ্বীপ, ও বর্নারাজো বাৎসরিক অশ্ব্যন ৫৬৫৮৭৫০০ মন চিনি প্রস্তুত হয়। খর্জুর ; (২)—এতদেশে খর্জুর রস হইতে যে গুড় হয়, তাহা ইক্ষুগুড় অপেক্ষা অল্প দামী। এই বৃক্ষ আসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণকটিবন্ধে উত্তমরূপে জন্মে। ইহা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ২৭। লক্ষ মন চিনি প্রস্তুত হয়। বিটমূল ; (৩)—ইউরোপ খণ্ডের ফ্রান্স, জর্মেনি, রুসিয়া, বেলজিয়াম, ও আমেরিকার ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ সমূহে বিট হইতে প্রায় ৪৫২০০০০ মন চিনি প্রস্তুত হয়। তাহা কিঞ্চিৎ অল্প মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। মাপল ; (৪)—উত্তর আমেরিকার মাপল নামক বনা বৃক্ষ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৫৬৫০০০ মন চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তুলা।

শাঠমলি, ও কার্পাস বৃক্ষ হইতে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাঠমলি বৃক্ষ বহুকালস্থায়ী ও বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট হয়। কার্পাস তিন বৎসরের অধিক জীবিত থাকে না। চীন, হিন্দুস্থান, আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেটস, বেক্সিকো, ও আফ্রিকার কোন কোন স্থান, এবং হিন্দু-সাগরস্থ দ্বীপ সমূহে অধিক জন্মিয়া থাকে। ইহা অতি মূল্যবান।

চা।

চা এক বৃক্ষের পাতা। ইহার গাছ ৩।৪ হাত উর্দ্ধ হয়। অধিকাংশ সভ্যজাতিরাই ইহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। চীন, জাপান, কুমোয়ুন, ও আশামে ইহা উত্তমরূপ জন্মে। চা কেবল সিদ্ধ করিয়া অথবা তাহার সহিত চুন্ধ ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করা হয়। পৃথিবীস্থ প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোক ইহা ব্যবহার করে। পেরাগোয়ে দেশের এক প্রকার বন্য বৃক্ষের পাতাকে পেরাগোয়ে চা বলিয়া দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় এক কোটি লোক পান করে।

কাফি।

আরবিয়া ও আফ্রিকার পূর্বাংশে উত্তমরূপ কাফি প্রস্তুত হয়। প্রায় দশ কোটি লোক এই বৃক্ষের ফল ভাজিয়া চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলদ্বারা তাহার কং বাহির করিয়া পান করে। কিন্তু অল্প লোক এই বৃক্ষের পাতার কং বাহির করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে। চা এবং কাফি ছুর্দলদিগের, বিশেষতঃ প্রাচীনদিগের বিশেষ উপকারী।

মসলা ।

ইহা ঔষধে, এবং তায়ুল ও বাঞ্ছনাদি সুস্বাদ কর-
ণার্থ অধিক ব্যবহার হয় । অধিকাংশ মসলা ভারত ও
পাসিফিক সাগরের মধ্যস্থিত দ্বীপ সমূহে উৎপন্ন হয় ।
একারণ ইংরেজেরা ঐ দ্বীপ সকলকে মসলা দ্বীপ কহে ।
ইহা উষ্ণপ্রধান দেশের ফসল, এজন্য কতিপয় নির্দিষ্ট
স্থান ভিন্ন অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না ।

তমাক ।

আমেরিকার টবাগো নামক দ্বীপ ইহার আদি উৎ-
পত্তি স্থান, একারণ ইহাকে তমাক কহে । উষ্ণপ্রধান
দেশের নিম্নভূমিতে ইহার আবাদ হয়, কিন্তু আমেরি-
কায় সর্বাপেক্ষা উত্তম জন্মে । ইহার পাতা, চুরট এবং
গুড়াক্ত করিয়া প্রায় সকল দেশে ব্যবহার করে । এবং
কেহ কেহ ইহা চূর্ণ করিয়া নস্রা করে, কেহ বা অগ্নি
সংযুক্ত করিয়া ইহার ধূম পান করে ।

অহিফেন ।

ইহা পোস্তা ফলের আটা হইতে প্রস্তুত হয় । হিন্দু-
স্তান, পারস্ত, টর্কি প্রভৃতি স্থানে যথেষ্ট পরিমাণে জন্মে ।

ভূতদেশীয় ও চীন দেশের লোকেরা ইহা অত্যন্ত ব্যবহার করে। ইহা দ্বারা গুলি, ছুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য প্রস্তুত হয়। প্রায় চল্লিশ কোটি লোক অহিংসে ব্যবহার করিয়া থাকে।

আর এক রূপ বৃক্ষ আছে, তাহার পাতাকে সিদ্ধি, জটাকে গাঁজা, এবং আটাকে চরস কহে। আসিয়া খণ্ডের হিন্দুস্থান, আফগান স্থান, পারস্য, আরব, ও টর্কিতে; আমেরিকায়, ব্রেজিলে; এবং আফ্রিকার স্থানে স্থানে; ইহার উৎপত্তি হয়। ঐ স্থানীয় লোকেরা সিদ্ধিকে পেষণ, গাঁজা এবং চরসকে অগ্নি সংযোগ অথবা মাজুনের মায়া অন্যান্য সুস্বাদ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করে। এতদ্রূপে প্রায় ২০৩০ কোটি লোকের ব্যবহার্য্য হয়।

সুরা।

গুড়, ধান্য, আঙ্গুর, মোফল, এবং খর্জুর, ও তালের রস, এবং ঘোটক দুগ্ধ ইত্যাদি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন সুরা প্রস্তুত হয়। খ্রিস্টান ও অসভ্যজাতির মধ্যে সুরা পান অধিক প্রচলিত।

মাদক দ্রব্য পানে আপাততঃ মনের প্রফুল্লতা জন্মায় কিন্তু কাল বিলম্বে ইহা অনেক রোগপ্রসূতির এবং মনো-

মালিনোর প্রধান কারণ হইয়া উঠে। অধিক মাত্রায় পান করিলে, অনতি দীর্ঘ কালেই ইহার ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। ফলতঃ ঔষধস্থল ভিন্ন ইহার ব্যবহার কেবল অসভ্যতার চিহ্ন মাত্র।

সকল মাদকের মধ্যে সুরা যাদূশ আশু আনন্দদায়ক তরুণ সাতিশয়^১ অনিষ্টজনক। ইউরোপীয় জাতিরা সর্বাপেক্ষা সুশিক্ষিত এবং সভ্য হইয়াও কেবল ইহার বাধ্য থাকায়, নানাবিধ দুঃখভোগী ও অশেষ প্রকার দুঃস্বপ্নশালী হইতেছেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্রকারেরা সুরাকে গুরুতর অপকারক বলিয়া ইহার ব্যবহার এককালে রহিত এবং সুরাপানকে মহাপাপজনক বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডের কতিপয় ব্যক্তি ইদানী নদ্রিকা হইতে এক কালে ক্ষান্ত হইয়াছেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে অন্ব্যদেশে ক্রমশই ইহার উন্নতি হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ যৎকালীন মানবগণ মাদক দ্রব্য সেবনাপেক্ষা জ্ঞানানুশীলন বা সংকল্পানুষ্ঠানে অধিক সুখ বোধ না করিবেন, তদবধি মদ্য পান হইতে ঐ ক্ষান্ত হইবেন, তাহার সম্ভাবনা নাই।

ইতর প্রাণী।

এই ভূমণ্ডলে চৈতন্যাবিশিষ্ট যত জীব জন্তু অবস্থিতি

করে, তাহারা হুল, জল, এবং বায়ুতে, সর্বদা চরা করাতে, ভূচর, জলচর, খেচর, উভচর উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। জীব মধ্যে মনুষ্যই সর্বপ্রধান এবং সকল স্থানে বাস করিবার নিমিত্ত উপযুক্ত শরীর প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহারা সাতিশয় উষ্ণ অথবা অতিরিক্ত হিম সহ্য করিতে অনা-
য়াসে সক্ষম হয়েন। ইতর প্রাণীরা তদ্রূপ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই।

আমরা কতিপয় প্রধান জীবদিগের স্বভাব ও নির্দিষ্ট বাস স্থান মাত্র এস্থলে লিখিলাম, যাঁহারা অধিক অবগত হইতে বাসনা করিবেন, তাঁহারা জীবসম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন।

অধিকাংশ জীব গণ ভূগাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। তজ্জন্য উষ্ণকটিবন্ধে ইহাদিগের আদিকা ও হিম-
কটিবন্ধে স্থানতা দৃষ্টিগোচর হয়।

স্তন্যপায়ী জন্তুরাই সর্বপ্রধান বলিয়া গণ্য। ইহারা ১২৬৭ জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে কতকগুলি মৎস্যাকৃতি, যথা হোয়েল, এবং কতকগুলি পক্ষ্যাকৃতি যথা বাহুড়। ইহা ত্রিশ প্রায় সকলেই ভূচর ও চতুষ্পদ; হিংস্রক জাতির ৭৩১ সংখ্যা। আসিয়া ৬৩, আমেরিকায় ২৮৯, আফ্রিকায় ৯৬, আট্টলেসিয়ায় ০ এবং ইউরোপে ৬৪ প্রকার জাতি বাস করে।

হিংস্রক জন্তু মধ্যে সিংহ সর্বপ্রধান। ইহা কেবল

আসিয়া ও আফ্রিকার উষ্ণপ্রধান দেশে বাস করে।

গো, মেঘ, ছাগ, হরিণ, উষ্ট্র, কেমিলিয়াপার্ড, প্রভৃতি জন্তুগণকে রোমস্থ অর্থাৎ জাওয়ারকাটা জন্তু কহে। ইহাদিগের আহার ধারণার্থ চারিটা স্থলী আছে; তন্মধ্যে প্রথম তিন স্থলীতে ভুক্তবস্ত্র সঞ্চয় করে, তদনন্তর তাহা উদ্ধার করিয়া চর্ষণ করিলে চতুর্থ পাকস্থলীতে গিয়া পরিপাক হয়।

রোমস্থ জন্তুর সমষ্টি সংখ্যা ১৫৯। তন্মধ্যে আফ্রিকায় ৭৩, আমেরিকায় ৪৮, আসিয়ায় ৩৩, আর্ক্টলেসিয়ায় এবং ইউরোপে ১৪ প্রকার জাতি অবস্থিতি করে।

অধিকাংশ রোমস্থ জন্তু মনুষ্যের বিশেষ উপকারী। ইহাদিগের দুগ্ধ পান, মাংসাহার, লোম ও চর্ম্ম, বস্ত্র ও পা দুকা নির্মাণ, শৃঙ্গ ও খুরে কোঁটা, চিরুণী প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য, ও শিরিষ প্রস্তুত হয়। ইহারা জবাদি বহন করিতে পারে এবং যে স্থানে মনুষ্যেরা বাস করে, প্রায় সেই স্থানেই অবস্থিতি করিয়া থাকে। কেবল কেমিলিয়াপার্ড (ছলছল ঘোড়া) আফ্রিকায় বাস করে। ইহা সকল ভূচর জন্তু হইতে উচ্চ। উষ্ট্র, আসিয়া ও আফ্রিকায়, এবং লামা নামক উষ্ট্র ও বাইসম নামক গো জাতি, আমেরিকায় বাস করে।

হস্তী, ঘোটক, গণ্ডার, শূকর, নদ্যস্থ টাপির ইত্যাদিকে স্থলচর্ম্ম জন্তু কহে। ইহাদিগের সমুদয় জাতির সংখ্যা ৩৮।

ভ্রমধ্যে আসিয়ায় ১৭, আমেরিকায় ৪, আফ্রিকায় ১৫, আষ্ট্রেলিয়ায় ০ ও ইউরোপে ১ দেখা যায়। এভ্রমধ্যে অধিকাংশ পশু বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট। মনুষ্যাকৃতি প্রতিলিপিত হইলে, ইহারা বিশেষ উপকারী হয়। হস্তী ও গণ্ডার জাতি আসিয়া ও আফ্রিকাতে বাস করে। মদ্যজেরা নামক অশ্বজাতি, কেবল আফ্রিকায় অবস্থিতি করে। এবং ঘোটক অধুনা সকল খণ্ডেই দৃষ্টি গোচর হয়।

বানর জাতি।

ইহাদিগের বাসস্থান উষ্ণকটিবদ্ধ। কেবল বনমাষ্ম আসিয়া ও আফ্রিকায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বানরজাতির সর্বসংখ্যা ১৮৬ প্রকার। ভ্রমধ্যে কতকগুলি লাজুলবহীন, এবং কতকগুলি লাজুলবিশিষ্ট। আসিয়ায় ৪২, আমেরিকায় ৭৪, আফ্রিকায় ৫৫, আষ্ট্রেলিয়ায় ০, ইউরোপে ১ জাতি দেখা যায়। ইহারা কদাপি নির্দিষ্ট স্থান পরিবর্তন করে না।

দ্বিগর্ত পশু।

যে সমস্ত পশুর শাবকেরা ভূমিষ্ট হইয়া ও প্রয়োজন হইলে মাতৃ উদরস্থ এক স্থলীতে প্রবেশ করিতে পারে, তাহাদিগকে দ্বিগর্ত পশু করা যায়। ভ্রমধ্যে কাকার

নামক জন্তুই প্রধান। দ্বিগত পশুর সমষ্টি জাতি সংখ্যা ১৪০। তন্মধ্যে আসিয়ায় ৪, আমেরিকায় ৩২, আফ্রিকায় ০, আষ্ট্রেলিয়ায় ১০৫ এবং ইউরোপে ০।

দন্তহীন ল্লথ প্রভৃতি জন্তু।

ইহারা ৩৪ প্রকার জাতিতে বিভক্ত। তন্মধ্যে আমেরিকায় ২১, আসিয়ায় ৫, আফ্রিকায় ২, আষ্ট্রেলিয়ায় ৩, এবং ইউরোপে ০।

কুরিয়া খাওয়া জন্তু।

উন্দুরাদি কুরিয়া খাওয়া জন্তুদিগের জাতি সংখ্যা ৬০৪। তন্মধ্যে আসিয়ায় ১৮৫, আমেরিকায় ২৮৪, আফ্রিকায় ৪৮, আষ্ট্রেলিয়ায় ২১, এবং ইউরোপে ৬১ প্রকার। ইহারা মনুষ্যদিগের বিশেষ অগচয়কারক। ইহাদিগের মধ্যে বিবর নামক জন্তু বুদ্ধিজীবী, এবং এজন্য বিশেষ বিখ্যাত। ইহার পশমবিশিষ্ট চৰ্ম্মে সাহবদেব টুপি প্রস্তুত হয়। ইহারা আমেরিকায় বাস করে।

কতকগুলি জলচর মৎস্যাকৃতি জন্তু সম্ভ্রান্ত গ্রাসকরিয় তাহাদিগকে স্তন্য পান করায়। ইহাদিগের জাতি সংখ্যা ৭৫। তন্মধ্যে আসিয়ায় ২৯, আমেরিকায় ৪৮, আফ্রিকায় ১০, আষ্ট্রেলিয়ায় ১৩, ও ইউরোপে ২৪। এতন্মধ্যে

হোএল মংসাই সৰ্বপ্রসিদ্ধ। ইহা সকল জীব অপেক্ষা বৃহৎ, পঞ্চাশ বা ষষ্টি হাত লম্বা হয়। ইহার গাত্ৰের চরবি হইতে উত্তম বাতি প্রস্ফুট হয়।

পক্ষী।

ইহারা ছয় সহস্র জাতিতে বিভক্ত হইয়া, হিংস্রক, গায়ক ইত্যাদি রূপে ছয় শ্রেণী বদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে উক্টু নামক পক্ষীই বৃহদাকৃতিবিশিষ্ট। ইহারা চতুর্ভুজ উচ্চ, এবং আফ্রিকায় বাস করে। কনডর নামক বৃহৎ শরীরী বাজ আমেরিকায় থাকে, এবং কাকাডুয়া, স্ত্রীর প্রকৃতি পক্ষিগণ ভারত সমুদ্র দ্বীপে অবস্থিতি করে।

কীট পতঙ্গ।

উক্টুকটিবন্ধেই ইহাদিগের আধিকা দৃষ্টিগোচর হয়। তন্মধ্যে প্রজাপতি অত্যন্ত সুদৃশ্য। ইহারা ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ও আমেরিকায় যথেষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি করে। এই সকল দেশে, বিশেষ দক্ষিণ আমেরিকায় এক প্রকার জ্যোতিরিন্দ্রজ্ঞ অর্থাৎ জোনাক আছে। তাহারা রাত্তিকালে বনকে একরূপ উল্লীপ্ত করে, যে দূর হইতে দাবানল বোধ হয়। আফ্রিকায় উই নামক কীট পরিতাকৃতি বল্লুক অর্থাৎ মৃত্তিকার রাশি করে। গায়েনা দেশীয় এক প্রকার

উর্গনাভি অর্থাৎ মাকড়সা পক্ষীদিগকেও বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়। মসক ও মক্ষিকাগণ সর্বত্রই দৃষ্ট হয়। যে স্থানে মানবগণের আবাসস্থল অপরিষ্কৃত বা জলপূর্ণ হয়, তথায় অধিক সংখ্যায় বাস করে।

সরীসৃপ ।

ইহার। সর্প, কুম্ভীর, কচ্ছপ, ভেক, এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্প জাতির সংখ্যা ২৬৫, কুম্ভীর জাতি ২০৩, কচ্ছপ জাতি ৬৯, ভেকজাতি ১২০। ইহার। প্রত্যেকেই সকল স্থানে বাস করে। বিশেষ আমেরিকা খণ্ডে সর্বত্রই অধিক দেখা যায়। ইহাদিগের সংখ্যা উষ্ণকটীবন্ধেই অধিক, অন্যত্র ক্রমশঃ অভ্যাস্ত মাত্র দেখা যায়।

মৎস্য ।

ইহার। জলচর জন্তু। একারণ পণ্ডিতেরা ইহাদিগের নির্দিষ্ট স্থান বা বিশেষ বৃত্তান্ত অবগত নহেন। কতকগুলি মৎস্য ঋতু পরিবর্তন হইলে স্থান পরিবর্তন করে। ইহার। ঘহুয়া ও কতিপয় জীবের খাদ্য। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলির বিশেষ ক্ষমতা দেখা যায়। ইলেকট্রিক নামক বান মৎস্যের সংস্পর্শ মাত্রে কল্পাশ্বিত হইতে হয়। দক্ষিণ

হিন্দুস্থানে এক প্রকার বান মৎস্য আহার্য্য ভাল বৃক্ষ-
দিতে উঠিয়া থাকে। কড নামক মৎস্যের বন্ধুত্বের ঠিক
ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়। ইহা অনেক দুঃসাধ্য রোগের মহো-
পকারী দ্রব্য। এই মৎস্য উত্তর মহানাগরে দেখিতে
পাওয়া যায়।

মনুষ্য।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা জীবদিগের মধ্যে কতকগুলি বিশেষ
লক্ষণের ঐক্য দেখিলে, তাহাদিগকে এক জাতি কহিয়া
থাকেন।

এক জাতিস্থ জীব মাত্রেই এক প্রকার দ্রব্যাদি আ-
হার করে, এবং এক রূপ পীড়ার অধীন হয়। ইহাদি-
গের সন্তানগণ মাতৃগর্ভে নিয়মিত সময়ের অধিককাল
অবস্থিতি করে না, এবং নির্দিষ্ট সময়ের অধিককাল
জীবিতও থাকে না। এক জাতিস্থ জীবের স্ত্রীপুরুষ স-
ম্মিলনেই ক্রমশঃ বংশের উদ্ভব হয়, এবং যদিও কখন
কখন ভিন্ন ভিন্ন জাতির স্ত্রীপুরুষের সম্মিলনে সন্তানোৎ-
পত্তি হয় বটে, যেমন অশ্ব ও গর্দভী হইতে অশ্বভর অ-
র্থাৎ খচ্চরের জন্ম হয়, কিন্তু ঐ সমস্ত দ্বিজাতি হইতে
কখন বংশ বৃদ্ধি হয় না।

মনুষ্য মাত্রেই এক জাতি, কিন্তু ইহাদিগের পরস্পর

বর্ণ, আকৃতি এবং বুদ্ধি প্রভৃতির যে বিভিন্নতা দেখা যায়, তাহা কেবল জল, বায়ু, আহার, ব্যবসায়, সম্ভাবনা ইত্যাদি কারণের ভিন্নতা প্রযুক্তই কহিতে হইবেক। ভূবেত্তারা মনুষ্যদিগকে বুদ্ধি ও আকৃতির অনৈক্য হেতু পঞ্চম শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা কাকেসিয়ন, মঙ্গল, কাস্টি, মালাই, আমেরিকান।

কাকেসিয়ন শ্রেণী।

কাকেসিয়ন শ্রেণীস্থ মনুষ্যদিগের মস্তক গোলাকার, খুলি উচ্চ ও প্রশস্ত, ললাটদেশ বিস্তৃত এবং সূক্ষ্মা, বদন অগুরু, মুখবিবর অপ্রশস্ত, নাসিকা সুদীর্ঘ, এবং কম চোড়া, কেশ সকল কোমল, লম্বা অথচ খেলানে, বর্ণ অধিকাংশেরি শূভ্র, এবং ইহাদিগের পুরুষেরা গোঁপ ও দাড়িবিশিষ্ট। ইহারা অন্য শ্রেণীস্থ ব্যক্তি অপেক্ষা অতিশয় জীমান, বুদ্ধিজীবী, এবং বিদ্যা ও সম্ভাভায় সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কাকেসস নামক পর্বত ইহাদিগের আদি বাসস্থান, এবং ঐ স্থানহইতে ইহারা অন্যত্র বিস্তারিত হইয়াছে। যথা ইউরোপ মহাখণ্ডের লাপল্যাণ্ড ও তৎসম্বন্ধিত কতিপয় দেশ (যে স্থানে কিনেরা বাস করে) তদ্ব্যতীত সকল রাজ্য; এবং আসিয়াখণ্ডের জর্জিয়া, সারকেনিয়া,

টর্কি, আরেবিয়া, পারসিয়া, আফগানস্থান, হিন্দুস্থান, লঙ্কা ; এবং আফ্রিকার ইজিপ্ট, আবেসিনিয়া, ও বার-বেরি রাজ্য সমূহ ; আমেরিকার যে যে দেশে ইউরোপীয় লোকেরা বাস করে, সেই সকল দেশ ইহাদিগের বাস-স্থান হইয়াছে ।

মঙ্গল শ্রেণী ।

কাকেসিয়নদিগের অপেক্ষা মঙ্গলেরা খর্বাকৃতি, পি-
ঙ্গলবর্ণ, মস্তকের খুলি চতুষ্কোণবিশিষ্ট, কপালদেশ অ-
প্রশস্ত, মুখ বিস্তৃত ও চেপ্টা, নাসিকা ক্ষুদ্র ও প্রশস্ত,
ওষ্ঠাধর স্থূল, কেশসমূহ কাল বিরল, স্থূল এবং সরল ।
ইহাদিগের দাড়ি ও গোঁফ প্রায় হয় না । কাকেসিয়ন
শ্রেণীর ন্যায় ইহারা বুদ্ধিজীবী নহে, এবং বিদ্যা ও স-
ভ্যতার উন্নতি করিতে পারে না ।

ইহাদিগের আদি বাসস্থান চিনটার্টরিহ্ আন্টাই
পর্যন্ত । তথা হইতে ইহারা আসিয়াখণ্ডের রুসিয়া, চিন-
টার্টরি, চিন, জেপানদ্বীপসমূহ, ধিবেট, বর্মা প্রভৃতি স্থানে ;
ইউরোপ খণ্ডের উত্তরাংশে লাপলাণ্ড, ও তৎসন্নিহিত
দেশে (যেথায় কিনজাতি বাস করে) ; আমেরিকা খণ্ডের
উত্তরাংশে যে স্থানে ইন্ডুইয়ানদিগের বসতি সেই স্থানে
এবং গ্রীনল্যাণ্ড দ্বীপে বিস্তারিত হইয়াছে ।

আমেরিকান শ্রেণী ।

আমেরিকার নিত্যন্ত উত্তরাংশ যে স্থানে স্কুইমা-
কুরা বসতি করে, তন্নিম্ন এই মহাখণ্ডের সমস্ত আদিম
নিবাসী লোকদিগকে এই শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। ই-
হাদিগের আকৃতি ও অবয়ব প্রায় মঙ্গলশ্রেণীর ন্যায়,
বিশেষ যে ইহারা তাম্রবর্ণ, নিম্নচক্ষু এবং মঙ্গলজাতির
ন্যায় বুদ্ধিজীবীও নহে।

মালাই শ্রেণী ।

এই শ্রেণীস্থ লোকেরা পাটলবর্ণ। ইহাদিগের কেশ
কাল ও স্থূল এবং অধিক, মুখদেশ প্রশস্ত, নাসিকা ক্ষুদ্র
ও চেপ্টা, মস্তকের খুলি উচ্চ, কাফি ও আমেরিকান-
দিগের অপেক্ষা বুদ্ধিজীবী এবং সদা জলপথে গমনাগমন
করিতে অভিশয় ইচ্ছুক। বর্ম্মার দক্ষিণ মালাই দেশ এই
শ্রেণীস্থ লোকদিগের আদি বাসস্থান; তন্নিমিত্ত ইহা-
দিগকে মালাই কহে। সেই স্থানহইতে ইহারা হিন্দু ও
খ্রিস্টিক মহাসাগরের দ্বীপ সমূহে বিস্তৃত হইয়া বসতি
করিতেছে।

কাফি শ্রেণী ।

এই শ্রেণীস্থ লোকেরা কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদিগের কেশ কাল,

কোকড়া, এবং ছোট, মস্তকের খুলি দুই পাশে চাপ, এবং সন্মুখদিক লম্বা, ললাট দেশ অগ্রশস্ত নিম্ন ও হেলান, হস্তদেশ কিঞ্চিৎ দীর্ঘ, নাসিকা চোড়া ও চেপ্টা, এবং ওষ্ঠাধর স্থূল। ইহারা সকল শ্রেণী অপেক্ষা ত্রিহীন, অল্প বুদ্ধিবিশিষ্ট, এবং বিদ্যাদির কিছু মাত্র উন্নতি করে নাই।

ইহাদিগের ও আদি আমেরিকান শ্রেণীস্বদিগের মধ্যে লিখিত ভাষা প্রচলিত নাই। আফ্রিকার উত্তর ও পূর্ব কতিপয় মহাদ্বীপ, যাহা কাকেসিয়নদিগের বাসস্থান বলিয়া লিখিত হইয়াছে, তন্নিম্ন সমুদয় দেশ ইহাদিগের আদি বাস স্থান। ইহারা সেই স্থান হইতে ক্রীত, বা ছল কি বল দ্বারা গৃহীত হইয়া আমেরিকায় আনীত হয়। সে স্থানে উহারা ও উহাদিগের সন্ততিগণ দাসত্ব বা স্বাধীন অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে। হিন্দু ও পাসিফিক মহাসাগরের দ্বীপসমূহে যে এক প্রকার ক্ষুদ্রাকৃতি কাক্রিজাতি দেখা যায়, তাহাদিগকে পাপুয়ান কহে।

ভাষা জাতিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। ইহাতে দূরস্থিত ও
বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে মনের ভাব অবগত করাইতে পারা
যায় না। ইহা কেবল কথোপকথন কালীন ভিন্ন স্থায়ী
হয় না। এতদ্রূপ অবস্থায় মানবগণ লিখিত চিহ্ন (অক্ষর)
দ্বারা মনের আভিপ্রায়িক উচ্চারিত শব্দ প্রকাশ করিতে
আরম্ভ করেন। এই রূপে লিখিত ভাষার সৃষ্টি হয়।
ইহাতে মনুষ্য যে কত দূর পর্যন্ত উপকৃত হইয়াছেন,
তদ্বিষয়ে লেখনী সঞ্চালনে অসমর্থ। মহামহাবুদ্ধিজীবী
মানবগণ জীবদ্দশায় কেবল যে স্ব স্ব প্রতিবাসীবর্গের
মঙ্গল করিয়াছেন এমত নহে, স্ব স্ব মহান্ মনোভাব
লিখিত ভাষায় সংস্থাপিত করিয়া মানবমণ্ডলীকে চৈত-
ন্যকালের নিমিত্ত কৃতার্থ করিয়া গিয়াছেন, এবং পরস্পর
মহৎ ব্যক্তির ক্রমশই বুদ্ধির অলুশীলন ও প্রভাব নির্ব-
ক্ষণদ্বারা পূর্বতন বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের ন্যস্ত অবগত হইয়া
উন্নতিশালী অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছেন।

ভাষা সম্মান দুই সহস্র, তন্মধ্যে ৮৬০ শৃঙ্খলাবদ্ধ
হইয়া প্রচলিত হইতেছে। আসিয়াখণ্ডে ১৪৩, ইউরোপে
৫৩, আফ্রিকায় ১১৫, আমেরিকায় ৪২২, এবং আফ্রি-
লেসিয়ায় ১১৭, প্রকার ভাষা প্রচলিত।

অধিকাংশ লিখিত ভাষা একাদিক্রমে বামদিক হইতে
দক্ষিণদিকে লিখিত হয়। কতকগুলি দক্ষিণহইতে বাম-

দিকে, যথা হিব্রু, আরবী, পারসী ইত্যাদি; এবং চীন-দেশীয় ভাষা. উপর হইতে নিম্ন দিকে লিখিত হয়।

আসিয়াখণ্ডে,—সংস্কৃত, আরবী, হিন্দী, হিব্রু, পারসী, টর্কিস, মালাই, চীনের ভাষা; ইউরোপে,—গ্রিক, লাতিন, ইংরাজী, ফরাসী, জার্মেন, ইটালিয়ান, স্প্যানিস, পর্তুগিস, ডচ, সুইডিস, রুসিয়ান ইত্যাদি ভাষা সর্বলোক বিদিত ও নানাহান প্রচলিত হয়।

ধর্ম।

মানবগণ কার্য্য প্রত্যক্ষ করিলেই কর্তার স্বায়িত্ব মনো-মধ্যে স্বীকার করেন। এই অথও ভূমণ্ডল অবলোকন করিয়া চিন্তা করিলে অবশ্যই অসাধারণ শক্তির স্বায়িত্ব বিশ্বাসনীয় হয়; ইহাকেই ধর্মবোধ কহে। ঐ অসামান্য শক্তি আমাদিগের শুভাশুভের মূল কারণ; তাহাকে তৃপ্ত রাখিতে পাবিলেই মঙ্গলদায়ক, এবং বিপরীতাচরণ করিলেই হানিজনক হয়। যে সমস্ত কর্ম্মে তাঁহার প্রীতি জন্মে, তাহাকে ধর্ম কর্ম্ম কহে। ধর্ম কর্ম্ম দ্বারা যে কেবল ঐহিক সুখ সংভোগী হইবে এমত নহে, মানবগণ ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়া যে রূপ আকাঙ্ক্ষা-বিশিষ্ট, তাহাতে কোনক্রমেই জীবিতাবস্থায় তাহাদিগের আশাসমূহ সম্পূর্ণ হয় না, একারণ তাঁহারা পরকাল

বিশ্বাস করেন। অবস্থান্তরে ধর্মবোধ ও ধর্মকর্মের বিভিন্নতা দেখা যায়। জ্ঞানিগণ কর্তৃক পরমেশ্বর এক মাত্র, ইন্দ্রিয়ের অগোচর, সর্বশক্তিমান, নিরাকাজ্ঞী, ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস্য। তিনি এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির প্রতি যে রূপ অপার মহিমা ও আমাদিগের বুদ্ধি শক্তি প্রদানে যে রূপ অসাধারণ করুণা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে অবশ্যই মনোমধ্যে দৃঢ়তর প্রেম ও ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। জ্ঞানিগণ সৃষ্টিতত্ত্বে ও সংকল্পেই সুখ ও তৃপ্তিপূর্ণতাচরণে দুঃখ জানিয়া সর্বদা মনকে অসং পথ হইতে বিমূখ করিয়া যাহাতে সংপথানুগামী হইবেন এবং সংকল্পে মতি হয়, তাহা জগৎপাতার নিকট প্রার্থনা করেন। ইহাদিগের ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীতি হইয়াছে যে পরমেশ্বর কতিপয় নিয়মদ্বারা এই অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন। মনুষ্যজাতি যতই ঐ নিয়ম অবগত হইয়া তদনুযায়ী কর্ম করে ততই সুখসম্ভোগী হয়, একারণ তাহা অবগত হইতে বিশেষ যত্ন পায়। কিন্তু তদিতর ব্যক্তির, অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত তাদৃশ বুদ্ধিচালনা না থাকায় যে সমস্ত বস্তু সন্দর্শন করিলে আশ্চর্য্য বোধ করে, তাহা ভয় পায়, এবং যাহাদিগকে শুভাশুভের কারণ জ্ঞান করে, তাহা জড়ময় পদার্থ হইলেও চেতন জ্ঞানে তাহাদিগকে পূজা ও অর্চনা করিয়া থাকে। একারণ এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মাঝেই চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, অগ্নি, বায়ু, জল,

বৃক্ষ, পক্ষী, হিংস্রজন্তু, রোগ প্রভৃতিকে ক্ষমতাপন্ন
জ্ঞানে সুস্বাদ ও সুগন্ধময় উপাদেয় পদার্থদ্বারা পূজা
করে। ইহারা শত্রু নিপাতে পরম হর্ষ প্রাপ্ত হয়, এবং
আত্মবৎ দেবভাগ্যকে বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগকে
সন্তুষ্ট করণার্থ তন্নিকটে শত্রু বলি প্রদান করে। যাজ্ঞক-
বর্গ ঈশ্বর চিন্তনে ও ঈশ্বরীয় আজ্ঞা প্রতিপালনে, এবং
নাধারণেব হিতাহিত জ্ঞান প্রদানে নিরন্তর প্রবৃত্ত থাকায়
সর্বত্র সমাদরণ সমীপে সমাদরণীয় হয়েন, কিন্তু অসভ্যেরা
তাঁহাদিগকে আপহৃদ্ধ্বারে সক্ষম বোধে দেব তুলা মান্য
করে। মানবগণ এই অবস্থায় ভূত, প্রেত, ও ডাইনের
অস্তিত্ব স্বীকার এবং পরকালে দেব সমতিব্যাহারে বিনা-
শ্রমে শত্রুকরক্কে সুরাপান ও অন্যান্য সুখ সম্ভোগের
আশা করে।

হিন্দু ধর্ম ।

- ব্রাহ্মণ সকল যে ধর্মের অনুগামী তাহাকেই সচরাচর
হিন্দু ধর্ম কহে। এই ধর্ম অতি প্রাচীন, ইহা কোন বিশেষ
ব্যক্তিদ্বারা প্রচারিত হয় নাই। ঋষি, মুনি, ও মহাত্মা
ব্যক্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ধর্ম সংক্রান্ত পৃথক্ পৃথক্ নিয়ম
সকল প্রচলিত করেন। এই নিমিত্ত অনেক বিষয়ে মতের
পরস্পর অনৈক্য দেখা যায়। কিন্তু সকলেই বেদকে মান্য

করিয়া থাকেন, এবং কতিপয় বিষয়ে সকলেরই ঐক্য আছে। হিন্দু ধর্মের বেদ সর্কাদি গ্রন্থ। ব্রাহ্মণেরা ইহাকে নিত্য কহিয়া থাকেন, কথিত আছে যে, ব্রাহ্মণ চতুর্গুণ হইতে ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব এই চতুর্বেদ গ্রন্থ-মেই প্রকাশিত হয়। ইহা দুইখণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতায় বশিষ্ঠ, পরাশর, গর্গ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ঋষিগণ কতক ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, সূর্য্য, অশ্বিনী, সোম ইত্যাদির স্তব লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণে যজ্ঞের মন্ত্রাদি; ও উপনিষদ্ যাহা বেদান্ত বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাতে ঐশ্বরের একত্ব ও মহিমা বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ধর্মসংহিতা বেদশাস্ত্রের নীচেই মান্য হয়। মনু, অত্রি, হারিত, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর ইত্যাদি নামে এক এক পৃথক পৃথক কৃত সংহিতা আছে। এই সমস্ত গ্রন্থে হিন্দুদিগের কর্তব্যাকর্তব্য কর্মের বিধি ও নিষেধ লিখিত হইয়াছে। সংহিতাকার মধ্যে মনুই সর্বপ্রাচীন ও সর্বাপেক্ষা পূজ্য ও স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। সামান্যতঃ যদ্রূপ সকল দেশে আবশ্যক হইলে, পুরাতন আইন নিবারিত ও নূতন আইন প্রচলিত হয়, তদ্রূপ ধর্মশাস্ত্রমতেও কালে কালে ভিন্ন ভিন্ন বিধি বাবস্থিত আছে, যথা চতুর্গুণ মধ্যে, সত্যে মনু, ত্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ, কলিযুগে পরাশর। এই চারিজন ধর্মশাস্ত্র ব্যব-

স্থাপক, অর্থাৎ ঐ ঐ যুগে উহাদিগেরই সংহিতা গ্রহণীয় হয়।

বঙ্গদেশে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত মতই প্রচলিত। রামায়ণ ও মহাভারতাদিকে ইতিহাস কহে। ইহার আদি গ্রন্থে রামচন্দ্রের ও দ্বিতীয়ে শ্রীকৃষ্ণের কীর্ত্তি ও মহিমা বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। পুরাণ অষ্টাদশ, ইহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদির আখ্যান ও মহাশক্তি বর্ণিত আছে। এসকল গ্রন্থে যে যে দেবতাদিগের উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছে, তাঁহারা তত্তৎগ্রন্থে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। তন্ত্র, অন্য ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অতি আধুনিক, ইহা কেবল বঙ্গদেশ ও তৎসান্নিধ্য কতিপয় প্রদেশেই প্রচলিত। ইহাতে শক্তির উপাসনার বিধি প্রদত্ত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্মাক্রান্ত গ্রন্থ মাজেই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অন্য ধর্ম্মোপাসক ব্যক্তি হইতে হিন্দুদিগের এই বিশেষ বিভিন্নতা, যে ইহারা তাহাদিগকে কদাপি সমতুল্য বোধ করে না, হয় ও নীচ জ্ঞান করে। ইহাদিগের মধ্যে বর্ণভেদ দেখা যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণ মুখ, বাহু, উরুদেশ, ও পদতল হইতে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, এই চতুর্ভুজের নৃষ্টি হয়। ইহাদিগের কর্ত্তব্য কৰ্ম্ম, অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শাস্ত্র ও ঈশ্বর চিন্তা, ক্ষত্রিয়ের দেশরক্ষা ও রাজত্ব, বৈশ্যের কৃষিকর্ম্ম ও বাণিজ্য, এবং শূদ্রের দাসত্ব করা নির্দিষ্ট আছে।

ইহাদিগের প্রথম তিনবর্ণ চূড়োপনয়নাদি সংস্কার দ্বারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, একারণ ইহাদিগকে দ্বিজ कहा যায়। ইহারাই বেদাধিকারী। শাস্ত্রকর্ত্তারা শূদ্রদিগকে পশু অপেক্ষাও নীচ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ফলতঃ অনেক প্রমাণ দ্বারা ইহা বিলক্ষণ প্রতীতি হয়, যে শূদ্রেরাই এতদ্দেশের আদিমনিবাসী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, ও বৈশ্যেরা উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে ক্রমশঃ এতদ্দেশ জয় করিয়া এস্থানের লোকদিগকে দাস করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এই চারি আদিবর্ণের পরস্পর স্ত্রী পুরুষ সম্মিলনে অন্যান্য সকল বর্ণেরই উৎপত্তি হইয়াছে, এবং প্রত্যেকেরই এক এক নির্দিষ্ট ব্যবসায় আছে, তাহাই অবলম্বন করা ইহাদিগের বিধি। ইহার প্রত্যেকেই সাতিশয় জাতভিমানী, কিন্তু অস্বদেশে বহু কালাবধি যবন ও ইংরাজদিগের অধীন হওয়ায় জাতিভেদে ব্যবসায়ের নিশ্চয়তা নাই।

পূর্বকালে উচ্চবর্ণ নীচবর্ণের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু বর্ত্তমানে ভিন্ন বর্ণ দূরে থাকুক, স্ববর্ণ মধ্যে ভিন্নশ্রেণীস্থ পুত্র কন্যা সম্মিলন হইলে জাতি ভ্রষ্ট হয়, এবং উচ্চবর্ণ নীচবর্ণের অন্ন গ্রহণ করিলে মহাপাপ বলিয়া গণিত হয়েন।

খ্রীষ্টান, মুসলমান, ও বৌদ্ধেরা আপনাদিগের ধর্ম সত্য বোধে, ছলে বলে কোশলে অথবা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া

অন্যকে স্ব স্ব মতাবলম্বী করিতে পারিলেই আপনাদিগকে চরিতার্থ বোধ করেন। এককালে হিন্দুরাও স্বমত বিস্তার জন্য বিশেষ যত্ন পাইতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষণে অন্য ধর্মপ্রাক্ত লোকেরা ইচ্ছুক হইলেও তাহাদিগকে স্বশ্রেণীভুক্ত করেন না।

হিন্দুধর্মে এক অনাদি অনন্ত, অবয়ব, ও সুখ দুঃখ রহিত, নিগুণ অথচ সর্বশক্তিমান জগদীশ্বর নিত্য এবং সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। মায়ী অর্থাৎ সগুণ অবস্থায় এই বিশ্বের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং কালেতে মায়াবসানে তিনি ভিন্ন সকলেরই ধ্বংস হইবে। এই সংসারের সৃজন পালন ও সংহার জন্য পরমেশ্বর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও রুদ্রকে সৃজন করেন। বেদোদ্ধার, দুই দমন, শিষ্ট পালনাদি জন্য এই পৃথিবীতে বিষ্ণু মীন, কুর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, ও রুদ্র রূপে নয় বার অবতীর্ণ হইয়াছেন; এবং কলিযুগাবসানে কলিক রূপে অবতীর্ণ হইবেন। দেবতাগণ অসাধারণ ও বিশেষ বিশেষ শক্তিবিশিষ্ট হইয়া সৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা মানবগণের মান্য ও পূজা, এবং তাঁহাদিগের প্রতি প্রজ্ঞা ও ভক্তি থাকিলে ইহ ও পরকালে বিবিধ প্রকার সুখ, সম্ভোগ, ও অবহেলা করিলে নানাবিধ দুঃখভোগ হইবেক। যদবধি এই অকিম্বৎকর জগৎ নিত্য বোধ হইবেক, তদবধি মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম

গ্রহণ করিয়া ঐহিক সুখ দুঃখ ও স্বর্গ নরক ভোগাদি করিবে। কিন্তু কেবল ঈশ্বর মাত্র সত্য ও নিত্য বোধ হইলে সুখ দুঃখাদি রহিত হইয়া মনুষ্যের আত্মা পর-মেশ্বরে লীন হইবে। দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা, অতিথি সেবা, দান করা, মন্দির ও পুষ্করিণী-প্রতিষ্ঠা, পথ প্রদান, পূর্ব পুরুষের পিণ্ডদান ও তর্পণ, ও নিত্য ইন্দ্ৰদেবতাদি পূজা করা এই ধর্মের বিধি।

বৌদ্ধ ধর্ম।

অন্যান্য ধর্মোপেক্ষ। বৌদ্ধ ধর্মাক্রান্ত লোকই অধিক। প্রায় ৩৭ কোটি মনুষ্য এই মতাবলম্বী। ২৪০০ বৎসরের অধিক হইল নেপাল সমিহিত কপিলর রাজ্যধীশ্বর সুদৌ-ধনের গৌতম নামক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। রাজপুত্র অল্পবয়সে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া উরুবেলা নামক অরণ্যে প্রবেশ করত কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন, কিঞ্চিৎকাল বিলম্বে তিনি বুদ্ধাবস্থা অর্থাৎ সম্মশক্তিমান ও ইচ্ছাক্রমে সকল জানিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এই অবস্থা প্রাপ্তানন্তর তিনি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্বকীয় সনাতন মত খোষণা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অশীতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলেবর পরিত্যাগ করেন। এককালে প্রায় সমুদয় ভারত ভূমিতে বৌদ্ধ মত প্রচলিত

ছিল। হিন্দুগণ বুদ্ধকে নবম অবতার কহিয়া থাকেন।
 কথিত আছে যে, দেবদাস নামক এক রাক্ষস ঘোরতর
 ভৎসনা করিয়া এই বর প্রাপ্ত হন, যে যতকাল তিনি বেদ
 মান্য করিবেন ততকাল কাশীর অধিপতি হইয়া জীবন যাপন
 করিবেন। তদনুসারে দেবদাস স্বগণ সমভিব্যাহারে
 কাশীপতি হইয়া দেবতাদিগকে তথা হইতে বহিষ্কৃত
 করিয়া দিল, দেবতারা বহিষ্কৃত হইয়া বিষ্ণুর নিকট
 আবেদন করেন, বিষ্ণু রাক্ষসদিগকে তথা হইতে দূরী-
 করণ জন্য অন্য কোন সহুপায় না পাইয়া বুদ্ধাব-
 তার হইলেন, এবং কাশীর নিকট বেদান্দি করিয়া স্মৃতন
 মত প্রচার করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ তন্মতস্থ হওয়ায়,
 তিনি তাহাদিগকে অক্লেশে দেবপুরী হইতে বহিষ্কৃত
 করিয়া দিলেন। বৌদ্ধদিগের ধর্ম পুস্তক সকল পালি-
 ভাষায় লিখিত। ঐ ভাষাকে হিন্দুরা মাগধী অথবা অপ-
 ভ্রংশ কহিয়া থাকেন। হিন্দুশাস্ত্রকারকেরা বৌদ্ধদিগকে
 নাস্তিক উপাধি দেন। ফলতঃ ইহাদিগের মধ্যে কেহ
 কেহ এক অনাদি, চিরস্থায়ী, চৈতন্যবিশিষ্ট বিশ্বকর্তার
 অস্তিত্ব স্বীকার করে না। বৌদ্ধমতে শরীর ও আত্মা ভিন্ন
 পদার্থ নহে। দেহের নাশ হইলে জীবের ধ্বংস হয়। কিন্তু
 জীবিতাবস্থার সদসৎকর্ম্মানুসারে স্মৃতন জীবের সৃষ্টি হয়।
 ঐ জীব পূর্ব জন্মার্জিত কর্ম্মানুসারে সুখ অথবা দুঃখ ভোগ
 করে। কর্ম্মই ভোগের মূল কারণ, এবং অজ্ঞান হই-

তেই কন্মের উৎপত্তি হয়। মানবগণ জ্ঞানদশা প্রাপ্ত হইলে সুখ দুঃখের অধিকারী হয় না। ইহাকেই নির্ঝণ কহে। বৌদ্ধদিগের মধ্যে কোন কোন জাতি জগৎকর্তার অস্তিত্ব স্বীকার করে, এবং উহাকে আদি-বুদ্ধ উপাধি দেয়।

ইহারা আত্মা বলিয়া এক পৃথক্ পদার্থ বিশ্বাস করিয়া থাকে। বৌদ্ধমতে “ অহিংসা পরম ধর্ম ” জীব নষ্ট করিয়া তাহার মাংস আহার করা সর্ব প্রকারে নিষিদ্ধ, এবং মিথ্যা কথনে মহৎ দোষ। ইহাদিগের যাজকবর্গা সংসারাগ্রম পরিত্যাগ করিয়া ভরণে কিঞ্চিৎ বৃক্ষমূলে অথবা বিহারে বাস করে। ইহারা বিবাহ করে না, এবং ভিক্ষাদ্বারা দিনপাত করিয়া থাকে, কিন্তু কোনক্রমেই যাচুণার বশবর্তী হয় না। ক্ষুধা নিবৃত্তি নিমিত্ত যৎস্বল্প আহার করা, শরীর রক্ষার্থ কিঞ্চিৎকাল নিদ্রা যাওয়া, ও আবরণ জন্য যৎসামান্য বস্ত্র পরিধান করাই ইহাদিগের বিধি। পুরুষবৎ স্ত্রীলোকদিগেরও বিহার আছে। কিন্তু হিন্দুদিগের ন্যায় ইহাদিগের বর্ণ ভেদ নাই। কেহ কেহ ব্রাহ্মণদিগের দেবতাগণকেও অর্চনা করিয়া থাকেন।

আসিয়া মহাখণ্ডে, রুসিয়ার পূর্বাংশে, চিনটাটরি, চিন, জেপানদ্বীপ, নেপাল, থিবেট, ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দু স্থান, ও লঙ্কায়, বৌদ্ধ মত প্রচলিত আছে।

উরুবেলা নামক অরণ্যে গয়াধাম নির্মাণ হইয়াছে, লোকে কহে যে উরুমূলে গোঁড়ম বুদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হন তাহা এক্ষণে অক্ষয়বট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম ।

আসিয়ায় টর্কি দেশের বেথেলহেম নামক গ্রামে খ্রীষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন । তিনি বালা ও যৌবন কালে তীক্ষ্ণ ও অসামান্য বুদ্ধি ও সচ্চরিত্র নিমিত্ত সাতিশয় বিখ্যাত ছিলেন । ত্রিংশৎবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত সূত্রধরের ব্যবসায় দ্বারা দিনপাত করিতেন । তদনন্তর তিনি আপনার ধর্ম মত ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিলেন । ক্রমশঃ তাঁহার সম্প্রদায় বৃদ্ধি হওয়াতে, দেশস্থ লোক সমূহ ধর্ম বিরুদ্ধাচারী বলিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করাতে, তাঁহার প্রাণদণ্ডের আক্রমণ হয় । তিনি ত্রয়ত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে ক্রুসিফাই হন (*) । মরণ সময়ে অসীম যত্নে নখো পরমেশ্বরের প্রতি এই উক্তি করেন, হে পিতাঃ ! এই সমস্ত লোক অজ্ঞানতা প্রযুক্ত আমার প্রাণ নখের অভিল্যুক হইতেছে, অতএব ইহাদিগের যে দোষ তাহা মার্জনা করুন । খ্রীষ্ট যে ধর্ম প্রকাশ করেন, তন্মতা-

(*) অর্থাৎ তাঁহার শত্রুরা ক্রস আকৃতি কাষ্ঠে তাঁহার হস্ত পদাদি পেরেকদ্বারা বিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বধ করে ।

বলঘী ব্যক্তিদিগকে খ্রীষ্টান কহে। খ্রীষ্টানেরা তাহাদিগের ধর্মপ্রকাশকের জন্ম বৎসরাবধি অঙ্গ গণনা করিয়া থাকেন। ইহাকে খ্রীষ্টীয় শাক কহে। ইহাদিগের ধর্মপুস্তকের নাম বাইবেল, তাহা গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লিখিত; কিন্তু এক্ষণে তাহা সকল লিখিত প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় ধর্মমতে পরমেশ্বর এক, কিন্তু পিতা পুত্র ও ধর্মীয়া তিন পৃথক ব্যক্তি ঐ একে বিরাজ করেন। ঈশ্বরের আজ্ঞায় এই জগৎ সৃষ্টি হয়। আদি পুরুষ ও স্ত্রী, সৎ ও অসৎ হইয়া সৃষ্ট হন, কিন্তু ইহারা জগৎকর্তার আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতে পাপ, দুঃখ, মৃত্যু ইহ সংসারে প্রবেশ করে, এবং ইহাদিগের অবাধ্যতা বশতঃ তৎসংশ্রিত মানব জাতি এককালে পতিত হন। মনুষ্যদিগকে এই চরবস্থা হইতে উদ্ধার করণাভিপ্রায়ে ঈশ্বরপুত্র পরম করুণা প্রকাশ করত দুঃখ ও মৃত্যু যন্ত্রণা পথান্ত স্বীকার করিয়া খ্রীষ্ট রূপে এই অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হন।

যে সমস্ত ব্যক্তি তাঁহার ঈশ্বরত্ব বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে ভক্তি, প্রজ্ঞা ও তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবেক, তাহারাই চরমে পরম পদার্থ চিরসুখ লাভ করিবেক। খ্রীষ্টান ও মুসলমানেরা নরের একবার মাত্র জন্ম স্বীকার করে। ঐ উভয় ধর্মপ্রাকান্ত লোকের ধর্মপুস্তকে ইহা

লিখিত আছে, যে এক সময়ে মনুষ্য মাত্রেয়ই বিনাশ হইবে, তখন সকলেই ঈশ্বরের আজ্ঞামুযায়ী সশরীরে পরমাত্মার নিকট দণ্ডায়মান হইয়া স্ব স্ব গুণ দোষ ও বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া, কন্মার্গমুসারে চিরদিন নিমিত্ত স্বর্গ অথবা নরক ভোগ করিবেক।

খ্রীষ্টীয় ধর্মের প্রধান অঙ্গ জলসংস্কার; উহারদ্বারা মনুষ্যমাত্রেই তাহাদিগের আদি পুরুষ ঘটিত আনুশঙ্গিক পাপ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে।

টর্কি ও উৎসামিধ্য রুসিয়ার কতিপয় জিলা ভিন্ন ইউরোপের সকল জাতিরা, আঙ্গিয়ার মধ্যবর্তী টর্কিতে আর্মিনিয়নেরা, রুসিয়ার জর্জিয়ানেরা, ও আফ্রিকার আবিসিনিয়ানেরা সমুদায়ই খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী।

আমেরিকার দক্ষিণ প্যাটেগোনিয়া ও উত্তরাংশে কয়েক দেশ যথায় আদিমবাসীরা বাস করে, তদ্ব্যতীত সকল স্থান ইউরোপীয় জাতিরা অধিকার করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। সুতরাং ঐ দুইখণ্ড ভিন্ন সমুদয়ই খ্রীষ্টানদিগের নিবাস স্থল হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন আফ্রিকিয়া ও তন্মিকটস্থ দ্বীপেও খ্রীষ্টান জাতিরা অবস্থান করিয়াছে। ইউরোপীয় ও আমেরিকাবাসী খ্রীষ্টানদিগের সম্মত বিস্তার করণজন্য বিশেষ যত্ন, উদ্যোগ, ও উৎসাহ দেখা যায়। উহাদিগের যাজকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ স্বদেশ ও সংসারাজন্মের সুখ পরিত্যাগ করত অসহ্য ক্লেশ ও মৃত্যু

পর্যন্ত স্বীকার করিয়া স্বীয় ধর্মমত ঘোষণা জন্য নানাদেশে
গমমাগমন করিয়া থাকেন। এই সকল মহাত্মাদিগের
উপদেশদ্বারা পৃথিবীর অধিকাংশ অসভ্য ব্যক্তি নিষ্ঠুরা-
চরণ হইতে ক্ষান্ত হইয়া ক্রমশই উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে।
পাদ্রিদিগের সচেতায় এই ভারত ভূমিতে কত মহত্ব
সহস্র লোক ব্রীক্ষিত হইয়াছে।

মুসলমান ধর্ম।

৫৬৯ খ্রিষ্টীয়াব্দে আরেবিয়ার রাজধানী মক্কা নগরে
মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম আবুল্লা,
মাতার নাম আমিনা। তিনি অত্যন্ত শৈশবাবস্থায় পিতৃ-
মাতৃ হীন হইয়া পিতৃব্য আবুতালেব কর্তৃক প্রতিপালিত
হয়েন। পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে কাদিজা নাম্নী
এক ধনবতী বিধবাকে বিবাহ করেন। পরে স্বদেশস্থ
লোকদিগের পৌত্তলিক মত ও নরবলি প্রভৃতি কুরীতি
প্রচলিত দেখিয়া কি রূপে তাহার এককালে মূলোৎ-
পাটন হয়, ত্রিমিত সাতিশয় চিন্তাকুল থাকিতেন, এবং
ক্রান্তি বৎসর রোমজান ঘাসে হিরা নামক গহ্বরে প্রবেশ
পূর্বক ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন, এবং তাঁহার সঙ্গি-
ধাসে নিরন্তর দেশস্থ লোকের মঙ্গলার্থ সত্বপায় প্রার্থনা
করিতেন। অক্সাবধি মুসলমানেরা ঐ মাসকে পবিত্র

বোধ করিয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর রোমজান মাসের দিবসে উপবাসাদি করিয়া উপাসনা করে। এই রূপে কয়েক বৎসর অতীত হইলে অবশেষে তাঁহার একরূপ বোধ হইল, যে পরমেশ্বরের এক দূত গেত্রিল তাঁহার নিকট গমনাগমন করে, এবং তাঁহাকেই জগৎকর্ত্তা স্বীয় মহিমা ও গৌরব বিস্তৃত করণার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করিয়াছেন। তদনন্তর চত্বারিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে মহম্মদ ধর্ম্মমত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। দেশস্থ লোকেরা তাঁহাকে সূতন ধর্ম্মপ্রকাশক বলিয়া গুপ্তভাবে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যোগী হয়, এবং তিনি ঐ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক মদিনা নগরে পলায়ন করেন। মুসলমানেরা ঐ সময়াবধি উহাদিগের অঙ্ক গণনা করিয়া থাকে। তাহার নাম হিজরা শক। এক্ষণে ঐ শক ১২৬২। উক্ত সময়ে অধিকাংশ ব্যক্তি তাঁহার মতস্থ হওয়ায়, তিনি অসত্যাবলম্বী ব্যক্তিগণকে যে কোন রূপে হউক অসংপৃথ হইতে বিমুখ করণাতিপ্রায়ে দেশস্থ পৌত্তলিক মতানুগামী ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ করত তাহাদিগকে পরাজয় করিয়া স্বতন্ত্র স্বমতস্থ করেন। এবং তাঁহার সৈন্যরাও অন্যান্য দেশ জয় করিতে আরম্ভ করে। তদনন্তর মহম্মদ ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন। তিনি এককালে অধিক বিবাহ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাদিজার গভূ-

জাতা এক কন্যা মাত্র তাঁহার মৃত্যুর পর জীবিত থাকে।
তাঁহার নাম ফাতেমা। এই কন্যার আলির সহিত বিবাহ
হয়। হাসেন ও হোসেন ইহাদিগের পুত্র। মুসলমা-
নেরা ইহাদিগের মৃত্যুপলক্ষে শোক চিরু স্বরূপ অদ্যা-
বধি গোঁয়ারা করিয়া থাকে। মহম্মদের ধর্ম মতামুগামী
ব্যক্তিদিগকে মুসলমান কহে। উহাদিগের ধর্ম পুস্তকের
নাম কোরান, তাহা আরবী ভাষায় লিখিত হইয়াছে।

ভেদঃস্বরূপ পরমাত্মা এই জগতের কর্তা। তিনি এক ;
তাঁহার সদ্‌শ ও দ্বিতীয় নাই। মনুষ্যকে সদনং বিবে-
চনা শক্তি দিয়া সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু আদিপুরুষের
অবাধাতা বশতঃ মানবেরা কুমার্গগামী হইয়া পরমে-
শ্বরের নিয়ম প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, এবং
তজ্জন্য উভয় লোকেই অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকে।
পরম কারুণিক পরমেশ্বর মনুষ্যবর্গের সমূহ ক্লেশ নিবা-
রণার্থ মধ্যো মধ্যো তাঁহার প্রিয় পাত্রদিগকে সত্যবার্তা
সম্বলিত পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। সৃষ্টি অবধি সত্য-
প্রচারক অনেক ব্যক্তি এই ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া-
ছেন, তন্মধ্যে মহম্মদ সর্বাবশেষে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া
শ্রেষ্ঠিত হন। একারণ তন্মতাবলম্বী ব্যক্তিদিগেরই সঙ্গতি
হইবেক।

পরমেশ্বর এক এবং সকলেরই শ্রেষ্ঠ। মহম্মদ তাঁহার পের-
ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রিয়পাত্র বলিয়া সকল মুসলমানেরই বিশ্বাস

হল। একারণ নমাজ অর্থাৎ ঈশ্বর আরাধনা কালীন তাহার। তাহার এই নামোচ্চারণ করিয়া থাকে। উহাতে দৃঢ়বিশ্বাস থাকিলে মানবগণ মহাদোষী হইলেও নরকে কিঞ্চিৎমাত্র ক্লেশ ভোগ করিয়া চরমে স্বর্গীয় চিরসুখ ভোগ করিবেক। অহোরাত্র পাঁচ বার মক্কা মুখ হইয়া ঈশ্বরোপাসনা করা, পর্ষকালীন উপবাস, তীর্থার্থে মক্কা ও মদিনায় গমন, এবং দীন দরিদ্রদিগকে দান করা, এই সমস্ত উহাদিগের ধর্মশাস্ত্রে শ্রেয়স্কর কর্ম বলিয়া গণ্য হইয়াছে। কোরানে মনুষ্যদিগকে এই সকল কর্ম করিতে ভূয়োভূয়ঃ বিধি আছে।

মুসলমানেরা অদৃষ্ট অর্থাৎ ভোগাভোগ বাহা জন্ম-কালীন লিখিত হয়, তাহা কোন মতে খণ্ডন হয় না, ইহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে। মুসলমান ধর্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত আছে,—সুন্না ও শীয়া। সুন্না কোরান ভিন্ন মহম্মদীয় প্রতাবাকা ধর্মশাস্ত্র বলিয়া মান্য করে, এবং আবুবকর ওমার অখমান এবং আলি এই চারিজন মহম্মদের সূতার পর সূতা-হুসারে পর পর কলিগতি পদে অভিষিক্ত হইলেন। শীয়া কোরান ভিন্ন অন্য কোন পুস্তক গ্রাহ্য করে না, কেবল আলিকে তাহার যথার্থ উত্তরাধিকারী বলিয়া স্বীকার করে, এবং অন্যদিগকে দুরাত্মা বোধ এবং অন্যায় রূপে তৎপদাভিষিক্ত হওয়ায় তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে অমান্য করিয়া থাকে।

ইউরোপের টর্কি, রুসিয়ার দক্ষিণাংশে কতিপয় জিলা, আসিয়ার টর্কি, আবেবিয়া, পারসিয়া, আফগানস্থান, স্বাধীনটার্টিরি রুসিয়ার পশ্চিমাংশ, মালাই, আসিয়ার কতিপয় দ্বীপ, আফ্রিকার ইজিপ্ট, বারবারি রাজ্যসমূহ, এই সকল দেশ মুসলমানদিগের বাসস্থান।

ভারতবর্ষের প্রায় চতুর্থাংশ লোক মুসলমান। ইহা-দিগের পূর্ব পুরুষেরা বহু শত শত বৎসর পূর্বে এই দেশ হিন্দুরাজার হস্তহইতে জয় করিয়া এই স্থানে বসতি করিয়াছে। এতদেশীয় অনেক লোক তাহাদিগের রাজ্য-কালীন ঐ মতাবলম্বী হইয়াছে।

বন্যাবস্থা।

মহুয়া জ্যেষ্ঠমাসে যে সমস্ত জাতি কৃষিকর্মে সম্পূর্ণরূপে অক্ষম ; এবং বন্য ফল, মৎস্য, ও জন্তু বধ করিয়া উদর পূরণ করে ; তাহী সময়ের নিমিত্ত সঞ্চয় অথবা চিন্তা করে না ; এবং সম্পূর্ণরূপে রিপূ সকলের বশীভূত হয় ; আপাততঃ স্বচ্ছন্দতায় প্রয়াসী ; শাস্ত্রালোচনা দূরে থাকুক অক্ষরাদি জ্ঞাত নহে ; সকলেই স্বৈচ্ছাধীন কর্ম করে ; ও পরমেশ্বরের একমুখ ও গুণাংশ কিছুমাত্র অবগত না থাকিয়া, কেবল জল, বায়ু, পর্বত, নদী, বৃহৎ বৃক্ষাদির পূজা করে ; তাহা-দিগকেই বন্য কহা যায়। এ অবস্থায় ইহারা এক প্রকার

নগ্ন থাকে, বস্ত্রের পরিবর্তে পশুর চৰ্ম্ম অথবা বৃক্ষের বক্ষুল পরিধান করে। এবং বহুসংখ্যক লোক এক স্থানে স্থিত হয় না। সৰ্বদা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া পরস্পর যুদ্ধ করিয়া থাকে, কিন্তু পরাজিত শত্রুদিগের প্রতি অভিযয় অসং ও নিষ্ঠুরাচরণ করে। এমত কথিত আছে, যে তাহারা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে পিতা মাতার সন্তানের প্রতি স্নেহ এবং পুত্র কন্যার জনক জননীর প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা অতি বিরল। ইহাদিগের দুর্বল অক্ষহীন অথবা অধিক সন্তান হইলে পিতা মাতা তাহাদিগকে অনায়াসে বিনষ্ট করে, এবং পুত্রও পিতা মাতা অশক্ত অক্ষ্মা অথবা রোগ-গ্রস্ত হইলে তাহাদিগকে অক্লেশে পরিত্যাগ করে। এতদ্রূপ কথিত আছে, কোন কোন ছাতি বৃদ্ধ জনক জননীকে অথবা ক্রোড়স্থ সন্তানকে বিনষ্ট করিয়া মহা আনন্দ পূর্বক সেই মাংস ভক্ষণ করে।

বনা মনুষ্যেরা অভিযয় স্বার্থপর। ইহারা আত্মরক্ষা স্বীকার করিয়া অন্যের উপকার করিতে কদাচ সন্মত নহে, এবং পরিশ্রম করিতেও কদাপি ইচ্ছুক হয় না। ইহারা মাদক দ্রব্য ব্যবহারে এবং দূতাক্রীড়ায় অত্যন্ত রত। গিরিগহ্বরে অথবা বৃক্ষতলে কিম্বা পত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত সামান্য গৃহে প্রায় বাস করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কাহারও নির্দিষ্ট ভূমি নাই, যে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি

উৎপাদিত করে ; ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় কার্যে নিযুক্ত থাকিলে যে পরিশ্রমের লঘুতা হয়, ইহা 'অসভ্য ব্যক্তির স্বপ্নের অগোচর ।

অসভ্যাবস্থা ।

এই অবস্থার অধীন মনুষ্যেরা কৃষিকর্মে কিঞ্চিৎশ্রম অবগত আছে । ইহাদিগের অধিকাংশই অশ্ব, গো, মেষ প্রভৃতির রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে, এবং উক্ত পশু সমূহের মাংস ভক্ষণ হৃদয় পান এবং চর্ম ও লোমে গৃহ বস্ত্রাদি নির্মাণ করা ইহাদিগের ব্যবহার । ইহারা প্রায় একস্থানবাসী হয় না, কিন্তু খাদ্যদ্রব্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ; অধিকাংশ ব্যক্তি তাম্র মধ্য অবস্থিতি করে । ইহাদিগের ভূমি সকল উর্বরা তাহার। নগরবাসী হইলেও প্রায় এক স্থানে অধিক লোকের সহিত বসতি করে না । ইহারা অতিশয় যুদ্ধাৰ্থী, কিন্তু শত্রুগণ পরাজিত হইলে তাহাদিগকে নষ্ট না করিয়া কোন মতে দোষ বিবেচনা করে না, কিন্তু শরণাগত ব্যক্তিদিগের সাধাাছুসারে উপকার করিয়া থাকে । ইহারা এক প্রকার না এক প্রকার শাসনের অধীন । ইহাদিগের অনেকেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলবদ্ধ হইয়া এক জন কর্তার বাধ্য হয় । সাধারণ সংক্রান্ত বিষয় উপস্থিত হইলে সকলে একত্রিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দলের

কর্তৃদিগের মধ্যে এক জনকে প্রধান স্বীকার করিয়া তন্ম-
 তানুযায়ী কল্প করে। পরস্পর বিবাদ বিসম্বাদাদি উপস্থিত
 হইলে অনাকে হস্তক্ষেপ করিতে না দিয়া নিজ বাহুবলেই
 প্রায় তাহা মীমাংসা করিয়া থাকে। যদিও কোন কোন
 জাতি মধ্যে বিবাদাদি নিষিদ্ধ জনা বিচারালয় ও বিচার-
 কর্তৃক সংস্থাপিত আছে, কিন্তু তাহাদিগের আইন সকল
 নির্ভর ও নির্ভর। ইহাদিগের মধ্যে স্থানে স্থানে লিখিত
 ভাষাটি প্রচলিত, কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা ব্যবহার করে
 না। ইহারা কাব্যশাস্ত্রের অধিক গৌরব করিয়া থাকে,
 এবং যে সকল গ্রন্থে দেবতা ও বীরদিগের মহিমা বর্ণন ও
 গুণকীর্তন আছে তাহা শুনিতেই সর্বদা অতিলামুক
 হয়। ইহাদিগের পণ্ডিতগণ খগোল, ও অঙ্ক বিনায়
 'কিঞ্চিদংশ' অবগত আছেন।

পরমেশ্বরের যে সমস্ত নিয়মদ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের
 কার্য সমূহ নির্বাহ হইতেছে তাহা অবগত না থাকিয়া
 ইহাদিগের এই বোধ, যে অসামান্য কোন ঘটনা উপস্থিত
 হইলে, দেবতাদিগের রোষ অথবা সন্তোষের প্রকাশক
 স্বরূপ উল্কাপাত এবং ধূমকেতু প্রকাশাদিতে অবশ্যই
 সুরসমূহের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। রাজকবর্গ ঐ সমস্ত
 বুঝিতে সক্ষম হয়, এই বিশ্বাসে তাহাদিগকে যথোচিত
 গৌরব ও মান্য করিয়া থাকে, এবং উহাদিগের পরামর্শ
 ভিন্ন কোন অভিনব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। বন্য ও
 মনস্তা অবস্থায় বলই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপে গণ্য হইয়া থাকে।

অধিক সভ্যাবস্থা ।

মমুখা সকল এই অবস্থায় অধিক সংখ্যায় দেশমধ্যে
 অধিবাস করত কৃষিকার্যা ও স্ব স্ব দেশ ও নিকটস্থ রাজ্যের
 অভ্যন্তরে বাণিজ্যাদি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে । কিন্তু
 অধিক দেশের নাবিকতা বিদ্যায় পণ্ডিতা না থাকায় দূর-
 দেশে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় না, একারণ বহুদর্শি-
 তার অভাব প্রযুক্ত আপনাদিগকেই শ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য
 জাতিদিগকে অসভ্য বোধ করিয়া থাকে । ইহারা শিষ্ট-
 বিদ্যার কিয়দংশ মাত্র অবগত আছে, কিন্তু কোন কোন
 কক্ষে বিলক্ষণ পারদর্শী । ইহাদিগের মধ্যে বিদ্যার অতিশয়
 গৌরব ও পণ্ডিতেরা অতিশয় মান্য । শাস্ত্রাধ্যায়ীদিগের
 ব্যাকরণ ও কাব্যালঙ্কারাদি শাস্ত্রে বিলক্ষণ দ্বাংপতি, কিন্তু
 পদার্থ ঘটিত বিষয়ে যৎস্বল্পমাত্র জ্ঞান আছে, তাহার
 উন্নতি করা দূরে থাকুক বরং পূর্বকালোপেক্ষা হ্রাসতাই
 দেখা যায় । ইহাদিগের উচ্চশ্রেণীস্থ অনেক ব্যক্তিই প্রচ-
 লিত শাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, কিন্তু দুঃস্থ লো-
 কেরা প্রায়ই বিদ্যার আশ্বাদনে একেবারে বঞ্চিত হয়,
 এবং ইহারা যদ্রূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে তাহাদের
 উন্নতি হওয়া কোন মতেই সম্ভবে না । এই অবস্থাপন্ন
 পণ্ডিতগণ বুদ্ধির অগম্য বিষয়ের মীমাংসা করণে অর্থাৎ
 পরমাত্মা, জগদীশ্বর ও প্রকৃতির মূল কারণ প্রভৃতি নানা

বিষয়ানুসন্ধানে সযত্ন হয়েন, এতদ্রূপে কেবল দর্শন শাস্ত্রের অধিক আলোচনায় অনর্থক সময় ক্ষেপণ করিয়া সাধারণের হিতকর কার্যে মনোনিবেশ করেন না।

অর্দ্ধমতা জাতিদিগের বিজ্ঞগণ আপনাদিগের অসীম ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া অসদৃশ ব্যক্তির প্রতি তাম্বুলারূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন, একারণ স্ত্রীলোকেরা জ্ঞানপথ-গামিনী হইতে পারে না। এই অবস্থাপন্ন ব্যক্তি মধ্যে দাসত্ব প্রথা প্রচলিত আছে।

সত্যাবস্থা।

মনুষ্যের অবস্থা ক্রমশই উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে, কোন-কালে যে ইহার সীমাবদ্ধ হইবেক এমত বোধ হয় না। সৃষ্টির নিয়ম যত অধিক অবগত হইবেক ততই সুখ স্বচ্ছন্দ-তার বৃদ্ধি হইবেক, যত জ্ঞানের আধিক্য হইবে ততই কুপ্রথা, কুরীতি সমূহের মূলাংশপাটন হইয়া সাধারণেই ক্রমশঃ সাতিশয় সুখী হইতে থাকিবেক। এক্ষণে যে সমস্ত জাতি সত্যপ্রণী মধ্যে গণ্য তাঁহারা পদার্থ বিদ্যায় বিল-কণ পারদর্শী হইয়াছেন। ইহারা পৃথিবীর সকল খণ্ডে অনায়াসে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয়েন, এবং বাষ্পীয় অণবযান ও শকটদ্বারা দূরস্থিত স্থানে স্বল্প সময় মধ্যে যাইতে পারেন, তাড়িতবার্তাবহ যন্ত্রদ্বারা ১৮০০০ অধিক

মহিল অন্তরস্থিত স্থানের সংবাদ এক কেকণ্ড সময়ে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এবং রাত্রিকালে হিন্দুদহি দ্বারা নগরাদিকে দিবসব্যতী আলোকময় করিতেছেন। কৃষিবিদ্যায় জ্ঞান-বান হইয়া অকলা ভূমিকে উর্বর করিতেছেন, হস্তাদির নৈপুণ্য ও যন্ত্রাদি দ্বারা অতি সুগমে ও স্বল্প সময় মধ্যে উত্তমোত্তম দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতেছেন, চিকিৎসা শাস্ত্রের জীবন্তি করিয়া অনেকানেক পূর্ন, দুঃসাধাবোধক রোগের শান্তি করিতেছেন। জীজাতিরা দুর্বল। কিন্তু পুরুষের গুণবিশিষ্ট। ইহারা ইহাদিগের মাতা ও ভগিনী এবং প্রথম উপদেশিকা, আজন্ম মরণ পর্যন্ত সঙ্গিনী ও পরামর্শ-দায়িনী এবং ইহাদিগের হিতাহিতের মূল কারণ, এজনা ইহাদিগকে সুশিক্ষা প্রদানে ক্রটি করেন না। দাসহ অবস্থায় কেহ কখন সুখী বাঁসে হইতে পারে না। প্রতি-পালকের দাসদিগের প্রতি সাতিশয় ক্রুর ব্যবহার করিয়া কেবল যে তাহাদিগকে দুঃখ দেন এমত নহে, আপনা-রাও কুস্বভাব হইয়া বিলক্ষণ ক্লেশ পাইয়া থাকেন। একারণ ইহারা দাসহ প্রথাও দূরীকৃত করিয়াছেন। ইহাদিগের রাজপুরুষ ও বিচক্ষণ সাধারণের সুখবৃদ্ধি নিমিত্ত সাতিশয় যত্নশালী হইয়েন, ইহাদিগের রাজনিয়ম অর্থাৎ আইন সকলের পক্ষে সমান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, শূদ্র কিম্বা মুসলমান ইহারা দোষী হইলে সমরূপে দণ্ডনীয় হয়। সভাজাতিরা জ্ঞান পরম হিতকারী বলিয়া সর্ব

সাধারণের জ্ঞান দানে প্রবৃত্ত জাছেন। শূদ্রেরা শাস্ত্রাধিকারী হইতে পারে না, দুঃস্থেরা কেবল দাঁসদু করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবে জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবে না, ইত্যাকার বোধ সভাজাতির মনে কদাপি উদয় হয় না, এবং যদিও ইহারা জ্ঞান দানে প্রবৃত্ত হইয়া সম্যক্ রূপে কৃতী হইতে পারেন নাই, কিন্তু সকল হইবার পথে দণ্ডায়মান হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

দুর্ভাগ্য বশতঃ কতকগুলি ব্যক্তি অন্ধ, বধির, মূক এবং জড় হইয়া থাকে। অসভাজাতিরা এতাদৃশ সম্ভ্রান্তগণকে অকর্মণ্য গণগ্রহ বলিয়া নষ্ট করে, কিন্তু সভা জাতিরা যে কেবল ইহাদিগকে উত্তম রূপে লালন পালন করেন এমত নহে, ইহাদিগকে জ্ঞান দান করিতে বিলক্ষণ যত্ন পাই-
 হেছেন, এবং ইহাদিগের নিমিত্ত উত্তম পাঠশালা স্থাপনা করিয়াছেন, যথায় ইহারা লেখা পড়া, শিল্পকার্য্য, ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ের উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারে।

দয়া মনুষ্যের স্বভাব সিদ্ধ, এবং এই দয়া হইতেই দানের উৎপত্তি হয়। কিন্তু যোগ্য পাত্রে দান করিলে যথার্থ উপকার করা হয়। এজন্য রোগীজনের রোগ মুক্তি নিমিত্ত চিকিৎসালয়, 'অকর্মণ্য' ব্যক্তিগণের অক্লেশে দিনযাপন জন্য অতুরালয় প্রভৃতি সাধারণের হিতকর বাপার সকল সংস্থাপন করেন। ইহারা কেবল যে স্বদেশীয় লোকের হিতার্থে যত্নশীল এমত নহে, সাধ্যানুসারে

সাধারণের উপকারার্থ কার্যিক পরিশ্রম ও অর্থ দ্বারা অনা-
 যাসে স্বীকার করেন। ইংরেজগণ নিগ্রনদিগের দাসত্ব মোচ-
 নার্থ বহুবিধ যত্ন ও অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া বিংশ-
 কোটি মুদ্রা পর্যন্তও ব্যয় করিয়াছেন। সভ্যজাতিরা ধর্মের
 সহিত অন্য বিষয়ের সংশ্রব করেন না। যদিও পরমেশ্বর
 সকলের মূল কারণ ও ইচ্ছা করিলে সকলই করিতে
 পারেন, কিন্তু তিনি আপনার নিয়ম উলঙ্ঘন করেন না।^৩
 এই নিশ্চয় বোধে আপদ্ বিপদ্ উপস্থিত হইলে অদৃ-
 ষ্টোপরি নির্ভর অথবা দৈবচেষ্ঠা না করিয়া মনুষ্য সাধা
 উপায় দ্বারা উদ্ধার হইতে সমাক্রমে চেষ্ঠা পান।

অধিক কি কহিব সভ্যজাতি মধ্যে পরমাযুঃও পূর্বা-
 পেক্ষা দীর্ঘ হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্বে, এক কালীন জাত
 নয়ঃক্রম সূচনাধিক হইলে তাহা ঐকা করিয়া সমান
 রূপে অংশ করিলে ২৮ কিম্বা ৩০ বৎসর হইত। এক্ষণে
 তাহাদিগের ৪০ কিম্বা ৪৪ বৎসর করিয়া হইতেছে।

ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ, বেল্জী, সুইস, জার্মেন,
 প্রুসিয়ান, অস্ট্রিয়ান, এবং আমেরিকায় ব্রিটিশ আমে-
 রিকান ও -ইউনাইটেড স্টেটসের উত্তরাংশবাসীগণ,
 ইহারা সকলেই সভ্যশ্রেণী মধ্যে গণ্য হইয়াছেন।

গবর্ণমেন্ট অথবা শাসন প্রণালী ।

মনুষ্যজাতি দলবদ্ধ হইয়া একত্রে বাস করিলেই কোন নিয়ম বা শাসনের অধীন দেখা যায়। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ এক এক ব্যক্তির কর্তৃত্বের অধীন এবং তিনিই রাজা, সম্রাট্, বাদসাহ, অথবা খাঁ ইত্যাদি উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। রাজাদিগের প্রজাপুঞ্জের ধন, প্রাণ ও মান রক্ষা এবং হিতানুষ্ঠান করাই কর্তব্য কর্ম। যে যে স্থানে ভূপালগণ স্বাধীন হইয়া যথেষ্টরূপে প্রজাপালন করেন তাহাকেই একাধিপত্য রাজশাসন কহে। কিন্তু এতদ্রূপ রাজশাসন কোন রূপেই প্রেয়স্কর নহে, যেহেতু রাজপ্রাস হইতে প্রজাগণের ধন প্রাণ রক্ষার কোন স্থিরীকৃত উপায় নাই। সমুদয় আসিয়া ও আফ্রিকায় ; ইউরোপ মধ্যে স্পেইন্, আফ্রিয়া, টর্কি, ও রুসিয়ায় ; আমেরিকার পেটেগোনিয়া, রুসিক আমেরিকা ও অধিকাংশ ওএফইণ্ডিয়া উপদ্বীপে ; এবং আফ্রিকার ইংরেজ অধীন দেশ ভিন্ন সকল স্থানে ; একাধিপত্য রাজশাসন প্রচলিত।

রাজপুণ্য প্রদেণে জনপদবাসিগণের প্রতিনিধিবর্গের সভা সংস্থাপিত আছে, তাহাতে স্বদেশের হিতজনক নিয়ম সকল প্রস্তুত হয়। তাহারা তাহা প্রচলিত ও শাস্ত্ররক্ষা নিমিত্ত কিঞ্চিৎকাল কাহারো উপর ভার-

পূর্ণ করেন, তিনি শ্রেষ্ঠ হইয়া কতিপয় স্বৈচ্ছামত ব্যক্তি-
দ্বারা তাহা নির্বাহ করিয়া থাকেন কোন মতেই দেশীয়
নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন না, নির্দ্ধারিত সময়
অতীত হইলেই স্বীয় ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে হয়। এত-
দ্রুপ শাসনের নান জনপদ বা সাধারণতন্ত্র শাসন।
উত্তর আমেরিকায় ইউনাইটেড স্টেটস্, মেক্সিকো, টেক্সাস,
গোয়াটিমালা, এবং দক্ষিণ আমেরিকায় নিউগ্রেনেডা, পেরু,
চিলি, পারাগোয়ে হেটা; ইউরোপে সুইটজার্লণ্ড; এই
সমস্ত দেশ জনপদ শাসনের অধীন।

কোন কোন দেশে রাজা ও প্রজা প্রতিনিধি সভা-
দ্বারা রাজকাৰ্য্য নিষ্পন্ন হয়, রাজা যুদ্ধের ও সন্ধির কর্তা,
সর্বপ্রধান বিচারাপতি এবং দোষ গুণের দণ্ড ও পুর-
স্কার দাতা। তিনি কর্মচারিদ্বারা সমস্ত কার্য্য সম্পা-
দন করেন। পুরাতন নিয়ম রহিত অথবা স্মৃতন নিয়ম
স্থাপিত করিতে হইলে প্রতিনিধি সভায় স্থির হইয়া
রাজসম্মতিক্রমে দেশ মধ্যে প্রচলিত হয়; এইরূপ শাসন
প্রণালীকে সীমাবদ্ধ রাজশাসন কহে। গ্রেট ব্রিটেন,
ফ্রান্স, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, হলণ্ড, বেলজিয়ম,
পৰ্টুগাল, গ্রিস এবং আমেরিকায় ব্রিটিশ আমেরিকা
ও ব্রেজিলে এরূপ শাসন প্রচলিত।

অধিকার ।

সমুদ্র, পার্বত্য, অরণ্য, বৃহৎ নদী প্রভৃতিদ্বারা পৃথিবী অনেকাংশে বিভক্ত হইয়াছে। ঐ এক এক খণ্ডে যাহারা বসতি করে তাহাদিগকে এক এক জাতি কহা যায়। ভিন্নাধো পরস্পরের রীতি, নীতি, চরিত্র ও ভাষার বিভিন্নতা প্রযুক্ত পরস্পর একতা অবলম্বন করে না। যদিপি তাহারা স্বাধীন অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া সংসারযাত্রা নির্বাহ করে, তবে সর্বপ্রকারে মঙ্গল সম্ভাবনা। কিন্তু বলিষ্ঠেরা লোভ সম্বরণে অধীর হইয়া দুর্বলদিগকে আক্রমণ ও পরাভব করিয়া অধীন করে, এবং আপনাদিগের স্বাধীনতা বৃদ্ধি নিমিত্ত পরাজিত ব্যক্তি হইতে বিবিধ প্রকারে অর্থ সংগ্রহ করিয়া থাকে। যে স্থানে সভ্যজাতির অসভ্যদিগকে অধীন করিয়া অর্থ প্রয়াসী না হয়, সে স্থলে তাহাদিগের কোন কোন বিষয়ে মঙ্গল ঘটনার সম্ভাবনা, কিন্তু বলদ্বারা তাহাদিগের উন্নতির চেষ্টা পাওয়া সর্বতোভাবে অনায়াস কৰ্ম ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কেবল সহ-পদেশ ও নীতিশিক্ষা দ্বারাই তদ্রূপ করা ন্যায্য।

কতিপয় প্রধান রাজ্যের অধিকার নিম্নে লিখিত হইল।

ইংলণ্ডের অধীন দেশ ।

ইউরোপে— হেলিগোলণ্ড, জিব্রাল্টার, মাৰ্টা,

গোজো, এবং আইওনিয়ন দ্বীপ-
সমূহ।

আসিয়ায়—

হিন্দুস্থান, ব্রহ্মপুত্র পার হিন্দুস্থান-
নের কিয়দংশ, সিংহল, পেনাং,
সিংগাপুর, হংকং, লাবুয়ান, আন্-
ডামান্, এবং আডেন।

আফ্রিকায়—

মায়ার, লিওন, গামবিয়া, কেপ
কোন্ট কাফেল, পশ্চিম আফ্রিকা,
কেপ কলনি, নাটাল, দক্ষিণ আ-
ফ্রিকা, আসেনসন, সেন্ট হেলেনা,
মারিসস বা মারিচি, সেচেলি।

আমেরিকায়—

ইউনাইটেড স্টেটস রাজ্যের উত্তর
ও রুসিক আমেরিকার দক্ষিণ পূর্ব
সমুদয় দেশ, ও নিউ ফোউণ্ডলণ্ড,
কেপ ব্রিটন, প্রিন্স এডওয়ার্ড, আন-
টিকটি, সেন্টামটন, ভানকুভর, পারি
দ্বীপসমূহ বাহাদিগকে ব্রিটিশ আ-
মেরিকা কহে, এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া
দ্বীপসমূহ মধ্যে জামেকা, আন্টিগা,
বারবেডোস, ডোমিনিকা, গ্রেনেডা,
মন্টসেরাট, নিভিস, সেন্ট ক্রিসটোফর,
সেন্ট লুসিয়া, সেন্ট ভিন্সেন্ট, টেবাগো,

টরটোলা, আংগুইলা, টিনিডাড,
বাহানা, বামুডা, এবং দক্ষিণ আমে-
রিকায় গায়ানার কিয়দংশ ও কাক-
লণ্ড দ্বীপসমূহ।

আফ্রেলাসিয়ায়— আফ্রেলিয়ার নিউ সৌথ ওয়েলস, ভি-
ক্টোরিয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রি-
লিয়া, এবং ভাণ্ডিমানলণ্ড, নিউ-
জিলণ্ড, নরফক, ও অকলণ্ড দ্বীপ
সমূহ।

এই সমুদায়ের পরিমাণ ফল ৬২ ইং মাং, এবং লোক-
সংখ্যা ১২ কোটি।

ফ্রান্সের অধীন দেশ।

আসিয়ায়— পণ্ডিচরি, চন্দননগর, কারিকাল, মহী।

আফ্রিকায়— আলজিয়র্স, বোনা, লাকালী, বার-
বরি রাজ্য মধ্যস্থিত সেন্টলুই. গোরি
ও অন্যান্য দ্বীপ, সেনিগল নদ তীরস্থ
স্থানে স্থানে আডডা, ও কুচি এবং
সেনাগামবিয়ার কিয়দংশ সমুদ্র তটস্থ
প্রদেশ, পশ্চিম আফ্রিকা ও ভারত
সাগরস্থ বোরবোঁ, ও সেন্ট মেরি দ্বীপ।

আমেরিকায়—— ওয়েস্ট ইণ্ডিয়া দ্বীপ মধ্যে মার্টিনিক, গোয়াদালোপ ইত্যাদি, দক্ষিণ আমেরিকায় কেয়েন ও গায়ানার পুর্কায়ন।

এই সমুদয়ের পরিমাণ ফল ১৪৪০০০ ইংমাং এবং লোক সংখ্যা ২০ লক্ষ।

হলণ্ডের অধীন দেশ।

আসিয়ায়—— জাভা প্রভৃতি কএকটি মশলা দ্বীপ, এবং সুমাত্রা ও বোরনিওর যৎস্বল্পাংশ।

আফ্রিকায়—— গিনির কিয়দংশ।

আমেরিকায়—— ওয়েস্ট ইন্ডিসের, সাবা, সেন্ট ইউ-ফেস প্রভৃতি দ্বীপ এবং দক্ষিণ আমেরিকায় গায়ানার কিয়দংশ এবং কুরাকে প্রভৃতি ৪ টি দ্বীপ।

ইহার পরিমাণ ফল ৩ লক্ষ ইং মাং।

পোর্টুগালের অধীন দেশ।

আসিয়ায়—— গোয়া, পণ্ডিচরি, ডমনডু, মেকেও

আফ্রিকায়—— পশ্চিম আফ্রিকায় কঙ্গো, আঙ্গুলা, বেঙ্গুলা, পূর্ব আফ্রিকায় মোকালো,

মোজাম্বিক, কেপভার্ড, মেদেয়া,
আজোরস দ্বীপ ।

স্পেনের অধীন দেশ ।

আসিয়ায়— ফিলিপাইন ও লাড্রোন দ্বীপ ।

আমেরিকায়— কুবা, পোর্টরিকো দ্বীপ ।

আফ্রিকায়— উত্তরাংশে স্বল্পস্থান ।

পরিমাণ ফল ১ লক্ষ ইং মাং ও লোকসংখ্যা ৪০
লক্ষ ।

ডেন্‌মার্কের অধীন দেশ ।

গ্রিনলণ্ড, আইসলণ্ড, ফার, এবং

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ মধ্যে সেন্ট তমাস,

সেন্ট জন ও সান্টাক্রুজ এবং পশ্চিম

আফ্রিকায় গিনি মধ্যে কয়েকটি নগর ।

পরিমাণ ফল ৪৩২০০০ ইং মাং এবং লোক সংখ্যা

লক্ষ ।

৩৭ পৃষ্ঠার শেষ পংক্তির পর

ক্ৰোড় পত্র ।

আফগানস্থান

আফগানস্থান ও বিলুচিস্তান রাজ্যের হিন্দুস্তানের পশ্চিম। ইহাদিগের পরিমাণ ফল ৪ লক্ষ টা মাংস, লোক সংখ্যা ১ কোটির অধিক। আফগান নামক রাজার বংশাবলিকে আফগান জাতি কহে, এবং উহাদিগের বাসস্থানের নাম আফগানস্থান। কাবুল ইহার রাজধানী। কান্দাহার, গজ্নী, হেরাট, প্রধান নগর। দেশ অধিকাংশ পর্বতীয়। এই স্থানে বিবিধ প্রকার শাক ও তরকারি, সেউ, আঙ্গুর, দাড়িম, বাদাম, পেস্তা, প্রভৃতি অনেক উপাদেয় ফল উৎপন্ন হয়। তদ্রূপ লোকেরা শিল্পবিদ্যায় বিশেষ গটু নহে। এ স্থানের সমস্ত ব্যবসায় স্থলপথ-দ্বারাই নির্ভর হইয়া থাকে। বৎসরে ৩।৪ বার মহা জনেরা দলবদ্ধ হইয়া এখানহইতে দ্রব্যাদি লইয়া যায়, ও অন্যত্র হইতে আনিয়ন করে। বন্দুক, তরবার, রেশমি দ্রব্য, বিবিধ প্রকার ফল, চরস, ইত্যাদি রফতানির দ্রব্য। নীল, তুলা, লবণ, তুলার বস্ত্র, ছিট, নানাবিধ বিলাতি সামগ্রী, মসলা, চিনি, অহিফেন, হিং, ইত্যাদি আমদানির দ্রব্য। এখানে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীস, গন্ধক, সোণা,

এবং উৎকৃষ্ট লোহের খনি আছে। প্রতি গ্রামে পাঠশালা : স্থাপিত আছে ; তথায় অধিকাংশ বালকেরা মোল্লাদিগের নিকট দেশীয় ভাষায় যৎসামান্য রূপে শিক্ষিত হয় ; ভদ্র সম্ভানেরা পারসী ভাষার বিশুদ্ধতা চর্চা করেন। দেশে সমুদয় লোকের তৃতীয়াংশ আফগান। ইহারা রাজকীয় বা বুদ্ধকর্মে নিযুক্ত রহে। আফগানেরা ন্যামাকুতি, সুগঠিত, বলী, উদারস্বভাব, বুদ্ধজনের সম্মানকারী, অতিখিনসংকারে বিশেষ তৎপর, শরণাগতজনহিতকারী, কিন্তু পশিকদিগের যথাসর্বস্ব লুট করিতে কিছু মাত্র সংশয় করে না। বিলুটিস্থানের রাজধানী খিলাত। এই রাজ্যের অধিকাংশ ভূমি বালুকাময় ও মরু, কিন্তু যে অভাব্য স্থলে আবাদ হয়, তথায় আফগানস্থানের সকল ফসল উৎপন্ন হয়। এখানকার ভরমুজ এত বড় হয়, যে এক জন বলবান লোকে তাহা বহন করিতে সক্ষম হয় না। বিলুটিরা দীর্ঘাকৃতি, বলশালী, কিন্তু সরলস্বভাব নহে, লোভী, মিথুর, এবং দস্যুবৃত্তি দোষ বিবেচনা করে না।

পারস্য।

আফগান স্থানের পশ্চিম। মোসলমানেরা এই দেশকে ইরান কহে। ইহার আয়তন ৪৬৬০০০ ইং মাং ; লোক সংখ্যা প্রায় এক কোটি। টিহারন ইহার রাজধানী ;

ইম্পাহান, সিরাজ, প্রধান নগর। দেশের দক্ষিণাংশ অফ-
লশালী, উত্তরাংশ অত্যন্ত উর্বরা। বিবিধ শস্য পিণ্ড-
খরু, দাড়িম, বাদাম, পিচ, আঙ্গুর, ও অন্যান্য মেওয়া
উৎপন্ন হয়, এবং এই নিমিত্তই এই রাজ্য পৃথ্বীর উদ্যান
বলিয়া বর্ণিত। এখানে রূপা, তাম্র, লৌহ, গন্ধকের
অঙ্কর আছে। অশ্ব, উষ্ট্র, তাম্র, গন্ধক, তাম্র, অহি-
ফেন, গোলাব জল, মুক্তা, গালিচা, হুলিচা, রেশম,
ঔষধির গাছগাছড়া, নানাবিধ ফল, জাফরান, তণ্ডুল,
হিং, রক্তচিনি হয়। নীল, চিনি, কাফি, চা, সীসা, টিন,
হীরক, বিবিধ প্রকার মণি, উত্তম উত্তম বস্ত্র, বিলাতি
দ্রব্য, ও খোজা আমদানি হয়। বাৎসরিক রাজস্ব ৩০
কোটি টাকা। সৈন্য এক লক্ষের অধিক।

এই রাজ্যে ৩ টী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। নিত্যন্ত দরিদ্র
ভিন্ন সকলেই স্ব স্ব সম্মানদিগকে শিক্ষার্থ পাঠশালায়
প্রেরণ করেন। অল্পকাল বিদ্যাধ্যায়ীরা কোরানের কোন
কোন অংশ কণ্ঠস্থ মাত্র করেন; দীর্ঘকাল পাঠীরা আরবী
পারসী শিখে। বিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার চালনা হয় না,
যে যৎস্বল্প হয় তাহার অধিকাংশ ভ্রমমূলক। ছাত্রদিগের
বিত্ত দিতে হয় না, এবং শিক্ষকেরাও বেতন গ্রহণ করেন
না। পাঠশালার অন্য অন্য ব্যয় রাজা বা ধনিজনের
দান ভূমির উপস্থিত হইতে নির্বাহ হয়। এখানে বালি-
কারা বালকবৎ শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। অত্রস্থ লোকেরা

সুদৃশ্য, বলবান, কর্মঠ, নতুনতাব, কিন্তু ধূর্ত ও ভাঙ্কশ
 সাহসিক নহে। পূর্বকালে পারস্য রাজ্য অতীব বিস্তৃত
 ছিল, ইহাদিগের ধর্ম ও ভিন্ন ছিল। সং ও অসং এই দুই
 জগতের মূল কহিত। সূর্য্য ও অগ্নিকে অর্চনা করিত।
 ইহাদিগের ধর্মসংস্থাপকের নাম জোরাস্টর এবং ধর্ম
 পুস্তকের নাম বেদবেস্ত। এই মতস্থ কতক ব্যক্তি বসে,
 সুরাট প্রভৃতি নগরে বাস করে।

আরব।

কেহ কেহ কহেন যে এই রাজ্যস্থিত আরেবা প্রদেশ
 হইতে ইহার নাম করণ হয়। অপরে আরব শব্দে মরুভূমি
 ব্যুৎপত্তি করেন। ইহার পরিমাণ ফল ১ লক্ষ ইং মা ; লোক
 সংখ্যা ১ কোটি। মক্কা রাজধানী ; এবং মদিনা, যোকা,
 আদেন, প্রধান নগর। দেশ স্থানে স্থানে পর্বতীয়
 অধিকাংশ ভূমি বালুকাময় ও অফলশালী, সমুদ্রতটস্থ
 স্থল উর্বরা। এই মরুভূমি দিয়া যাত্রিদিগের গভায়াত
 করা বিলক্ষণ ক্লেশকর, বৃষ্টি নাই, জলও অপ্রাপ্য, মধ্যে
 মধ্যে তুফান হইয়া যাত্রির দল এক কালে নষ্ট হয়।
 জৈশ্বর কুপায় স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কলশালী, জলপ্রাপ
 স্থল দেখা যায়, তথায় যাত্রিগণ অবস্থিতি করিয়া ক্লেশ
 দূর করে। মোসলমান মাত্রেই মক্কা মদিনায় ভী

করা। কর্তব্য কর্ম মতো গণনীয় হওয়ায়, বৎসর বৎসর
বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোক অত্র আগমন
করে। লোহ, সীস, লবণ, এ দেশে প্রাপ্য। অশ্ব (যাহা
সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য) চক্ষু, চুক্তা, কাফি, নীল, গঁদ,
শোণানুধী, পিণ্ডখজ্জুর, রক্ততানির ড্রবা। বিবিধ প্রকার
ফুলস্র, িনি, ও বিলাতি ড্রবা, আমদানি হয়। সমুদ্র
তটস্থ লোক যথেষ্ট পরিমাণে মৎস্য ধরিয়া থাকে, এবং
'হাই' গো, গর্দভকে পর্য্যন্ত খাওয়ায়।

আরবদিগের মধ্যে কতক ব্যক্তি গৃহাদি নির্মাণপূর্ব্বক
কৃষি ও শিল্পকর্ম করিয়া নগর মধ্যে বাস করে, কিন্তু আর্থ-
কাংশ ভাষ্মুতে অবস্থিতি করিয়া, গো, মেঘ, অশ্ব, পালন
পূর্ব্বক স্থানে স্থানে গর্য্যটন করে। দুর্কল পথিক পাইলে
তাহাদিগের ড্রবাদি অপহরণ করিয়া লয়। আরবেরা
মুদ্রশা ও সাহসিক, কখনই পরাধীন নহে। ইতিপূর্বে
ইহাদিগের রাজ্য অতীব বিস্তৃত ছিল। তৎকালে শাহু-
চালনা ও বিদ্যোন্নতি নিমিত্ত বিশেষ যত্ন করিত। আরবি
ভাষা প্রাচীন ও উৎকৃষ্ট, বিবিধ বিষয়ে বহু গ্রন্থে ভূ-
ষিত। পারসি, তুর্কি, আফগানি, প্রভৃতি ভাষায় অনেক
শব্দ ইহা হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

আসিয়ার টর্কি।

আরব রাজ্যের উত্তর। পরিমাণ ফল ৪ ৥ লক্ষ ইং মাং ;

লোক সংখ্যা ১৥ কোটি। আলিপো রাজধানী ; নির্মাণ-
ডামাসকস্, জেরুজলম, প্রধান নগর। দেশ পাহাড়-
বিশিষ্ট। আবহাওয়া অপূর্ণ ; ভূমি অতিশয় উর্বরা। ভিন্ন
ভিন্ন শস্য ও নানাবিধ উপাদেয় ফল এখানে জন্মে ;
কৃষিকর্মে তাদৃশ আদর নাই, এবং প্রচারা সামান্য শিল্প-
কর্মে মাত্র পটু। ধাতু, তাম্র। রকতানির দ্রব্য :—রেশম,
পশম, তুলা, অনেক প্রকার শুষ্ক ফল, তমাক, অহিফেন,
তৈল, সুরা, চন্দ্র, তাম্র, ঔষধির গাছগাছড়া, জাফ-
রান। আমদানির দ্রব্য :—বস্ত্র, ঘড়ি, কাচের ও মৃৎকার
বাসন ইত্যাদি।

পূর্বকালে ইহুদি জাতি এখানে বাস করিত। ইহারা
প্রাচীন সভ্যজাতি মধ্যে গণ্য। ইহাদিগের ভাষার নাম
হিব্রু। ইহারা ঈশ্বরের প্রিয় জাতি বলিয়া শ্লাঘা করে।
ইহাদিগের ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে, যে সমস্ত বিশিষ্ট
রূপে প্রচার ও অসংদিগের দমন নিমিত্ত মেসায়্য মনুষ্য
রূপে অবতীর্ণ হইয়া ভূমণ্ডলের শাসন ভার গ্রহণ করি-
বেন। খ্রীষ্টানেরা কহে, যে বীণ্ড্রীষ্ট সেই ব্যক্তি, কিন্তু
ইহুদিরা তাহা স্বীকার করে না। মোসলমান ও খ্রীষ্টা-
নেরা ইহুদিদিগের ধর্ম পুস্তককে অতিশয় মান্য করিয়া
থাকে। ইহুদিরা এক্ষণে দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে
বৈদেশিক ও বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া দিনপাত করে।

মানের। বিশেষতঃ মোসলমানের। ইহুদিদিগকে সম্যক
দর করে।

আসিয়ার দ্বীপ।

আসিয়ার দক্ষিণে কতিপয় দ্বীপ আছে। তাহাদিগের
মধ্যে ইণ্ডিয়ন দ্বীপ কহে ; এই সমস্তের পরিমাণ কল
লক্ষ ইং মাং : লোক সংখ্যা ১৥ কোটি। ইহাদিগের
ধর্ম প্রধান।

দ্বীপ	রাজধানী
সুমাত্রা	বেঙ্গুলন
জাভা	বাতাবিয়া
বোর্নিও	বোর্নিও
সিলিবিস	মাকাসার
মসলাদ্বীপসমূহ	আমবয়না
ফিলিপাইন দ্বীপ সমূহ	মানিলা

এই সমস্ত দ্বীপের ভূমি অতি উর্বরা। ইহার কোন কোন
দেপ স্বর্ণ, রূপা, টিন, হীরক, প্রাপ্ত হওয়া যায়।

